# চতুর্দশ অধ্যায়

## চতুর্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী গৌর-নারায়ণের অতিথি-সেবা, পূর্ববঙ্গ-বিজয়, গ্রন্থ রচনার সমসাময়িক কতিপয় আনুকরণিক পাষণ্ড ও রাঢ়দেশবাসী জনৈক ব্রহ্মদৈত্যের অপরাধময় ব্যবহার, লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব, তপন মিশ্রের প্রভু-সমীপে সাধ্য ও সাধন-বিষয়ে পরিপ্রশ্ন, প্রভুর উত্তর ও শিক্ষা-প্রদান, বঙ্গদেশ হইতে প্রভুর প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাই পণ্ডিতকে বড় বড় বিষয়ী ও নবদ্বীপের ধর্মকর্মাচরণকারি-ব্যক্তিগণ সকলেই বিশেষ সম্মান করিতেন। প্রভু গৃহস্থ-ধর্মের আদর্শ স্থাপন-কল্পে বিত্তশাঠ্যাদি দোষের প্রশ্রয় না দিয়া দীন-দুঃখীকে দয়া করিতেন। শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-স্থিত প্রভু-গৃহে অতিথিগণ অনুক্ষণ সংকৃত হইতেন। লোক-শিক্ষক প্রভু স্বয়ং দারিদ্র গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও অনুক্ষণ ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সেবার জন্য অশেষ যত্ন করিতেন। শচীমাতা সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের অভাব বোধ করিবা-মাত্র গৌরসুন্দর কোথা হইতে বৈষ্ণব-সেবার যাবতীয় সম্ভার আনিয়া দিতেন। লক্ষ্মীদেবী বৈষ্ণব-সেবার্থ রন্ধন-কার্যে নিযুক্ত হইতেন এবং প্রভু স্বয়ং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া উত্তমরূপে ভিক্ষা করাইতেন। অতিথি-সেবাই গৃহস্থের মূলধর্ম; গৃহস্থ হইয়া যাহারা অতিথির সেবা না করে, তাহারা পশু-পক্ষী হইতেও অধম। পূর্বাদৃষ্ট-দোষে অর্থাদি-সম্পদ্হীন হইলেও গৃহস্থ অন্ততঃ তৃণ, জল, ভূমি ও মধুর বাক্য দ্বারা নিষ্কপট-চিত্তে অতিথির সেবা করিবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি ভিক্ষুকের বেশে শ্রীমায়াপুরে প্রভু-গৃহে আগমন করিতেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী ঊষঃকাল হইতে নিরন্তর বিষ্ণু-গৃহের যাবতীয় কার্য, ঈশ্বর-পূজার সজ্জা প্রস্তুত ও তুলসীর সেবা করিতেন। তুলসী-সেবাপেক্ষা স্বীয় প্রভুর জননী শ্বশ্রূমাতা শচীদেবীর সেবায় তাঁহার অধিক মনোযোগ ছিল। শচীদেবী পুত্রের পদতলে কোনদিন বা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা দর্শন, কোনদিন বা ঘরের সর্বত্র পদ্মগন্ধের আঘ্রাণ পাইতেন।

কিছুকাল পরে নিমাইপণ্ডিত অর্থাদি-সঞ্চয়-ব্যপদেশে ছাত্রগণের সহিত পূর্ববঙ্গে গমন করিয়া পদ্মাবতী-নদীর তীরে আসিয়া অবস্থান করিলেন। প্রভুর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সেইস্থানে অসংখ্য ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে সকলে নিমাই পণ্ডিতের নিকট হইতে বহু বিদ্যা অর্জন করিতে লাগিলেন।

এস্থলে গ্রন্থকার বলেন যে, পূর্ববঙ্গে প্রভুর শুভ-বিজয় হইয়াছিল বলিয়াই আজও বঙ্গদেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্তনে মত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মধ্যে মধ্যে তথায় কতকগুলি পাষণ্ডি-প্রকৃতি ব্যক্তি উদর-ভরণের সুবিধার জন্য আপনাদিগকে 'নারায়ণ' বা 'ভগবান্' বলিয়া প্রচার-পূর্বক দেশবাসীর সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

রাঢ়দেশেও এক মহা-ব্রহ্মদৈত্য বাহিরে ব্রাহ্মণের বেশ, কিন্তু অন্তরে রাক্ষস-প্রকৃতি লইয়া আপনাকে 'গোপাল' বলিয়া ঘোষণা করে। লোকে তাহার কাপুরুষতার জন্য তাহাকে ঘৃণ্য 'শৃগাল' বলিয়াই অভিহিত করে। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীচৈতন্য ব্যতীত যে পাপিষ্ঠ জীব আপনাকে বা অপর জীবকে 'ভগবান্' বলিতে চায়, তাহার ন্যায় মহা-অপরাধী আর নাই। অধিক কি, অদ্যাপি দেখা যায়,---চৈতন্যচন্দ্রের দাসগণের স্মরণেও জীবের সর্বত্র শুভোদয় হয়।

এদিকে প্রভুর পূর্ববঙ্গে বাস-কালে শ্রীলক্ষ্মী-দেবী প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুর পাদ-পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে গঙ্গাতীরে অন্তর্হিত হন। প্রভু বঙ্গদেশ হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবেন শুনিয়া বঙ্গদেশের বহুলোক প্রভুর নিকটে নানাবিধ উপায়ন লইয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়, সেই পূর্ববঙ্গে তপন মিশ্র নামে এক সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্ন-মধ্যে কলিযুগে জীবোদ্ধারার্থ অবতীর্ণ নিমাইপণ্ডিত-রূপী নর-নারায়ণের নিকট অভিগমন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। তপন মিশ্র প্রভু-সমীপে উপনীত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনই যে সর্বদেশের, সর্বকালের ও সর্বপাত্রের পালনীয় সর্বসিদ্ধিপ্রদ একমাত্র যুগধর্ম, তাহা উপদেশ করিয়া তপন মিশ্রকে কুটিনাটী পরিহারপূর্বক একান্ত হইয়া অনুক্ষণ ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্র-কীর্তনের উপদেশ প্রদান করিলেন। মিশ্র প্রভুর অনুগমন করিবার অনুমতি চাহিলে প্রভু তপন মিশ্রকে সত্বর বারাণসী যাইতে আদেশ করিলেন এবং কাশীতে প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ও সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ে বিশেষভাবে শ্রবণের অবসর ঘটিবে বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তপন মিশ্র প্রভুর নিকট স্বীয় পূর্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে, প্রভু মিশ্রকে তাহা লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

তদনন্তর প্রভু অর্থাদি লইয়া পূর্ববঙ্গ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক জননীর নিকট সমস্ত অর্থাদি প্রদান করিলেন। অনেক পড়ুয়া পাঠার্থী হইয়া প্রভুর সহিত পূর্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। প্রভু লক্ষ্মীদেবীর বিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া লোকানুকরণে কিঞ্চিৎকাল দুঃখ প্রকাশপূর্বক মাতাকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

**জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।**
**জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর।।১।।**
**জয় জয় শ্রী প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের জীবন।**
**জয় শ্রীপরমানন্দপুরী-প্রাণ-ধন।।২।।**

পতিত জীব দুঃখ-দুঃখী গ্রন্থকারের ইষ্টদেব-গৌরচরণে জীবোদ্ধারার্থ প্রার্থনা—

**জয় জয় সর্ববৈষ্ণবের ধন-প্রাণ।**
**কৃপা-দৃষ্ট্যে কর', প্রভু, সর্বজীবে ত্রাণ।।৩।।**

---

# গৌড়ীয়-ভাষ্য

প্রদ্যুম্ন-মিশ্র,—উৎকলদেশে বিপ্রকুলে ইঁহার জন্ম। ইঁহার আদর্শ-গৃহস্থোচিত পুণ্যময় জীবন ও আভিজাত্যাদিপূর্ণ সামাজিক উচ্চতমমর্যাদা হরির ও হরিজনের সেবায় নিয়োগ করিয়া সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রভু নীলাচলে ইঁহাকে অশৌক্র বিপ্রকুলে অবতীর্ণ কৃষ্ণভক্তিরস শিক্ষকচূড়ামণি মহাভাগবতবর বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল রায় রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইনিও শিষ্যরূপে বৈষ্ণবাচার্যের সমীপে কৃষ্ণকথা-কীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করিলেন। ইঁহার প্রসঙ্গ—অন্ত্য, ৩য় অঃ ১৮৪, ৫ম অঃ ২১১, ৮ম অঃ ৫৭, এবং চৈঃ চঃ আদি—১০ ম পঃ, মধ্য—১ ম পঃ, ১০ম পঃ, ১৬শ পঃ, ২৫শঃ পঃ ও অন্ত্য—৫ম পঃ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে প্রভুকে 'প্রদ্যুম্নমিশ্রের জীবন' বলিবার তাৎপর্য এই যে, আদর্শপুণ্যাত্মা গৃহস্থ প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আরাধ্য বিগ্রহ প্রভুর অতিথিবর্গের ও ত্যক্তগৃহ চতুর্থাশ্রমিগণের সৎকারাদি আদর্শ গার্হস্থ্য লীলা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পরমানন্দপুরী (পুরী-গোস্বামী বা গোসাঞি),—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরণরূপ ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূল,—শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নয়জন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম প্রিয়শিষ্য। ত্রিহুতে ইঁহার আবির্ভাব। (গৌঃ গঃ ১১৮)—"পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা"। প্রভুর 'পরমানন্দপুরীর প্রাণধনত্ব'—প্রসঙ্গ,—অন্ত্য, ৩য় অঃ ১৬৭-১৮১, ২৩১-২৬০, ৮ম অঃ ৫৫, ১২২ ও ১০ম অঃ ৪২, ৪৭, ৪৯; এবং চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ, ১০ম পঃ; মধ্য—১ম পঃ, ২য় পঃ, ৯ম পঃ, ১০ম পঃ, ১১শ পঃ, ১৩শ পঃ, ১৪শ

আদি-লীলায় দ্বিজরাজ গৌরলীলা শ্রবণার্থ শ্রদ্ধধান শ্রোতৃবর্গকে অনুরোধ—

**আদিখণ্ডকথা, ভাই, শুন একমনে।**
**বিপ্ররূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে।।৪।।**

বিদ্যা-লীলা-বিলাসময় গৌর-নারায়ণ—

**হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক সর্বক্ষণ।**
**বিদ্যা-রসে বিহরেণ লই' শিষ্যগণ।।৫।।**

শিষ্য-বেষ্টিত নিমাইর নবদ্বীপে বিদ্যা-বিলাস—

**সর্ব-নবদ্বীপে প্রতি নগরে-নগরে।**
**শিষ্যগণ-সঙ্গে বিদ্যারসে ক্রীড়া করে।।৬।।**

নবদ্বীপে নিমাইর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি—

**সর্ব নবদ্বীপে সর্বলোকে হৈল ধ্বনি।**
**'নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি'।।৭।।**

নিমাই পণ্ডিতের প্রতি বিত্তশালিগণের সম্মান-প্রদর্শন—

**বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।**
**নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে।।৮।।**

নিমাই পণ্ডিতের দর্শন মাত্র সকলের স-সম্ভ্রমে বশ্যতা-স্বীকার—

**প্রভু দেখি' মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস।**
**নবদ্বীপে হেন নাহি,—যে না হয় বশ।।৯।।**

পুণ্যকর্মিগণের ব্যবহারিক শুভ পুণ্যকর্মোপলক্ষে নিমাইকে পণ্ডিত জ্ঞানে বিবিধ উপায়ন-প্রেরণ—

**নবদ্বীপে যা'রা যত ধর্ম-কর্ম করে।**
**ভোজ্য-বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে।।১০।।**

মূর্ত-আদর্শ গৃহস্থ-রূপে প্রভু-কর্তৃক (১) অভাবগ্রস্ত দুঃখীর প্রতি মুক্তহস্তে দান—

**প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।**
**দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার।।১১।।**
**দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।**
**অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি।।১২।।**

(২) অতিথি-সম্মান—

**নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।**
**যা'র যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে।।১৩।।**

(৩) চতুর্থাশ্রমি-সম্মান—

**কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।**
**সবা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ।।১৪।।**

শচীমাতাকেও সন্ন্যাসী ভোজন করাইতে উপদেশ দান—

**সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।**
**কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে।।১৫।।**

---

পঃ, ১৫শ পঃ ১৬শ পঃ, ২৫শ পঃ ও অন্ত্য ২য় পঃ, ৪র্থ পঃ, ৭ম পঃ, ৮ম পঃ, ১১শ পঃ, ১৪শ পঃ ও ১৬ পঃ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৮ম অং ও ৯ম অং এর শেষাংশ, শিবানন্দসেন-পুত্রকবিকর্ণপুরের 'পরমানন্দপুরীদাস'-নাম--১০ম অং, সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মহাকাব্যে) ১৩শ সঃ ১৪, ১১২-১১৯, ১২২; ১৬শ সঃ ৩০, ১৯শ সঃ ও ২০শ সঃ দ্রষ্টব্য।।২।।

নগরে-নগরে,--তাৎকালিক নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লী ও দ্বীপগুলি 'নগর'-নামে খ্যাত ছিল, যথা---গঙ্গানগর, কাজীর নগর, কুলিয়া-নগর, বিদ্যানগর, জান্নগর প্রভৃতি।।৬।।

তৎকালে হিন্দু সমাজে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের প্রতি সম্মান বা মর্যাদা-প্রদান-রীতি প্রবল থাকায় সকল-লোকই রাজধানীতে আসিয়া পণ্ডিতকুলশিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের জন্য তণ্ডুল-বস্ত্রাদি উপহাররূপে প্রেরণ করিত।।১০।।

ব্রাহ্মণের স্বভাবে ঔদার্য ও অব্রাহ্মণের স্বভাবে কার্পণ্য বর্তমান। আদর্শ উত্তম-গৃহস্থের লীলা-প্রদর্শন কল্পে নিমাই দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত জনগণকে অন্ন, বস্ত্র ও ধনাদি প্রদান করিতেন।।১২।।

নবদ্বীপে উচ্চকুলোদ্ভূত গৃহস্থ-অধিবাসিগণ সাধারণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করিতেন বলিয়া নানা-স্থান হইতে ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসিগণ আসিয়া তাঁহাদের গৃহে অভ্যাগত হইতেন। প্রভু একদিকে যেমন দীন-দুঃখী ও অতিথিগণের অভাব-মোচন করিতেন, অপরদিকে তেমনই চতুর্থাশ্রমী ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসিগণের পরিচর্যার আদর্শ ও পুণ্যাত্মা ধার্মিকগৃহস্থগণের পূর্ণাদর্শভূত স্বীয় গার্হস্থ্য-লীলায়

নৈবেদ্যাভাব-হেতু শচীমাতার উদ্বিগ্নতা—

**ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে মনে।**
**'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে?' ১৬।।**

শচীর চিন্তামাত্রেই অলক্ষিতে নৈবেদ্যাগমন—

**চিন্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্ জনে।**
**সকল সম্ভার আনি' দেয় সেইক্ষণে।।১৭।।**

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নৈবেদ্য রন্ধন, প্রভুর আগমন—

**তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।**
**রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে।।১৮।।**

প্রভুর স্বয়ং চতুর্থাশ্রমিগণের ভোজন-পর্যবেক্ষণ-সম্পাদন—

**সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।**
**তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া।।১৯।।**

অতিথিগণের আগমন মাত্র প্রভু-কর্তৃক তাঁহাদের ভোজনাদি-বিষয়ে সাদরে জিজ্ঞাসা—

**এইমত যতেক অতিথি আসি' হয়।**
**সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময়।।২০।।**

মূর্ত-আদর্শ গৃহস্থ-লীলায় প্রভুর গৃহস্থাশ্রমিগণকে অতিথিরূপী মহতের প্রতি সম্মানার্থ উপদেশ—

**গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম।**
**"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম।।২১।।**

অতিথিসেবা হীন গৃহস্থের নিন্দা—

**গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।**
**পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তা'রে।।২২।।**

অতিথি-পূজনার্থ ধনি-নির্ধন-নির্বিশেষে সকল গৃহস্থেরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—

**যা'র বা না থাকে কিছু পূর্বাদৃষ্ট-দোষে।**
**সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে।।২৩।।**

তথাহি (মনুসংহিতায়াং ৩।১০, হিতোপদেশে চ)—
অতিথি-সেবনার্থ পুণ্যবান্ সকল গৃহস্থেরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—

**তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ বা সুনৃতা।**
**এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।২৪।।**

---

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ধার্মিক সদ্‌গৃহস্থই যে আশ্রমধর্মের আদর করিতে বাধ্য, তাহা জানাইবার জন্যই প্রভু পুণ্যময় গৃহস্থোচিত ধর্মের পূর্ণ ও সর্বোত্তম আদর্শ দেখাইয়া সন্ন্যাসিগণের ভোজন, আশ্রয় প্রভৃতি প্রদান করিতেন। যাঁহারা—ত্যক্তগৃহ চতুর্থাশ্রমী যতি, গৃহস্থের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তাঁহাদের দেশপর্যটনকালে তাঁহাদিগকে যথা-সাধ্য ভোজ্য ও আশ্রয় প্রদান-প্রত্যেক বর্ণাশ্রম ধর্ম-পালক গৃহস্থেরই একান্ত কর্তব্য। কালক্রমে হিংসা-বশে গৃহব্রতগণ চতুর্থাশ্রমিগণকে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করায়, প্রকৃত আশ্রম ধর্ম ক্রমশঃ শ্লথ ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি, কোন কোন গৃহস্থ এরূপও মনে করেন যে, গৃহস্থ-হিতৈষী সন্ন্যাসীকে গৃহস্থাশ্রম হইতে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ভিক্ষা হইতে বঞ্চনই তাঁহাদের পরমধর্ম। সঙ্গতিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য গৃহস্থের লীলা না দেখাইলেও প্রভু গৃহস্থগণকে সন্ন্যাসিগণের সৎকারশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নিজ-গৃহে দশ-বিশ-জন সন্ন্যাসীকে মধ্যে-মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন।।১৪।।

প্রভুর গৃহে অধিক সঞ্চিতবিত্ত ও প্রচুর ভোজ্য-সম্ভারাদির অভাব-নিবন্ধন শচীদেবী সেই দিবস সন্ন্যাসিগণের ভোজ্য-সংগ্রহে অভাব বোধ করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ ভগবদিচ্ছা-ক্রমে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়া গেল।।১৬-১৭।।

যতিগণের সাধারণতঃ অগ্নি-ব্যবহার না থাকায় তাঁহাদের পাকাদি-কার্য সাগ্নিক-ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই নির্বাহিত বা সম্পাদিত হইত। নিরগ্নিক যতিসম্প্রদায় সাগ্নিক-বিপ্রের গৃহ-পাচিত-অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণগৃহে একটী বিষ্ণু-মন্দির থাকিত এবং সন্ন্যাসিগণও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পাচিত অন্নসমূহই সেবন করিতেন। বিপ্রেতর অপরের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্যতীত ইতরদেব নৈবেদ্যে অমেধ্যাদি থাকিবার সম্ভাবনা-হেতু পরিব্রাজক যতিগণের বিপ্রেতর কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন করিবার রীতি ছিল না। পুণ্যময় গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠানের আদর্শ-প্রদর্শনোদ্দেশে স্বয়ং সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ সেবন করাইতেন।।১৯।।

জিজ্ঞাসা করেন,—পানীয়, আহার্যবিষয়ে কোন অভাব বা প্রয়োজন আছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন।।২১।।

গৃহ হইতে অতিথির নির্গমন-নিবারণার্থ গৃহস্থগণকে দোষ-ক্ষমা-যাচ্ঞা-পূর্বক সদৈন্যে সত্যকথন-কর্তব্য-শিক্ষা-দান—

**সত্য বাক্য কহিবেক করি' পরিহার।**
**তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার।।২৫।।**

নিষ্কপটভাবে অতিথিরূপী মহতের যথা-সাধ্য সন্তোষ-বিধান-কর্তব্যতা—

**অকৈতবে চিত্ত সুখে যা'র যেন শক্তি।**
**তাহা করিলেই বলি 'অতিথিরে ভক্তি'।।''২৬।।**

স্বয়ং আদর্শ গৃহস্থরূপে প্রভুর আচার ও প্রচার—

**অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।**
**জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে।।২৭।।**

গৌর-নারায়ণ-গৃহে মহালক্ষ্মী-পাচিত অন্নগ্রহণকারী ভিক্ষু অতিথিগণের মহাসৌভাগ্য-বর্ণন—

**সেই সব অতিথি—পরম-ভাগ্যবান্।**
**লক্ষ্মী-নারায়ণ যা'রে করে অন্ন দান।।২৮।।**

ব্রহ্মাদি-দেব-প্রার্থিত ভগবদ্গৃহ-প্রদত্ত প্রসাদ সম্মানে সর্বসাধারণের অধিকার-লাভ—

**যা'র অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।**
**হেন সে অদ্ভুত, তাহা খায় যে-তে জন।।২৯।।**

উক্ত ভিক্ষু অতিথিবর্গের মহত্ত্ব-বর্ণন; তাঁহাদিগকে 'শিব-ব্রহ্মাদি'-রূপ মহাভাগবতানুমান—

**কেহ কেহ ইতোমধ্যে কহে অন্যকথা।**
**''সে অন্নের যোগ্য অন্যে না হয় সর্বথা।।৩০।।**
**ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি করি'।**
**সুর-সিদ্ধ-আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী।।৩১।।**
**লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।**
**জানি' সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে।।৩২।।**
**অন্যথা সে স্থানে যাইবার শক্তি কা'র?**
**ব্রহ্মা-আদি বিনা কি সে অন্ন পায় আর?''৩৩।।**

কাহারও বা গৌর-নারায়ণের দীনজীব-তারণ-লীলা-মহিমা-বর্ণন—

**কেহ বলে,—''দুঃখিতে তারিতে অবতার।**
**সর্বমতে দুঃখিতেরে করেন নিস্তার।।৩৪।।**

অঙ্গি-মহাবিষ্ণুর অঙ্গরূপে ব্রহ্মাদি দেবগণের তদীয়ত্ব বা নিজ-জনত্ব—

**ব্রহ্মা-আদি দেব যা'র অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ।**
**সর্বথা তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গ।।৩৫।।**

---

বিষ্ণুতোষণকামী অভ্যাগত, পরিব্রাজক ও এক তিথিকাল অবস্থানকারী অতিথির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল গৃহমেধী কেবলমাত্র নিজের জন্য পাকাদি গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্যক্ জীব স্বীয় অভাবনিবৃত্তি ও আহার্য সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে বিচরণ করে; উহাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার সুযোগ অল্পই আছে, কিন্তু মানবগণ 'সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীব' বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠান করিতে বাধ্য। যদি ঐবিষয়েই তাঁহারা বিমুখ হ'ন, তাহা হইলে তাঁহারাও আশ্রয়-বিহীন নগ্ন পশু-পক্ষীর ন্যায় কেবল-মাত্র স্ব-স্ব-উদরভরণকারী জীব বলিয়াই পরিগণিত হইবেন। মনুষ্যের স্ব-স্ব উদর-ভরণ ব্যতীত বিষ্ণু-সেবার জন্যই দ্রব্যাদি সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার উচ্চ-অধিকার বর্তমান। তজ্জন্য নারায়ণ-তোষণকাম জীব-হিতাকাঙ্ক্ষা পরিব্রাজক ও অতিথিগণের আশ্রয় ও ভোজ্য-প্রদানও তাঁহাদের সামাজিক বিধির অন্তর্গত। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগকে পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলা যাইবে।।২২।।

তৃণ,—বসিবার অথবা শয্যার নিমিত্ত খড়।

ভূমি,—বিশ্রাম-স্থান।

উদক,—কর মুখপাদ প্রক্ষালনার্থ বা আচমন-পানার্থ জল।

সুনৃতা বাক্,—সত্য, মধুর বচন। চতুর্থী,—চতুর্থতঃ।

**অন্বয়**। সতাং গেহে (অতিথিপরায়ণানাং ধার্মিকাণাং গৃহে), তৃণানি (আসনার্থং শয়নার্থং বা তৃণানি), ভূমিঃ (বিশ্রামার্থং ভূমিঃ), উদকং (পাদপ্রক্ষালনাদ্যর্থং জলং), চতুর্থী (পূর্বাণি ত্রীণি অপেক্ষ্য চতুর্থ-স্থানীয়া ইত্যর্থঃ) সুনৃতা বাক্ চ (শ্রবণসুখকরং

পরমদয়াল গৌরাবতারে সর্বজীবকে নিজজন-দুর্লভ কৃপা-প্রসাদ-বিতরণরূপ ভগবৎপ্রতিজ্ঞা—

**তথাপি প্রতিজ্ঞা তাঁ'ন এই অবতারে।**
**'ব্রহ্মাদি-দর্লভ দিমু সকল জীবেরে'।।৩৬।।**

প্রসাদ-বঞ্চিত দীন-জীবকে স্বয়ং গৌর-নারায়ণের প্রসাদান্ন-বিতরণ—

**অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।**
**নিজ-গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে।।''৩৭।।**

ভগবৎসেবা-বিগ্রহ লক্ষ্মীদেবীর আদর্শপতি-সেবা-বর্ণন; একাকিনী লক্ষ্মীদেবীর মহানন্দে যাবতীয় ভগবদ্-গৃহকর্ম-সম্পাদন—

**একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রন্ধন।**
**তথাপিও পরম-আনন্দ-যুক্ত মন।।৩৮।।**

পুত্রবধূ লক্ষ্মীদেবীর সুশীলতা-দর্শনে শ্বশ্রূমাতা শচীদেবীর পরম সন্তোষ—

**লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি' শচী ভাগ্যবতী।**
**দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ-বিশেষ বাড়ে অতি।।৩৯।।**

লক্ষ্মীদেবীর দৈনিক আচরণ ও পূজা-বর্ণন—

**উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কর্ম।**
**আপনে করেন সব,—এই তাঁ'র ধর্ম।।৪০।।**

ভগবৎপ্রীত্যর্থে নরতনুধারিণী মহালক্ষ্মীর আদর্শ-গৃহিণ্যুচিত-কৃত্যাদি—

**দেব-গৃহে করেন যে স্বস্তিকমণ্ডলী।**
**শঙ্খ-চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী।।৪১।।**

বিষ্ণুপূজোপকরণ-সজ্জা—

**গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ সুবাসিত জল।**
**ঈশ্বর-পূজার সজ্জা করেন সকল।।৪২।।**

নিরন্তর শ্রীতুলসী ও ভগবজ্জননীদেবীর সেবন—

**নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।**
**তথোঽধিক শচীর সেবায় তাঁ'র মন।।৪৩।।**

স্বীয় সাধ্বী প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবীর সেবা-দর্শনে গৌর-নারায়ণের সন্তোষ—

**লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর।**
**মুখে কিছু না বলেন, সন্তোষ অন্তর।।৪৪।।**

---

সুমধুরং বাক্যঞ্চ),—এতানি অপি (যদ্যপি দারিদ্র্যবশাৎ অন্নাদ্যভাবঃ) স্যাৎ, তথাপি এতানি পূর্বোক্তানি দ্রব্যাণি) কদাচন (কদাচিদপি) ন উচ্ছিদ্যন্তে (ন অলভ্যানি ভবন্তি)।।২৪।।

**অনুবাদ।** (অতিথি-পরায়ণ) ধার্মিক ব্যক্তিগণের গৃহে (দারিদ্র্যাদি-নিবন্ধন অন্নাদির অভাব হইতে পারে, কিন্তু আতিথ্য-বিধানার্থ) আসনের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য জল এবং শ্রুতি-মধুর সুমধুর বাক্য,—এসকল বস্তুর কখনও অভাব হয় না।।২৪।।

নিষ্ঠুরপ্রকৃতি স্ব-স্ব-জিহ্বা-লম্পট লোভী প্রাকৃত সহজিয়াগণ অধুনা চৈতন্যচন্দ্রের ধর্মপ্রচারক বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে তৃণাদি হইতে বঞ্চিত করেন। তাঁহাদিগের চৈতন্য-বিরোধ-প্রদর্শন-করেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এই আদর্শ-গৃহস্থ লীলা-প্রদর্শন। অতিথি ও যতিগণের প্রতি গৃহস্থ-জনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রভু লোকশিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াও কেহ কেহ উহার ব্যতিক্রম করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাকা নগরীতে অতিথিরূপে অভ্যাগত কতিপয় ত্রিদণ্ডী ও ব্রহ্মচারীকে দিবা-দ্বিপ্রহরকালে বিষ্ণু- নৈবেদ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য জনৈক দ্রবিণ-লোভী নাম-মন্ত্র ভাগবত-জীবী, শিষ্যানুবন্ধী জাতিগোস্বামিব্রুব অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। এতাদৃশ ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রভু স্বয়ং অতিথি ও যতিগণকে আশ্রয় ও ভোজ্য-প্রদানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হায়, কোথায় পরম আদর ও যত্নের সহিত অতিথি-সন্ন্যাসীর প্রতি প্রভুর অবাধে কৃপা-বিতরণ-লীলা! আর কোথায় চৈতন্যের ধর্ম-প্রচারের দোহাই দিয়া চৈতন্য-বিমুখ জনগণের চৈতন্যাশ্রিত যতি ও অতিথিগণের প্রতি বিরোধ ও নির্যাতনচেষ্টা!! কেবল ঢাকা-নগরীতে নহে, কিছুদিন পূর্বে কুলিয়া নগরীতেও ধাম-সেবা-উপলক্ষে সমাগত ধাম-পরিক্রমার নিরীহ যাত্রিগণের প্রতি ঐ-শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তি কতিপয় দুর্দান্ত ব্যক্তির সাহায্যে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ যতিগণকে ও ভক্ত-নারীবর্গকে সমাদর করিবার পরিবর্তে অবৈধ-ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এইসমস্তই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিকূল-চেষ্টা-মাত্র।।২৩, ২৫-২৭।।

মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী-কর্তৃক গৌর-নারায়ণের পাদসম্বাহন—

**কোনদিন লক্ষ্মী লই' প্রভুর চরণ।**
**বসিয়া থাকেন পদ-তলে অনুক্ষণ।।৪৫।।**

প্রভুর পদতলে শচীমাতার কখনও দিব্য-জ্যোতির্দর্শন—

**অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র-পদতলে।**
**মহাজ্যোতির্ময়ে অগ্নিপুঞ্জশিখা জ্বলে।।৪৬।।**

কখনও শচীমাতার স্ব-গৃহে পদ্মসৌরভাঘ্রাণ—

**কোনদিন মহা-পদ্মগন্ধ শচী আই।**
**ঘরে-দ্বারে সর্বত্র পায়েন, অন্ত নাই।।৪৭।।**

নবদ্বীপে ছন্ন নরলীলাকারী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ—

**হেনমতে লক্ষ্মী নারায়ণ নবদ্বীপে।**
**কেহ নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে।।৪৮।।**

স্বতন্ত্র গৌর-নারায়ণের পূর্ববঙ্গোদ্ধারেচ্ছা—

**তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।**
**বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তা'ন।।৪৯।।**

শচীমাতাকে স্বাভিপ্রায়-জ্ঞাপন—

**তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী।**
**"কতদিন প্রবাস করিব, মাতা, আমি।।"৫০।।**

শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে যথোচিত আদেশ-দান—

**লক্ষ্মী-প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।**
**"মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর।।"৫১।।**

পূর্ববঙ্গোদ্ধারার্থ সশিষ্য প্রভুর গমন—

**তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া।**
**চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া।।৫২।।**

প্রভুকে দর্শনমাত্র সকলেরই চক্ষু নিষ্পলক—

**যে যে জন দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।**
**সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে।।৫৩।।**

নারীগণের প্রভু-জননীকে ধন্যবাদান্তে তদুদ্দেশে প্রণাম—

**স্ত্রীলোকে দেখিয়া বলে,—" হেনপুত্র যা'র।**
**ধন্য তা'র জন্ম, তা'র পা'য়ে নমস্কার।।৫৪।।**

---

যে-সকল প্রাকৃত অতিথি প্রাকৃত-গৃহস্থের নিকট গ্রাহকসূত্রে অন্নাদি লাভ করেন, তদপেক্ষা যাঁহারা অতিথিরূপে শ্রীনবদ্বীপধাম-যোগপীঠে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিকট অন্নপ্রসাদ লাভ করিলেন, তাঁহারাই অনন্তকোটিগুণে অধিকতর ভাগ্যবন্ত।।২৮।।

কেহ কেহ বলেন,—যোগৈশ্বর্যশালী ব্রহ্মাদি-দেবগণ ও নারদাদি ঋষিগণই অতিথির রূপ ও বেশ ধারণ করিয়া ভগবান্ গৌর-নারায়ণের গৃহে অন্ন-প্রসাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন; কেননা, তাঁহারা ব্যতীত আর কোন সাধারণ মর্ত্য-জীবেরই অতিথিরূপে সাক্ষাদ্ ভগবানের ভবনে তদীয় অনুগ্রহ পাইবার সামর্থ্য নাই। আবার কেহ কেহ বলেন যাবতীয় দুঃখার্ত-জনগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই লক্ষ্মীনারায়ণের এই যুগে লক্ষ্মী-গৌররূপে অবতরণ। তিনি পরম-দয়াময় বলিয়া পাত্রাপাত্রের যোগ্যতা বিচার না করিয়াই অতিথিরূপী সকলকেই অন্নাদি-প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ বিতরণ করিতেছেন।।৩৪।।

যদিও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুল্য এবং অতিপ্রিয় সেবক, তথাপি পরমকরুণ গৌরাবতারে তাঁহার অহৈতুকী করুণার বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিরিঞ্চি প্রভৃতি মহাধিকারী দেবশ্রেষ্ঠগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভগবৎ প্রসাদ এই কলিযুগে সকল-জীবকেই তাঁহাদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার না করিয়া অর্থাৎ অধিকার-নির্বিশেষে তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত বিতরণ করিয়া থাকেন।।৩৫-৩৭।।

লক্ষ্মীদেবী শ্বশ্রূ-মাতার সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং একাকিনীই পরমানন্দিত-মনে সকলের নিমিত্ত রন্ধন করিতেন! তাহাতে পুত্রবধূর চরিত্র-দর্শনে প্রতি-মুহূর্তে শচীদেবীর আনন্দ বর্ধিত হইত।।৩৮-৩৯।।

পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগৃহে পতির সৌখ্য-সম্বর্ধন ও পূজনীয়া শ্বশ্রূ-মাতার সন্তোষণের নিমিত্ত আপনাকে প্রভু-সেবিকা-জ্ঞানে সমস্তকার্যই সম্পাদন করিতেন। প্রভুর সহধর্মিণীসূত্রে আদর্শ গৃহিণীরূপে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী অতি প্রত্যূষকাল হইতে নিশীথ-কাল পর্যন্ত প্রভু-গৃহ-সম্পর্কিত যাবতীয় কর্ম, সমস্তই স্বহস্তে একাকিনী সম্পাদন করিতেন।।৪০।।

স্বাস্তিকমণ্ডলী,—বিষ্ণু-পূজা উদ্দেশে বিষ্ণু-মন্দিরে মণ্ডলরচনা অর্থাৎ উপলেপন ও চিত্র-রচন। উহার লক্ষণ,—(হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ধৃত আগমবাক্য—) "বিষ্ণুপূজক বিষ্ণুমন্দিরের অভ্যন্তরে ঈশান, বায়ু, নৈর্ঋত ও অগ্নি,—এই চারিকোণের চারিটী

প্রভু-পত্নীকে সৌভাগ্যবতী সতী-জ্ঞানে নারীগণের তদুদ্দেশে ধন্যবাদ—

**যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি।**
**স্ত্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী।।''৫৫।।**

পথিমধ্যে যাবতীয় নর-নারীর প্রভুর রূপগুণ-প্রশংসা—

**এইমত পথে দেখে যত স্ত্রী-পুরুষে।**
**পুনঃ পুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে।।৫৬।।**

সর্বসাধারণের দেব-দুর্লভ প্রভু-দর্শন সৌভাগ্য-লাভ—

**দেবেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে।**
**যে-তে জনে হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে।।৫৭।।**

পদ্মা-তীরে প্রভুর আগমন—

**হেনমতে গৌরসুন্দর ধীরে-ধীরে।**
**কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে।।৫৮।।**

পদ্মা ও পদ্মা-তট-বর্ণন—

**পদ্মাবতী-নদীর তরঙ্গ-শোভা অতি।**
**উত্তম পুলিন,—যেন উপবন তথি।।৫৯।।**

পদ্মায় সশিষ্য প্রভুর স্নান—

**দেখি' পদ্মাবতী প্রভু মহা কুতূহলে।**
**গণ-সহ স্নান করিলেন তা'র জলে।।৬০।।**

প্রভুর পাদপদ্ম-স্পর্শে পদ্মার সর্বলোকপাবন তীর্থখ্যাতি-লাভ—

**ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।**
**যোগ্য হৈল সর্বলোক পবিত্র করিতে।।৬১।।**

পদ্মার সৌন্দর্য-বর্ণন—

**পদ্মাবতী-নদী অতি দেখিতে সুন্দর।**
**তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর।।৬২।।**

---

চতুষ্কোণকে ষোলভাগ করিয়া শ্বেত, পীত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণদ্বারা লেপন করিবেন,—ইহারই নাম 'স্বস্তিক'।। স্বস্তিক, মণ্ডল-বিধি ও তন্মাহাত্ম্য,—যথা (বিষ্ণুধর্মোত্তরে—) ''যিনি অভিজ্ঞ, তিনি 'সর্বতোভদ্র' ও 'পদ্ম' প্রভৃতি মণ্ডল ও বিচিত্র স্বস্তিকসমূহ রচনা করিয়া হরিমন্দিরে মণ্ডল রচনা করিবেন।'' (নৃসিংহপুরাণে—) ''বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত বা বিচিত্র-বর্ণের চূর্ণে বিরচিত পদ্মাদি মণ্ডল ও স্বস্তিকাদি-দ্বারা শোভিত ভিত্তি ও প্রাকারাদির সহিত বিষ্ণু মন্দিরাদিকে সম্মার্জন ও উপলেপন-দ্বারা হর্ষভরে বিভূষিত করিবে।'' (স্কন্দপুরাণে কার্তিক-প্রসঙ্গে—) যিনি ভগবান কেশবের সম্মুখে মৃত্তিকা অথবা বিবিধ ধাতু-বিকারদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র 'সর্বতোভদ্র' প্রভৃতি মণ্ডল রচনা করেন, তিনি একশত কল্পকাল যাবৎ স্বর্গে বাস করেন। যিনি শালগ্রাম বিগ্রহের সম্মুখে, বিশেষতঃ কার্তিকমাসে, শুভ স্বস্তিক রচনা করেন, তিনি সপ্তম-পুরুষ পর্যন্ত পবিত্র থাকেন। যে নারী প্রত্যহ ভগবান্ কেশবের সম্মুখে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি সপ্তজন্মমধ্যে কখনও বৈধব্য লাভ করেন না। যে নারী গোময় গ্রহণ করিয়া ভগবান্ কেশবের অগ্রে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি কখনও পতি, সন্তান ও ধনের বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন না। যিনি বিষ্ণুর প্রাঙ্গণ বিচিত্র-বর্ণে চিত্রিত ও স্বস্তিকাদিদ্বারা ভূষিত করেন, তিনি ত্রিভুবনে পরমানন্দে বিহার করেন।'' (নারদীয়পুরাণে—) ''যে মানব মৃত্তিকা, বিবিধ ধাতু-বিকার, ননা বর্ণ অথবা গোময়দ্বারা বিষ্ণু মন্দিরে মণ্ডলাদি রচনা করেন, তিনি বিমানচারি-দেব-রূপ লাভ করেন।'' (হরিভক্তিসুধোদয়ে—) ''যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আলয় উপলেপনপূর্বক বিবিধ-বর্ণে চিত্রিত করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে সুখে বাস করেন এবং বিষ্ণুলোকবাসিগণ সস্পৃহ-নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করেন।''

প্রভুর গৃহে একটী বিষ্ণু-গৃহ ছিল। তাহাতে গণ্ডকীশিলা ও গোমতী-চক্রশিলা-রূপিণী শ্রীনারায়ণের অর্চা গৃহদেবতারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই দেব-গৃহে মাঙ্গল্যবিধানের চিহ্ন অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীদেবী গৃহ-ভিত্তি ও প্রাচীরাদিতে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন।।৪১।।

তাৎকালিক বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-গৃহে নারায়ণার্চনের জন্য অর্চকের সহধর্মিণী-সূত্রে প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও সুবাসিত জল প্রভৃতি পূজোপচার বা পূজোপকরণসমূহের সংগ্রহ-বিষয়ে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক সম্মতি এবং অনুমোদন ছিল, কিন্তু আজকাল যুক্ত প্রদেশাদির কোন কোন প্রদেশে গৌড়-ব্রাহ্মণসমাজভুক্ত বিপ্রগণ নিজ-সহধর্মিণীর স্পৃষ্ট বা সমানীত জল-পর্যন্ত ভগবন্নৈবেদ্যাদির নিমিত্ত গ্রহণ করেন না।।৪২।।

সৌভাগ্যবতী পদ্মার তীরে প্রভুর কিয়দ্দিবস অবস্থান—

**পদ্মাবতী দেখি' প্রভু পরম-হরিষে।**
**সেইস্থানে রহিলেন তা'র ভাগ্য-বশে।।৬৩।।**

নবদ্বীপে গঙ্গাজলে স্নান-লীলার ন্যায় সশিষ্য প্রভুর প্রত্যহ পদ্মায় স্নান-লীলা—

**যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।**
**শিষ্যগণ-সহিত পরম-কুতূহলে।।৬৪।।**
**সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।**
**প্রতিদিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি।।৬৫।।**

প্রভুর অপ্রাকৃত পদস্পর্শে পূর্ববঙ্গের সৌভাগ্য-বর্ণন—

**বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।**
**অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ।।৬৬।।**

প্রভুর পদ্মা-তটে অবস্থান-শ্রবণে সকলের হর্ষ—

**পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।**
**শুনি, সর্বলোক বড় হইল আনন্দ।।৬৭।।**

সর্বত্র পণ্ডিতসম্রাট্ নিমাইর শুভাগমন-খ্যাতি—

**''নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।**
**আসিয়া আছেন'',—সর্বদিকে হৈল ধ্বনি।।৬৮।।**

---

বিষ্ণুর অর্চকবর্গের মধ্যে ভগবৎসেবার উপায়নসমূহের অন্যতম 'তদীয়'-জ্ঞানে তুলসী দেবীর সমধিক আদর বিহিত। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী তুলসী-সেবা অপেক্ষাও গৌর-জননী স্বীয় শ্বশ্রূমাতার সেবায় অধিকক্ষণ নিযুক্ত থাকিতেন। যাঁহারা এক-হস্তে তুলসী বৃক্ষ ও অপর-হস্তে মাদক-দ্রব্য ধূম্রকুটপানের আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি লইয়া আচার্যের ঢঙ্ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে গৌর-রমা লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর আদর্শ তুলসী-সেবন-লীলার সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ কর্তব্য। আবার প্রভুকে মাতৃভক্ত-শিরোমণি জানিয়া তাঁহারই সহধর্মিণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী নিজ-প্রভুরই অভিন্ন-সেবা-জ্ঞানে গৌর-দাসী তুলসীর স্নেহ-সেবা অপেক্ষা শ্বশ্রূমাতার গৌরব-সেবারই অধিকতর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।।৪৩।।

তুলসী-সেবা অপেক্ষা নিজের জননী-সেবায় লক্ষ্মীদেবীর অধিকতর নিষ্ঠা ও ব্যগ্রতা-দর্শনে প্রভু মনে-মনে তাহা অনুমোদন করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে বাহিরে সামাজিক-বিধি বা লজ্জার অনুরোধে পত্নীর কার্যের সমর্থন না করিলেও লক্ষ্মীদেবীর বিষ্ণুপূজোপকরণ-সংগ্রহ, তুলসী-সেবন, শুদ্ধসত্ত্বময়ী নিজ জননীর সেবন প্রভৃতি ভগবদ্দাস্যকার্যে প্রভুর অকৃত্রিম হার্দ্দকৃপা লক্ষিত হইয়াছিল।।৪৪।।

গৌরদাস্য-সেবাপরায়ণা লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী জগতে গৌরনারায়ণের চরণ-সেবার ঐশ্বর্য ও মহিমা জানাইবার জন্যই অনেকসময় গৌর-সেবিকার লীলা প্রদর্শনপূর্বক প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে অবস্থান করিতেন।।৪৫।।

গৌর-নারায়ণের ঐশ্বর্যশক্তিপ্রভাবে মহা-জ্যোতির্ময় পঞ্চশিখ অগ্নি শচীদেবীর অক্ষিগোচর হইয়াছিল। যেরূপ জ্ঞানি-সম্প্রদায় ভগবানের নিজরূপ দর্শনাভাবে ভগবদ্রূপ হইতে নির্গত প্রভা বা জ্যোতিঃকেই ভগবত্তার স্বরূপ বলিয়া বিস্ময়ান্বিত হন, তদ্রূপ মহা-জ্যোতির্ময় পঞ্চশিখ অগ্নিপুঞ্জকেও প্রভুর পাদ-পদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া শচীদেবী পুত্রকে সাক্ষাদ্ 'বিষ্ণু' বলিয়া জ্ঞাত হইলেন।।৪৬।।

বঙ্গদেশ,—শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়পুর নবদ্বীপ-মায়াপুরে স্বীয়প্রাকট্য বিধান করিয়াছিলেন। গৌড়দেশের পূর্বাংশকে (বর্তমান পূর্ববঙ্গকে) গৌড়দেশবাগিগণ বঙ্গদেশ বলিয়া পৃথগ্ভাবে অভিহিত করেন। গৌড়দেশের সুরদীর্ঘিকা ভাগীরথী প্রবহমানা। গৌড়-নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তবর্তী ব্রহ্মপুত্র-নদের পূর্ব ও দক্ষিণ তট যেস্থানে গঙ্গার পূর্বশাখারূপী মূলপ্রবাহ পদ্মাবতী-নদীর ধারা বঙ্গোপসাগরে সঙ্গতা হইয়াছে সেইস্থান পর্যন্ত সমুদয় ভূভাগই তৎকাল 'বঙ্গদেশ' বলিয়া কথিত হইত।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গদেশের সীমা এইরূপ নির্দিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে,—''রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে। বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ।''

প্রাচীন পালবংশের রাজত্বের পর রাজধানী নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইলেও তৎকালে উত্তরবঙ্গ 'বরেন্দ্র' ও তদুত্তর-পশ্চিমবর্তী প্রদেশ 'কর্ণসুবর্ণ' পশ্চিমবঙ্গ 'গৌড়' ও 'রাঢ়', বর্তমান পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গদেশ' এবং উৎকল-প্রান্ত দক্ষিণবঙ্গ 'সমতট' ও 'তাম্রলিপ্ত' নামে অভিহিত হইত। সংস্কৃতভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহেও পূর্ব ও মধ্যবঙ্গই বঙ্গ (দেশ) নামে উল্লিখিত আছে। দিল্লীর মুঘল সম্রাট্ আকবরের প্রধান অমাত্য আবুল্‌ফজল তৎকৃত 'আইন্-ই-আকবরী' নামক ইতিহাসে লিখিয়াছেন

উপহার-প্রদানার্থ বিপ্রগণের নিমাই-সমীপে আগমন—

**ভাগ্যবন্ত যত আছে, সকল-ব্রাহ্মণ।**
**উপায়ন-হস্তে আইলেন সেইক্ষণ।।৬৯।।**

প্রভুর লোকপাবন পদার্পণ-হেতু দেশবাসিগণের প্রভুর নিকট স্ব-সৌভাগ্য-জ্ঞাপন—

**সবে আসি' প্রভুরে করিয়া নমস্কার।**
**বলিতে লাগিলা অতি করি' পরিহার।।৭০।।**

**''আমা'-সবাকার অতি-ভাগ্যোদয় হৈতে।**
**তোমার বিজয় আসি' হৈল এ-দেশেতে।।৭১।।**

অনায়াসে অসাধনে বিধি-কৃপায় গৃহে বসিয়া দুর্লভ চিন্তামণি-ধনের প্রত্যক্ষ-লাভ—

**অর্থ-বৃত্তি লই' সর্বগোষ্ঠীর সহিতে।**
**যা'র স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে।।৭২।।**
**হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।**
**আনিয়া দিলেন আমা' সবার দুয়ারে।।৭৩।।**

---

যে, বঙ্গের পূর্বতন হিন্দুরাজগণ তথাকার নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা 'আল' দিয়া ঘিরিয়া রাখিতেন বলিয়া 'বঙ্গাল' (আল-যুক্ত বঙ্গ)-নামের উৎপত্তি হইয়াছে।।৪৯।।

পূর্বগৌড় বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে যাইবার কালে প্রভু শচীমাতাকে বলিলেন,---'মাতঃ, আমি তোমার ও তোমার গৃহের সেবোপকরণ-সংগ্রহের জন্য গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিন অন্যত্র গমন করিব।' আর, পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে বলিলেন,---'তুমি আমার অনুপস্থিতকালে আমার মাতার সেবাশুশ্রূষা করিয়া স্ব-ধর্ম পালন করিবে।' বিদেশে অভিযানকালে পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীকে মাতৃসেবার অধিকার দিয়া মাতার উল্লাস-বর্ধনের জন্যই প্রভু পূর্বদেশে যাত্রা করিলেন।।৫০-৫১।।

গৌড় হইতে পূর্ব- গৌড়-বঙ্গদেশে প্রভু একাকী গমন করেন নাই। অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের সহিত গৌড়পুর-নবদ্বীপ-মায়াপুর-বাসী অনেকগুলি প্রিয় ছাত্রও পূর্ববঙ্গে অনুগমন করিয়াছিলেন।।৫২।।

গমন-পথে প্রভুর জগদাকর্ষক রূপ দেখিয়া লোকে আর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। প্রভুর অসমোর্ধ্ব সৌন্দর্য ও গুণ-গ্রাম সকল দর্শককেই মোহিত করিত।।৫৩।।

পূর্ববঙ্গবাসিনী প্রৌঢ়বয়স্কা মাতৃগণ গৌর-জননী শচীদেবীর সৌভাগ্যের অজস্র প্রশংসা করিবার উপযুক্ত ভাষা পাইতেন না। তাঁহারা বলিতেন যে, শচীদেবীর প্রভুকে গর্ভে ধারণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। সেই শচীদেবীর অনুগত বিভিন্নাংশরূপে বৎসল রসের উপাসিকাগণ প্রভুকে বাৎসল্য ভরে দর্শন করিয়া সেবা করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্টা হইয়াছিলেন।।৫৪।।

পূর্ববঙ্গবাসিনী সধবা নারীগণ গৌরপত্নী লক্ষ্মীদেবীর নারীজন্মের সাফল্যে ও সৌভাগ্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত প্রভুর গৌরব-দাস্যে অভিষিক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কাল্পনিক গৌর-নাগরীগণের ন্যায় ''গৌর-ভোগী'' হইবার জন্য নিজ-নিজ স্বরূপগত নিত্যবিভিন্নাংশত্ব ভুলিয়া গিয়া জড়ের হেয় লাম্পট্যকে 'গৌর-ভজন' বলিয়া স্থাপন করিতে যান নাই।।৫৫।।

ব্যাখ্যা করেন,---প্রভুর অতুলরূপের স্তুতি কীর্তন করিয়াছিলেন।।৫৬।।

প্রভু কৃপা-পূর্বক স্বীয় দেব-দুর্লভ রূপ পূর্ববঙ্গে সকলের নিকট গোচরীভূত করিয়াছিলেন। মায়া-দাস্য-জনিত কাপট্য পরিহার করিয়া প্রভুর অপ্রাকৃত বাস্তবরূপ-দর্শন যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহারা আধ্যক্ষিক-দর্শন-প্রিয় প্রেয়ঃপন্থিগণের ন্যায় অমঙ্গল লাভ করেন নাই। প্রভুর অহৈতুকী কৃপাই বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-দৃপ্ত নরনারীগণকে ভোগময়ী দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিল।।৫৭।।

রাজর্ষি ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মায়া-তীর্থ হরিদ্বার হইতে অবতীর্ণা হইয়া জাহ্নবীদেবী সাগরে সঙ্গতা হইবার জন্য পূর্বাভিমুখিনী হইলেন। পথিমধ্যে আধ্যক্ষিক জ্ঞান দৃপ্ত জনৈক অসুর গৌরচরণ-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ভাগীরথী ধারাকে পদ্মাবতী-নদীর সহিত প্রবাহিত করাইলেন,---এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ভাগীরথী তজ্জন্য দুঃখিতা হইয়া গৌর-নারায়ণের চরণ সেবা করিবার নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরের নিকট আসিয়া প্রবাহিতা হইলেন। এই মায়াপুরই উক্ত মায়া-তীর্থ হরিদ্বার। স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ হইয়াও ভগবান্ গৌরসুন্দর বিবাহলীলান্তে গৃহস্থ নর-লীলার অনুকরণে অর্থ-সংগ্রহ-লীলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বহুগ্রাম অতিক্রমপূর্বক ক্রমশঃ পদ্মাবতী-তটবর্তী প্রদেশে আসিয়া সমাগত হইলেন।।৫৮।।

অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে দেবগুরু বৃহস্পতি-সহ প্রভুকে তুলনা ও প্রভুর অদ্বিতীয়-পাণ্ডিত্য-প্রশংসা—

**মূর্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।**
**তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর।।৭৪।।**

আদৌ অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রভুকে বৃহস্পতি নামক জীব-সম জ্ঞান করিয়া পরে বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তিতে তাঁহাকে বাকবৃহতীর পতি বা ঈশ্বর জ্ঞান—

**বৃহস্পতি-দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।**
**ঈশ্বরের অংশ তুমি,—হেন মনে লয়।।৭৫।।**

অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভব বলিয়া প্রভুর ভগবত্তানুমান—

**অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।**
**অন্যের না হয় কভু,—লয় চিত্ত-বিত্ত।।৭৬।।**

অধ্যাপন-মুখে প্রভুর নিকট বিদ্যা-দানার্থ সকলের প্রার্থনা—

**এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।**
**বিদ্যা দান কর' কিছু আমা'-সবাকারে।।৭৭।।**

অধ্যাপক-সম্প্রদায়ে সর্বত্র প্রভু-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের টিপ্পনীর আদর—

**উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।**
**লই' পড়ি' পড়াই শুনহ, দ্বিজমণি! ৭৮।।**

সকলকেই ছাত্রজ্ঞানে অধ্যাপনার্থ প্রভুর নিকট প্রার্থনা—

**সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমা'-সবাকারে।**
**থাকুক তোমার কীর্তি সকল-সংসারে।।''৭৯।।**

আশ্বাস প্রদানপূর্বক প্রভুর তৎপ্রদেশে কিয়দ্দিবস অবস্থান—

**হাসি' প্রভু সবা' প্রতি করিয়া আশ্বাস।**
**কতদিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস।।৮০।।**

---

গৌরসুন্দর স্নান করিবা-মাত্র সেই মুহূর্ত হইতে পদ্মাবতী-নদী সৌভাগ্যবতী ও লোক-পাবনী হইলেন। বিষ্ণুপাদ হইতে গঙ্গার উদ্ভব তাঁহার লোক-পাবন ও পাপ-নাশনত্বের জ্ঞাপক হইলেও পদ্মাবতী-নদীতে সেরূপ পতিতপাবনত্ব-গুণ আরোপিত হইত না। কিন্তু যে-কালে পদ্মায় স্বয়ং প্রভু সাক্ষাৎ অবগাহন ও স্নান করিলেন, প্রভুপাদস্পর্শে তদবধি উহাতেও কলি-কলুষহারিণী গঙ্গার ন্যায় নিখিল-লোক পাবনত্ব আরোপিত হইল।।৬১।।

গাঙ্গতটভূমি গৌড়দেশ ও পদ্মাবতীর উভয়তটবর্তী প্রদেশ সমূহই পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ মিলিয়া একত্র সাধারণতঃ বঙ্গদেশ-নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ পদ্মাবতীর অপর পারকেই 'পূর্বদেশ' (পূর্ববঙ্গ) বলা হয়। কোন্ গ্রাম প্রভুর পদ ধূলি-কণা-লাভে ধন্যাতিধন্য ও তীর্থীভূত হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। কেহ কেহ বলেন,—উহা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 'মগ্‌ডোবা' গ্রাম।।৬৬-৬৭।।

উপায়ন-হস্তে,—হাতে উপহার বা উপঢৌকন লইয়া।।৬৯।।

পরিহার,—দৈন্যোক্তি, কাকুতি-মিনতি, অনুনয়-বিনয়, 'সাধা-সাধি'।।৭০।।

প্রভুর প্রকটকালে পূর্ববঙ্গ হইতে অনেকেই পুত্রাদি পোষ্য বর্গের সহিত অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া তাৎকালিক সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যানুশীলন-কেন্দ্র নবদ্বীপে পড়িতে যাইতেন। নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকটেই অধ্যয়নার্থ অভিলাষ করিত, কিন্তু অভিলাষ করিলেও যে কোন কারণেই হউক, সকলের পক্ষে সকল-সময়ে নবদ্বীপে গিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন ঘটিয়া উঠিত না। সেই অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডিত আজ বিদ্যার্থিগণের সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং পদ্মাবতী নদীর তীরবর্তি প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা নিজ-নিজ মহা-সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের আর নবদ্বীপে যাইতে হইল না বলিয়া বিবেচনা করিল।।৭২-৭৩।।

প্রভু নিজ-পাণ্ডিত্যৈশ্বর্য প্রভাবে অপর সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন বলিয়া তাঁহারা প্রভুর অতুলনীয় পাণ্ডিত্য প্রতিভাকে ঐশ্বরিক বলিয়া জ্ঞান ও বিচার করিয়াছিলেন।।৭৬।।

উদ্দেশে,—অসাক্ষাতে (তোমার অনুমোদন বা প্রীতি) লক্ষ্য করিয়া।

প্রভু কলাপ-ব্যাকরণের যে একটী টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই পদ্মাবতী-তীরবাসী পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, পদ্মাবতী-তীরস্থ কতিপয় বিদ্যার্থী অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের নিকট

সংকীর্তন -প্রবর্তক প্রভুর অপ্রাকৃত পাদস্পর্শ-জনিত সৌভাগ্য-বলে পূর্ববঙ্গে শ্রীগৌর-কীর্তন-রীতি—

**সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব-বঙ্গদেশে।**
**শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তন করে স্ত্রী-পুরুষে।।৮১।।**

প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থরচনার সমকালে পূর্ববঙ্গে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের বিরুদ্ধে কতিপয় পাপিষ্ঠ অনুকরণকারীর অহংগ্রহোপাসনাময় অপকৃষ্ট বাউল মত-প্রচারের দৃষ্টান্তোল্লেখ—

**মধ্যে-মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।**
**লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া।।৮২।।**

তুচ্ছ জড়েন্দ্রিয় তর্পণার্থ ও শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্য কৃমিবিড় ভস্মান্ত দেহভার-পোষণার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণ-কীর্তন-সেবা ত্যাগপূর্বক অপ্রাকৃত মায়াতীত-তত্ত্বে প্রাকৃত মায়িক-সাম্য-বুদ্ধিরূপ পাষণ্ডিতা—

**উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে।**
**'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে।।৮৩।।**
**কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসংকীর্তন।**
**আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'।।৮৪।।**

পরিবর্তনশীল ত্রিগুণাত্মক অনিত্য-দেহ-ভার-ধৃক্ পাষণ্ডিগণের আপনাদিগকে নির্লজ্জভাবে নিত্যমায়াধীশ বিষ্ণুরূপে প্রচার—

**দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।**
**কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার? ৮৫।।**

গ্রন্থরচনার সমকালে রাঢ়দেশেও ভক্ত, ভক্তি ও ভগবদ্‌বিদ্বেষী এক বিপ্রাধম বাউল ব্রহ্ম-দৈত্যের স্থিতি—

**রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।**
**অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে।।৮৬।।**

শৃগাল-বাসুদেবের পুনরভিনয়—

**সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।**
**অতএব তা'রে সবে বলেন 'শিয়াল'।।৮৭।।**

পরমেশ্বর গৌরকৃষ্ণ ব্যতীত প্রাকৃত-জীব বা জড়ে ঈশ্বর-বুদ্ধিকারীর নারকিত্ব—

**শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।**
**যে অধম বলে' সেই ছার শোচ্যতর।।৮৮।।**

---

অধ্যয়নকালে তাঁহার মুখাব্জবিগলিত টিপ্পনী প্রভৃতি সংগ্রহপূর্বক স্ব-গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তত্রস্থ অপর অধ্যাপকদিগকেও সেই টিপ্পনী প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অন্যত্র কোথাও গ্রন্থাকারে প্রভু-রচিত টিপ্পনীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।।৭৮।।

শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিবার কালে গ্রন্থকার অবগত ছিলেন যে, প্রভুর অপ্রকটের বহুবৎসর-পরেও পূর্ববঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করিতেন।।৮১।।

লোক নষ্ট করে,—লোকের সর্বনাশ করে অর্থাৎ তাহাদিগকে পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করিয়া নরকে প্রেরণ করে।

লওয়াইয়া,—'লওয়া' (সংস্কৃত 'লা'-ধাতু হইতে জাত) ধাতুর ণিজন্ত-রূপই 'লওয়ান', পরামর্শ বা উৎসাহ দিয়া লোককে নিজের মহত্ত্ব-বিষয়ে প্রচার-করণার্থ প্রবর্তিত বা প্ররোচিত করাইয়া।

ভক্তগণের কৃষ্ণ-সংকীর্তনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন কোন পাপ-চিত্ত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তনের ব্যাঘাত জন্মায়, সরল-প্রকৃতি জনগণ ঐরূপ কীর্তন-কালে অবান্তর-উদ্দেশ্য বিশিষ্ট পাপিগণের সঙ্গে যোগদান করিয়া প্রয়োজনলাভে বঞ্চিত হয়। নির্মৎসর ভাগবতগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের ছলনায় প্রতারিত না হইয়া কৃষ্ণকীর্তনের ফল লাভ করেন, কিন্তু ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকীর্তনকারীর সজ্জায় কীর্তনকারিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্রৈবর্গিক ফল-কামনা বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ বিষ প্রবেশ করাইয়া দিয়া কৃষ্ণ-কীর্তনের ফল কৃষ্ণ-প্রেমার পরিবর্তে ভুক্তি বা মুক্তিকেই কৃষ্ণ-কীর্তনের ফল-রূপে উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা করে। কখনও বা বাউল, কর্তাভজা ও অতিবাড়ীদিগের মতাবলম্বনে পাপিষ্ঠগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণু বলিয়া প্রচার করাইয়া লোকের মতি-গতি বিপথগামী করায়।।৮২।।

উদর ভরণ লাগি,—(হিন্দীভাষায়) 'পেটকা-বাস্তে'। ভোগ-পরায়ণ পাপিষ্ঠগণ নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে আপনাকে সেব্য-ভগবান্ বলিয়া কল্পনা বা প্রচার করে এবং স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণাগ্নির ইন্ধনরূপে অপরকেও চালিত করিয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শুদ্ধ উপাসকগণ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রভু-জ্ঞানে সেবা করেন। পাপিষ্ঠগণ ঈশ্বরসজ্জায়

গৌরকৃষ্ণের সর্বসেব্য পরমেশ্বরত্ব-বিষয়ে গ্রন্থকারের সনির্বন্ধ প্রতিজ্ঞা—

**দুই বাহু তুলি' এই বলি 'সত্য' করি'।**
**"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ—গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।৮৯।।**

গৌর-নামাভাস ও গৌরভক্তের মহিমা—

**যাঁ'র নাম-স্মরণেই সমস্ত বন্ধ-ক্ষয়।**
**যাঁ'র দাস-স্মরণেও সর্বত্র বিজয়।।৯০।।**

সকল জীবকে দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্বক গৌর-ভজনার্থ পতিতপাবন গ্রন্থকারের উপদেশ-দান—

**সকল-ভুবনে, দেখ, যাঁ'র যশ গায়।**
**বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পা'য়।।"৯১।।**

পূর্ববঙ্গে প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-লীলা—

**হেনমতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।**
**বিদ্যা-রসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ।।৯২।।**

---

আপনাদিগকে রাঘবরূপে প্রচারিত করিয়া স্ব-স্ব-কল্পিত সেবকাদির নিকট তদুচিত সেবা গ্রহণ পূর্বক জিহ্বা, উদর ও উপস্থাদি ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করিয়া বেড়ায়।।৮৩।।

পাপিষ্ঠগণের অপরাধ অত্যন্ত প্রবল হইলেই তাহারা অহংগ্রহোপাসনা-মূলে গুরু-সজ্জায় সকল কল্যাণ-গুণৈকাকর, কৃষ্ণ-সংকীর্তন বর্জন করিয়া তত্ত্ব-বিচারানভিজ্ঞ মূঢ়-সম্প্রদায়কে নিজের কামনা-পূরণার্থ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে শিক্ষা দেয় এবং আপনাকে 'নারায়ণ' অর্থাৎ 'ঈশ্বর' ভগবান্ বা অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করায় এবং সাবরণ মহাপ্রভু ও তন্মুখ-পদ্ম-কীর্তিত অভিন্ন-কৃষ্ণ সমগ্র চিৎ ও অচিৎ জগৎসমূহের সর্বোত্তম আরাধ্য, পরমাক্ষরাকৃতি শব্দব্রহ্ম শ্রীমহামন্ত্র,—এই উভয় স্বরূপকেই নিজের ন্যায় জড়-প্রতিষ্ঠাকামী সামান্য মর্ত্যজ্ঞানে, তদনুকরণে নিজ-নিজ কৃমিবিড় ভস্মান্ত দেহ-গেহ দার-সম্পর্কিত জড় নাম বা শব্দের গান করাইয়া থাকে। যদিও গুরুতত্ত্ব বস্তুতঃ কৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ, তথাপি তাঁহাকে আশ্রয়-জাতীয় প্রকাশ বিবেচনা না করিয়া বিষয়-জাতীয় রাধিকা-নাথ বা গুরুলব্ধ মহামন্ত্রবিরোধী কৃত্রিম ছড়া-গায়ক বলিলে এবং 'ঈশ্বর' বলিয়া নিজের জড় দেহকে জড়প্রতিষ্ঠা-কামনা-মূলে কীর্তন বা প্রচার করাইলে, সেই গুরু-ব্রুব বঞ্চক ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ, উভয়েই মহা-পাপ-ভারে নরকে প্রবেশ করে।।৮৪।।

তিন অবস্থা,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অথবা ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ,—এই প্রকৃতি ও কালের ক্ষোভ্য দশাত্রয়।

মুক্তিবাদী অহংগ্রহোপাসক গুরুসজ্জায় আপনাকে সেব্য-বস্তু বলিয়া কিরূপে স্থাপন করে, তাহা বুঝা যায় না; যেহেতু দেখা যায় যে, একই দিবসের মধ্যে সুস্থ জীব অসুস্থ হয়, আবার অসুস্থতা হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করে; আবার সুস্থাবস্থা লাভ করিবার পর পুনরায় অস্বাস্থ্য লাভ করে। (অথবা মতান্তরে, একই দিবসের মধ্যে ত্রিগুণ-বদ্ধ প্রকৃতিবশ্য জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, অথবা জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি,—এই তিনটী ভিন্ন দশা বা উপাধিরূপ প্রকৃতির ত্রিবিধ-বিক্রমে অভিভূত হইয়া থাকে)। তাদৃশ অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত মায়া-বশ্য জীব নিতান্ত লজ্জাহীন হইয়া কি প্রকারে আপনাকে মায়াধীশ সেব্যতত্ত্বরূপে প্রচার করিয়া বেড়ায়? দিবসের মধ্যে তিনবার বিভিন্ন পরিণামে যাহার বাধ্য হইবার যোগ্যতা বর্তমান, সেই জীবতত্ত্বের পক্ষে ত্রিগুণাতীত তুরীয় মায়াধীশ ঈশ্বর-অভিমান—নিতান্ত হাস্যাস্পদ।।৮৫।।

গঙ্গার পশ্চিম উপকূলকে 'রাষ্ট্রদেশ' বা 'রাঢ়দেশ' বলে। রাঢ়দেশে বিভিন্ন গ্রাম আছে, কিন্তু এস্থলে কোন গ্রামের নামের উল্লেখ নাই।

মরণের পর ব্রাহ্মণ প্রেত-যোনি লাভ করিলে তাহাকে 'ব্রহ্মদৈত্য' বলে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ স্ব-ধর্ম পালন করিয়া উন্নত-লোক লাভ করেন; কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণাচার-বর্জিত হইয়া দুষ্কর্মে রত হয়, তাহাদের অপঘাত-মৃত্যু-ফলে ব্রহ্মদৈত্যরূপে পরিণতি-লাভ ঘটে। আবার, ব্রাহ্মণ-ব্রুব (ব্রাহ্মণাভিমানী) বৈষ্ণব-নিন্দক বিদ্বেষী অপরাধীকে জীবন্মৃত জ্ঞানে পাপ-যোনিতে অবস্থিত জানিয়া 'ব্রহ্মদৈত্য'-সংজ্ঞা দেওয়া হয়। প্রকৃত শুদ্ধব্রাহ্মণ—সর্বতোভাবেই বৈষ্ণবতার পক্ষপাতী ও অনুগত। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ-ব্রুব জীবদ্দশাতেই প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয় বলিয়া এস্থলে তাহাকে 'ব্রহ্মদৈত্য' বলা হইয়াছে। এরূপ চরিত্রের রাঢ়দেশবাসী কোন ব্রহ্মদৈত্য বাহিরে ব্রাহ্মণাচার প্রদর্শন করিয়া অন্তঃকরণে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে দেব-দ্বেষী রাক্ষসরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

পদ্মা-তটে প্রভুর অধ্যাপন ও ভ্রমণ—

মহা-বিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি' প্রভু বুলিলেন রঙ্গে।।৯৩।।

প্রভুর অধ্যাপিত অগণিত ছাত্রসংখ্যা—

সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি,—কে পড়য়ে কোন্ ঠাঞি।।৯৪।।

বৈষ্ণব বিদ্বেষরূপ রাক্ষসের কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণকে 'ব্রহ্ম-রাক্ষস' বলা হয়। রাক্ষসগণ গো-দেব-বৈষ্ণবের হিংসা-কার্যে নিপুণ হইয়াও স্বীয় শৌক্র-বিপ্রত্বের অহঙ্কারে স্ফীত হয়। তাদৃশ অন্তরে ব্রহ্ম-রাক্ষস-বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির বাহিরে ব্রাহ্মণ-সজ্জা-গ্রহণ ও ব্রাহ্মণানুষ্ঠান—লোকনাশকর কৃত্রিম কাপট্যমাত্র।।৮৬।।

'শিয়াল' বা 'শেয়াল',—(সংস্কৃত 'শৃগাল'-শব্দজ), বঙ্গদেশে সাধারণতঃ ভীত, সুযোগমত পলায়ন-প্রবণ, চোর, দুষ্ট ও কটুভাষী ব্যক্তিই 'শৃগাল' বা 'শিয়াল'-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

রাঢ়দেশবাসী সেই পাপিষ্ঠ নারকী মায়াবাদী ব্রহ্মরাক্ষস, আপনাকে 'গোপাল' বলিয়া সকল-জগতের নিকট প্রচারিত করাইলেও সজ্জনগণ তাহাকে 'গোপাল' বলিবার পরিবর্তে 'কুতার্কিক শৃগাল মায়াবাদী' ('আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ') বলিয়াই অভিহিত করিত।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের শতবর্ষ-মধ্যে কতকগুলি 'গুরুত্যাগী' মূর্খ পাষণ্ডী ব্যক্তি যে আপনাদিগকে 'ঈশ্বরাবতার' বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের রচিত বলিয়া কথিত 'গৌরগণ-চন্দ্রিকা'-নাম্নী পুস্তিকায় এরূপ লিখিত আছে,—"চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্ কিচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে। স্বস্যেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ।। তেষান্ত কশ্চিদদ্বিজবাসুদেবো গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহম্। এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী শৃগাল-সংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে।। শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ। ভক্তা মমেতিচ্ছলনাপরাধাত্যক্তঃ কবীন্দ্রেতি (কপীন্দ্রেতি?) সমাখ্যয়ার্যৈঃ।। উদ্ধারার্থং ক্ষিতির্নিবসতাং শ্রীলনারায়ণোঽহং সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভূত্বো মূর্ধ্নি চূড়াং নিধায়। মন্দং হ্যয়ন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্যশ্চূড়াধারী ত্বিতিজনগণৈঃ কীর্ত্যতে বঙ্গদেশে।। কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ। দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ।। অতিভব্যাদয়োঽপ্যন্যেপরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ। তেষাং সঙ্গো ন কর্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্মো বিনশ্যতি।। আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ। সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি।।" (ভক্তিরত্নাকরে ১৪শ তরঙ্গে—) "কেহ কহে,—ওহে ভাই, বহির্মুখগণ। হইয়া স্বতন্ত্র, ধর্ম করয়ে লঙ্ঘন।। বহির্মুখগণ-মধ্যে যে প্রধান, তা'রে। 'রঘুনাথ' সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে।। স্ব-মত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার। কহয়ে 'কবীন্দ্র' বঙ্গদেশেতে প্রচার।। কেহ কেহ,—দেখিলাম মহা-পাপিগণ। আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন।। কেহ কহে,—রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম। 'মল্লিক'-খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তা'র সম।। সে পাপিষ্ঠ আপনারে 'গোপাল' কহায়। প্রকাশি' রাক্ষস-মায়া লোকেরে ভাঁড়ায়।। * * "রাঢ়দেশে কাঁদ্রা-নামেতে গ্রাম হয়। তথায় শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়।। তথায় কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি। বিদ্যা-অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্মতি।। 'গুরু বিদ্যাহীন, ইথে হেয় অতিশয়'। জিজ্ঞাসিলে 'পরমগুরু'রে 'গুরু' কয়।। প্রভু-বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈলা। লঙ্ঘিল প্রসাদ, তেঞি তারে ত্যাগ দিলা।।" এতৎপ্রসঙ্গে দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ-কর্তৃক তদনুকরণকারী অহংগ্রহোপাসক করূষদেশাধিপতি পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের বধ-বৃত্তান্ত,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৬৬ অঃ ও বিষ্ণুপুঃ ৫ম অং ৩৪ অঃ দ্রষ্টব্য; এবং করবীরপুরাধিপতি শৃগাল-বাসুদেবের বৃত্তান্ত,—হরিবংশে ৯৯-১০০ অঃ (অর্থাৎ ২।৪৪-৪৫ অঃ) দ্রষ্টব্য।

মায়া-বশ অজ্ঞ পাষণ্ডি-জীবের আপনাকে 'ঈশ্বর', 'বিষ্ণু' বা 'অবতার' প্রভৃতি সংজ্ঞায় প্রচার-চেষ্টারূপ অহংগ্রহোপাসনার বিগর্হণ-সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু (ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৬ সংখ্যায়),—"তথান্যত্রাহংগ্রহোপাসনা চ ন্যক্কৃত্বা,—পৌণ্ড্রকবাসুদেবাদৌ যদুভিরিব শুদ্ধভক্তৈরুপহাস্যত্বাৎ, 'সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য' ইত্যাদিষু তৎফলস্য হেয়তয়া নির্দেশাৎ। তদুক্তং শ্রীহনূমতা—'কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি?' ইতি। তদেতৎ সর্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদৃশ ভক্ত-প্রশংসা-দ্বারেণ সর্বোর্ধ্বমুপদিশতি (ভাঃ ১১।২০।৩৪)—"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।।" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য-স্থানেও অহংগ্রহোপাসনা (মায়াবশ কর্মফল-বাধ্য যমদণ্ড্য বদ্ধ-জীবের 'আমিই মায়াধীশ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্ বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার' এই বলিয়া অভিমান বা প্রচার) নিরতিশয় ঘৃণা-ভরে নিন্দিত

অধ্যয়ন-নিমিত্ত বহু পূর্ববঙ্গবাসীর প্রভু-সমীপে আগমন—

**শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।**
**'নিমাই পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া'।।৯৫।।**

প্রভুর কৃপা-প্রসাদে অবিলম্বেই সকলের বিদ্যায় বা শাস্ত্রে অধিকার-লাভ—

**হেন কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।**
**দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান্।।৯৬।।**

অধীতশাস্ত্রে উপাধিলাভে কৃতার্থ হইয়া অসংখ্য ছাত্রের গৃহে গমন ও অসংখ্য ছাত্রের আগমন—

**কত শতশত জন পদবী লভিয়া।**
**ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া।।৯৭।।**

পূর্ববঙ্গে গৌর-নারায়ণের বিদ্যা-বিলাস-লীলা—

**এইমতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।**
**বিদ্যা-রসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি।।৯৮।।**

---

হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, 'আমিই ভগবান্ বাসুদেব'—এইরূপ অভিমানী হইয়া পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ভগবান্ কৃষ্ণের সমীপে স্বীয় দূত প্রেরণ করিলে তাহার দূতমুখে উহার ঢঙ্গ-চেষ্টা-বিষয়ক প্রলাপ-শ্রবণে উগ্রসেনাদি শুদ্ধভক্ত যাদবগণ উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়াছিলেন। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দিষ্ট আছে,—'শুদ্ধভক্তগণকে ভগবান্ বিষ্ণু 'সার্ষ্টি', 'সালোক্য', 'সামীপ্য', 'সারূপ্য' ও 'সাযুজ্য'—এই পঞ্চবিধ মুক্তির সমস্তই বা যে-কোন একটী মুক্তি দিতে গেলেও তাঁহারা ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত শ্রীহনূমান-জীও ইহাই বলিয়াছেন,—'এমন কোন্ মূঢ় আছে যে, সাক্ষাদ্ভগবদ্দাস্য লাভ করিয়াও সে নিজ-প্রভু ভগবানের পদবী লাভের ইচ্ছা করে?' অতএব এই সকল অভিপ্রায় করিয়াই ভগবান্ নিষ্কিঞ্চন-ভক্তগণের প্রশংসাপূর্বক নিষ্কিঞ্চনা অর্থাৎ নিষ্কামা-ভক্তিকেই সর্বোচ্চ অভিধেয় বা সাধনরূপে এই শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন,—'হে উদ্ধব, আমার ঐকান্তিক ভক্ত বুদ্ধিমান্ সাধুজনগণ, আমি আত্যন্তিক 'কৈবল্য'রূপ 'সাযুজ্য'-মুক্তি দিলেও, উহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, উহাতে অভিলাষ পর্যন্ত করেন না।'

যাহারা মায়া-বশ্য ক্ষুদ্রজীবাধমকে মায়াধীশ 'ঈশ্বর' জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত অধম; তাহাদিগের শোচনীয় অধম-চরিত্রের আর তুলনা নাই। চতুর্দশ-ভুবন ও তদ্‌তীত পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলোক-ব্রজ-নবদ্বীপপতি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে স্বয়ংরূপ অবতারী সাক্ষাদ্ ভগবান্ বা পরমেশ্বর বলিয়া সংকীর্তিত ও সংস্তুত হইতে দেখিয়া যে পাষণ্ডী জীবাধম তদনুকরণে ঐরূপ মিথ্যা প্রতিযোগিতা করিতে যায়, তাহার দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৩২ শ্লোকে—) 'ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকট-তপসো ধিগ্ চ যমিনঃ ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্। কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন্ কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ।।' অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্যকর্মাদিতে আসক্ত কর্মজড়স্মার্তগণকে ধিক্, উৎকট তপস্বিগণকে ধিক্, অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ধিক্, আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমিই 'ব্রহ্ম' বা 'ঈশ্বর' বা 'অবতার' এইরূপ বাক্যের উচ্চারক বা প্রচারক জড়াসক্তবুদ্ধি প্রফুল্লবদন অহংগ্রহোপাসকগণকেও ধিক্!! এইসকল ভগবদ্‌বিষ্ণুসেবা সম্বন্ধ-হীন বিষয়রসভোগ-প্রমত্ত নরপশুগণের নিমিত্ত আর কি-ই বা শোক করিব? হায়, হায়, ইহাদিগের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে গৌরপাদপদ্মমধুর লেশ (বিন্দু) মাত্রও লাভ হয় নাই!! ৮৮।।

অধুনা মায়াবাদী-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি মায়া-বশ রিপুদাস সামান্য ইতর-মনুষ্যকে কৃষ্ণাবতার, রামাবতার, গৌরাঙ্গাবতার, গোপালাবতার, কল্কি-অবতার, নিতাই-গৌর-মিলিত-অবতার, জগদ্‌গুরু, বিশ্বগুরু, যুগাবতার, মহা-মহাপ্রভু, সাজাইবার দুর্বুদ্ধি-বশে যে অপরাধের আবাহন করিয়াছেন, তৎফলে শ্রৌতপথ অর্থাৎ অবরোহ বা বিষ্ণুর অবতারবাদের বিরোধী কুতর্কপথাশ্রিত হেতুবাদী তথাকথিত অবতার-পুঙ্গবগণ জীবিতোত্তরকালে ঈশ্বরত্ব লাভের পরিবর্তে শৃগাল-যোনি লাভ করিবেন—আন্বীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ।। (—মহাভারত-শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম-পর্বে ১৮০ অঃ ৪৮-৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৮৭-৮৮।।

ভগবদ্ভক্তগণ বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমেশ্বরত্ব সন্দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। সত্যনিষ্ঠ গ্রন্থকার অতি-উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-পতিত্ব গান করিতেছেন। ইহা সর্বদেশকালপাত্র-প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট ও অনুভূত যে নিরাপরাধে শ্রীচৈতন্যনামের স্মরণ-প্রভাবে বদ্ধজীবের সমস্ত দুর্বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম

ঈশ্বর-বিরহ বিধুরা সতী-সাধ্বী ঈশ্বরে লক্ষ্মীদেবীর মনোদুঃখে মৌনাবস্থা—

**এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।**
**অন্তরে দুঃখিত দেবী কা'রে নাহি কহে।।৯৯।।**

নিরন্তর ভগবজ্জননী শ্বশ্রূদেবীর শুশ্রূষা ও পতি-বিরহে আহার-হ্রাস—

**নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।**
**প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন।।১০০।।**

ঈশ্বর-বিরহিণী সাধ্বী মহেশ্বরীর মনঃকষ্ট—

**নামে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।**
**ঈশ্বর বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে।।১০১।।**

ঈশ্বর-বিরহে ঈশ্বরীর ক্রন্দন ও সর্বক্ষণ অধৈর্য—

**একেশ্বর সর্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।**
**চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ।।১০২।।**

অনুক্ষণ ভগবৎপাদ-সেবনপরায়ণা মহেশ্বরী লক্ষ্মী দেবীর পতি-বিরহ-সহনে অসামর্থ্য-হেতু তচ্চরণান্তিকে গমনেচ্ছা—

**ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে।**
**ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে।।১০৩।।**

মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব বা অন্তর্ধান—

**নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে।**
**চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে।।১০৪।।**

ভগবদ্গৌর-পাদসেবনেচ্ছায় গৌরচরণধ্যানরতা মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর স্বধাম-বিজয়—

**প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।**
**ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়।।১০৫।।**

একাকিনী শচীমাতার পাষাণ-বিদ্রাবি ক্রন্দন—

**এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।**
**কাষ্ঠ দ্রবে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে।।১০৬।।**

---

ও জ্ঞানে আবদ্ধ হইবার বুদ্ধি হইতে বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ ঘটে; এমন কি, শ্রীচৈতন্যদাসগণের অপ্রাকৃত, চিন্ময়, পবিত্র চরিত্রও জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইলে সে বন্ধমুক্ত হইয়া জগৎ উদ্ধার করিতে পারে। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে)—'দেবগণবন্দিত সমস্ত ভক্ত যাঁহার পাদপদ্মনিঃসৃত প্রেমরসপানে মত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে উপহাস করেন, ঐশ্বর্যরসাশ্রিত বৈধ-ভক্তগণকেও বহুমানন করেন না এবং অহংগ্রহোপাসক ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে তাহাদের দুর্বুদ্ধির জন্য ধিক্কার দিয়া থাকেন, সেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি।।'৮৯-৯০।।

এতৎপ্রসঙ্গে (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৯০ শ্লোকে)—'হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ অর্থাৎ হে সাধুগণ! আপনারা (গৌরকৃষ্ণভক্তিবিরুদ্ধ আপনাদের মনঃকল্পিত সাধুত্ব বা ধর্মাদি) সমস্তই দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যচরণে অনুরক্ত হউন' এবং (৮৫ শ্লোকে---) 'কর্মকাণ্ডে বৃথা অভিনিবেশ দূরে পরিহার কর; অহংগ্রহোপাসনাদি অধ্যাত্ম মার্গের কিঞ্চিন্মাত্রও তোমার কর্ণগোচরে কদাচ আসিতে দিও না এবং অনিত্য জড় দেহ-গেহ-দেশ-স্বজনাদিতে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইও না, তাহা হইলেই তোমার পুরুষার্থ শিরোমণি-লাভ হইবে' ইত্যাদি শ্লোক আলোচ্য।।৯১।।

নিমাইপণ্ডিত পূর্ববঙ্গে পদ্মাবতী-নদীর তীরে দুইমাস কাল অবস্থান করিয়া তথায় অসংখ্য ছাত্রকে বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছিলেন।।৯৪-৯৬।।

প্রভুর সময়ে অধ্যাপকগণ স্ব-স্ব-ছাত্রদিগকে পদবী বা উপাধি প্রদান করিতেন। সেইসকল উপাধি দ্বারা শাস্ত্রবিশেষে উপাধি-ধারিগণের পাণ্ডিত্যের অধিকার নির্ণীত হইত, অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন-সমাপনান্তে শাস্ত্রবিশেষের উপাধি-দ্বারাই ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইত।।৯৭।।

যে কালে নিমাই পূর্ববঙ্গে বিদ্যাবিলাস-রঙ্গ করিতেছিলেন, সেই সময়ে নবদ্বীপে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী স্বীয় আরাধ্যদেবের বিরহে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্তা হইয়া দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—কাহাকেও হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ অতি গোপনীয় দুঃখের কথা জানাইতেন না। তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে দেখা যাইত যে, তিনি কেবলমাত্র স্বীয় প্রভুর জননীদেবীর অর্থাৎ শ্বশ্রূমাতার সেবা-কৃত্য ব্যতীত নিজ-দেহ-রক্ষার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ বিষ্ণুপ্রসাদাদি পর্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। একাকিনী নির্জনে বসিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতেন,—হৃদয়ে কোনরূপ সুখ লাভ করিতেন না। অবশেষে প্রাণাধিক প্রিয়পতি গৌরনারায়ণের বিরহে সতী-

শচীমাতার পুত্র ও পুত্রবধূ-বিরহ-দুঃখ-বর্ণনে অশক্ত গ্রন্থকারের দিগ্‌দর্শন—

**সে-সকল দুঃখ-রস না পারি বর্ণিতে।**
**অতএব কিছু কহিলাঙ সূত্রমতে।।১০৭।।**

প্রতিবেশী সজ্জনগণের শচীমাতাকে যথাসাধ্য সহায়তা—

**সাধুগণ শুনি' বড় হইলা দুঃখিত।**
**সবে আসি' কার্য করিলেন যথোচিত।।১০৮।।**

পূর্ববঙ্গোদ্ধারানন্তর প্রভুর নবদ্বীপে স্বভবনে আগমনেচ্ছা—

**ঈশ্বর থাকিয়া কতদিন বঙ্গদেশে।**
**আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহবাসে।।১০৯।।**

প্রভুর নবদ্বীপ-গমনেচ্ছা-শ্রবণে, পূর্ববঙ্গবাসিগণের প্রভুকে যথাসাধ্য উপায়ন-প্রদান—

**'তবে গৃহে প্রভু আসিবেন',—হেন শুনি'।**
**যা'র যেন শক্তি, সবে দিলা ধন আনি'।।১১০।।**

---

কুলশিরোমণি মহালক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী এত অধীরা হইয়া উঠিলেন যে, অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-বশে তিনি পতিসেবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নিজের প্রতিকৃতি দেহ অর্থাৎ ছায়া-শরীর এই পৃথিবীতে গাঙ্গতটোপকণ্ঠে সংরক্ষণ করিয়া মহালক্ষ্মী স্ব-স্বরূপে লোক-নয়ন হইতে অন্তর্হিত হইলেন। নিজারাধ্যপতি শ্রীগৌরনারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যানে সমাধি লাভ করিয়া সতীকুলশিরোমণি মহালক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী নিত্যকালের জন্য মহাপ্রয়াণ করিলেন।।৯৯।।

(চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ২০-২১) ''এইমতে বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা। এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা।। প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল।।'

লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান ও প্রতিকৃতি-দেহ,—শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়াদেবী সাক্ষাদ্‌ভগবান্ গৌর-নারায়ণের অন্তরঙ্গা পরা-স্বরূপশক্তি, মহালক্ষ্মী; (গৌঃ গঃ ৪৫ শ্লোকে—) ''শ্রীজানকী রুক্মিণী চ লক্ষ্মী-নাম্নী চ তৎসুতা। চৈতন্যচরিতে ব্যক্তা লক্ষ্মী নাম্নী চ সা যথা।।'' সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে (৩য় সঃ ৭ ও ১৩ শ্লোকে) '' লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা'' ও ''মূর্তের লক্ষ্মীঃ ক্ষিতিতোঽবতীর্ণা।'' শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণ মহিষী ও ব্রজগোপীগণের তত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীজীবপ্রভুপাদ—''দ্বিতীয়ে ভগবৎ সন্দর্ভে খলু পরমত্বেন শ্রীভগবন্তং, নিরূপ্য তস্য শক্তিদ্বয়ী নিরূপিতা। তত্র প্রথমা শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভগবান দুপাস্যা তদীয়স্বরূপভূতা,—যন্ময্যেব খলু তস্য সা ভগবত্তা; দ্বিতীয়া চাথ তেষাং জগদ্বদুপেক্ষণীয়া মায়া-লক্ষণা,—যন্ময্যেব খলু তস্য সাগ্রজগত্তা। তত্র পূর্বস্যাং শক্তৌ শক্তিমতি ভগবচ্ছব্দবল্লক্ষ্মীশব্দঃ প্রযুজ্যত ইত্যপি দ্বিতীয়ে এব দর্শিতম্। তত্র দ্বয়োরপি পূর্যোঃ শ্রীমহিষ্যাখ্যা জ্ঞেয়া। মথুরায়ামপ্যপ্রকটলীলায়া শ্রুতৌ রুক্মিণ্যাঃ প্রসিদ্ধেরন্যাসামুপলক্ষণাৎ। শ্রী মহিষীণাং তদীয়-স্বরূপশক্তিত্বং স্বরূপভূতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতম্। তদেবং তাসাং স্বরূপশক্তিত্বে লক্ষ্মত্বং সিদ্ধ্যত্যেব। ইত্থং শ্রীপট্টমহিষীণাস্তু তৎস্বরূপশক্তিত্বং কৈমুত্যেনৈব সিদ্ধ্যতি। তথা (ভাঃ ১০।৬০।৯—) 'তাং রূপিণীং শ্রিয়ম্' ইত্যাদৌ 'যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা' ইতি,—স্পষ্টম্। অতঃ স্বয়ং ভগবতোঽনুরূপত্বেন স্বয়ং লক্ষ্মীত্বং সিদ্ধমেব। ততশ্চ বৈকুণ্ঠ-প্রসিদ্ধায়া লক্ষ্মী অন্তর্ভাবাস্পদত্বাদৈষৈব লক্ষ্মীঃ সর্বতঃ পরিপূর্ণেত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছক্তি-শক্তিমতোরত্যন্তভেদাভাবাদেবোপমানোপমেয়ত্বাভাবেন সাদৃশ্যাভাব ইতি ভাবঃ। (ভাঃ ১০।৬০।৪৪—'আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্ত-দৃষ্টেঃ' ইতি রুক্মিণী-বাক্যে—) নন্বাত্মরতস্য মম কথং ত্বয়ি রতস্তত্রাহ,—অনতিরিক্তদৃষ্টেঃ শক্তিমত্যাত্মনি শক্তৌ চ ময্যনতিরিক্তা পৃথগ্‌ভাবশূন্যা দৃষ্টির্যস্য শক্তি-শক্তি মতোরপৃথগ্বস্তুত্বাদ্ দ্বয়োরপি মিথো বিশিষ্টতয়ৈবাবগমাদ্ বা যুজ্যতে এব ময্যপি রতিরিতি ভাবঃ।'' অর্থাৎ—

দ্বিতীয় (ভগবৎ-) সন্দর্ভে শ্রীভগবান্‌কে পরম-তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুইটী শক্তি নিরূপিতা হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথমটী—শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎতুল্য উপাসনার যোগ্যা তদীয় (অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধিনী) স্বরূপভূতা শক্তি; ভগবানের সাক্ষাদ্‌ভগবত্তা ও এই স্বরূপ শক্তিময়ী। দ্বিতীয়টী—শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট জগতের ন্যায় উপেক্ষার যোগ্যা মায়া-লক্ষণা; ভগবানের শক্তি-পরিণতা। জগদ্রূপতাও এই বহিরঙ্গা-মায়া-শক্তিময়ী। এই শক্তি-দ্বয়ের মধ্যে শক্তিমদ্‌বস্তুতে যেমন 'ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রথমা স্বরূপশক্তিতেও 'লক্ষ্মী'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে,—ইহাও দ্বিতীয় (ভগবৎ সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরীদ্বয়ে (মথুরায় ও দ্বারকায়) সেই স্বরূপশক্তিরই 'শ্রীমহিষী' সংজ্ঞা। তাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে অপ্রকট-লীলায় মথুরায় শ্রীরুক্মিণীর নিত্যাধিষ্ঠান প্রসিদ্ধ বলিয়া তদুপলক্ষণে অন্যান্য মহিষীগণেরও অধিষ্ঠান জানা যায়। শ্রীমহিষীগণের

নানাবিধ উপায়ন—

**সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন।**
**সুরঙ্গ-কম্বল, বহুপ্রকার বসন।।১১১।।**

সকলের হর্ষভরে উত্তম দ্রব্যাদি দ্বারা প্রভুকে সম্মান—

**উত্তম পদার্থ যত ছিল যা'র ঘরে।**
**সবেই সন্তোষে আনি' দিলেন প্রভুরে।।১১২।।**

তদীয় ভগবৎস্বরূপশক্তিত্ব অর্থাৎ স্বরূপভূতত্ব স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের স্বরূপশক্তিত্বে লক্ষ্মীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। * * এইরূপে শ্রীপট্টমহিষীগণের তদীয় স্বরূপশক্তিত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। * * ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৯ শ্লোকেও) শ্রীশুকদেবের এরূপ বাক্য বর্তমান; যথা—"লীলাক্রমে বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ রূপ-ধারিণী মূর্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীকে" ইত্যাদি। এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই। অতএব স্বয়ং ভগবানের অনুরূপরূপা বলিয়া রুক্মিণীদেবীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং বৈকুণ্ঠেশ্বরীরূপে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীরও অন্তর্ভাবাধার (অর্থাৎ ঐ লক্ষ্মীও ইঁহাতে অন্তর্ভুক্ত) বলিয়া এই মহালক্ষ্মী রুক্মিণী সর্বভাবেই পরিপূর্ণ। সেই কারণে পরা বা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অত্যন্ত ভেদাভাব (অর্থাৎ অভেদ)-নিবন্ধন উভয়ের পরস্পরের মধ্যে উপমান ও উপমেয়-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে (বাস্তব-বস্তু ও ছায়া অথবা বিম্ব ও প্রতিবিম্ববৎ বস্তুগত পার্থক্য-জনিত) সাদৃশ্যের অভাব অর্থাৎ অভেদ বা ঐক্যই বর্তমান। এইরূপ ভাগবতে অন্যত্রও (১০।৬০।৪৪ শ্লোকেও) স্বয়ং রুক্মিণীদেবীর উক্তি দেখা যায়, যথা—"আপনি—আত্মারাম, আমাতে অনতিরিক্ত (অভিন্ন) দৃষ্টিসম্পন্ন এতাদৃশ আপনার চরণে আমার অনুরাগ হউক।" (এই বাক্যে রুক্মিণী কৃষ্ণের আশঙ্কা বা আপত্তি নিরাস করিতেছেন,—'যদি আপনি বলেন,—আমি স্বয়ংই আত্মারাম, তোমার প্রতি আমার রতি কিরূপে সম্ভবে?' তদুত্তরে বলিতেছি, আপনি—'অনতিরিক্ত-দৃষ্টি' অর্থাৎ শক্তিমান্ আপনি স্বয়ংই আপনার প্রতি এবং স্বরূপশক্তিরূপা আমার প্রতি পৃথগ্‌ভাব রহিত দৃষ্টি-সম্পন্ন; ভাবার্থ এই যে, স্বরূপশক্তি ও শক্তিমদ্বস্তু উভয়েই অপৃথক্ (অভিন্ন) বস্তু বলিয়া অর্থাৎ বস্তুত্বে অভিন্ন বলিয়া, অথবা, উভয়কে পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে বিশিষ্টরূপেই জানা যায় বলিয়া আমাতে আত্মারাম আপনার রতি সঙ্গতই বটে।'

(বিষ্ণুপুঃ ১ম অং ৮ম অঃ ১৫—) "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম।।" অর্থাৎ 'হে দ্বিজোত্তম, ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি 'শ্রী' অবিনশ্বরা, নিত্যা এবং জগন্মাতা (নিখিল আশ্রয় কোটি-জগতের প্রসূতি বা মূল আকর-স্বরূপা)। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন সর্বগত, তাঁহার এই স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মীও তদ্রূপা। (ঐ ১ম অং ৯ম অঃ ১৪৩—) "দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্।।" অর্থাৎ 'ভগবান্ বিষ্ণুর এই স্বরূপশক্তি শ্রীও ভগবল্লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবত্তনুর অনুরূপ নিজ-তনু প্রকট করিয়া থাকেন,—কখনও বিষ্ণুর দেহরূপ-ধারণের সঙ্গে দেব-দেহা দেবী, কখনও বা বিষ্ণুর মানবরূপ-ধারণের সঙ্গে মানব- দেহা মানবীরূপে লীলা প্রকট করেন।'

ব্রঃ সূঃ ২।৩।১০ এর শ্রীমধ্ব-ভাষ্য-ধৃত 'ভাগবত-তন্ত্র'-বচন,—"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদি-ভেদৈরপি বিভাব্যতে।।" বিষ্ণুসংহিতাবাক্যও,—"শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিষ্যতে" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে শক্তিমান্ বিষ্ণু ও তদীয় স্বরূপশক্তির অভেদত্ব জানা যায়।

বহিরঙ্গা মায়া বা প্রকৃতি—এই স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীরই অপাশ্রিত ছায়া-রূপিণী। (ভাঃ ১।৭।২৩ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের উক্তি—) "মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি" অর্থাৎ ভগবান্ এই চিন্ময়ী স্বরূপশক্তিদ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া নিত্যশুদ্ধ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। সুতরাং প্রাকৃত বা মায়িক রজঃ, সত্ত্ব ও তমো-গুণত্রয়ের ত্রিবিধ-বিকার সৃষ্টি (জন্ম), স্থিতি ও নাশ (ধ্বংস) প্রভৃতি ব্যাপার ভগবান্ বিষ্ণু, তদীয় স্বরূপ-শক্তি ও তদ্রূপবৈভব—ধাম-পরিকরদিগকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না,—ইঁহাদের মায়া-বশীভূত কর্মফলবাধ্য-জীবের ন্যায় দেহ-দেহি ভেদ নাই; ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত, মায়াতীত, নির্গুণ, তুরীয় ও নিত্যশুদ্ধ চিন্ময়।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ সংখ্যায় উদ্ধৃত "জগৃহে পৌরুষং রূপং" (ভাঃ ১।৩।১) শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্যপাদকৃত ভাগবততাৎপর্যবাক্য, "তথা হি তন্ত্রভাগবতে,—অগৃহ্নন্ব্যসৃজচ্চেতি কৃষ্ণরামাদিকাং তনুম্। পঠ্যতে ভগবানীশো মূঢ়বুদ্ধিব্যপেক্ষয়া।। ন তস্য প্রাকৃতা মূর্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা। ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ।। —ইতি বারাহে। সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য

শ্রদ্ধধান উপায়ন-দাতৃগণের প্রতি কৃপা-পূর্বক প্রভুর তৎসমুদয়-প্রতিগ্রহ—

**প্রভুও সবার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করি'।**
**পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।১১৩।।**

সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক প্রভুর স্বভবনে যাত্রা—

**সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।**
**নিজগৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।।১১৪।।**

পরাত্মনঃ। হানোপাদনে রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।। পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বশঃ। সর্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বে ভেদার্থ। অন্যূনানধিকাশ্চৈব গুণৈঃ সর্বৈশ্চ সর্বতঃ।। দেহিদেহাভেদাচৈব নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ। তৎস্বীকারাদিশব্দস্তু হস্তস্বীকারবৎ স্মৃতঃ।। কেবলৈশ্বর্যসংযোগাদীশ্বরঃ প্রাকৃতেঃ পরঃ। জাতো গতস্ত্বিদং রূপং তদিত্যাদি বিবক্ষতে।।—ইতি মহাবারাহে। * * তথা চ কৌর্মে,—অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্বতঃ। ঐশ্বর্যযোগাদ্‌ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্যাঃ কথঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অতি তু সমাহার্যাশ্চ সর্বতঃ। বিষ্ণুধর্মোত্তরে চ,—গুণাঃ সর্বেঽপি যুজ্যন্তে হ্যৈশ্বর্যাৎ পুরুষোত্তমে। দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ।। গুণ-দোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ। ন তত্র মায়া মায়াবী তদীয়ৌ তৌ কুতো হ্যতঃ।। তস্মান্ন মায়য়া সর্বং সর্বমৈশ্বর্যসম্ভবম্। অমায়ো হীশ্বরো যস্মাৎ তস্মাৎ তং পরমং বিদুঃ।।" অর্থাৎ

"তন্ত্রভাগবত বলেন,—কৃষ্ণ ও রামাদি-অবতারে পরমেশ্বর ভগবান্ দেহপরিগ্রহ ও ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে যে উক্তি পঠিত হয়, তাহা মূঢ়লোকের বুদ্ধি অনুসারেই পঠিত হয়। বরাহপুরাণ বলেন,—তাঁহার (ভগবানের) বা তাঁহার স্বরূপশক্তির মাংস-মেদ-অস্থিজাত কোন প্রাকৃত-মূর্তি নাই। যোগিত্বনিবন্ধন অর্থাৎ যোগৈশ্বর্যলাভ-প্রভাবে যে তাঁহার তাদৃশ অপ্রাকৃত রূপ, তাহা নহে; পরন্তু স্বয়ংই সাক্ষাৎ বলিয়া তিনি সত্যরূপ, অচ্যুত ও বিভু।

সেই পরমাত্মরূপী ভগবদ্‌বিষ্ণুবিগ্রহগণের দেহাদি সমস্তই নিত্য ও শাশ্বত, জড়ীয় হেয়তা ও উপাদেয়তা—উভয় ভাব-শূন্য এবং কখনও প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রাকৃত নহে। তাঁহারা সর্বতোভাবে অখণ্ড পরমানন্দরাশি (সমষ্টি), কেবল চিন্ময় এবং সকলেই অপ্রাকৃত সর্বসদ্‌গুণ-পূর্ণ ও পরস্পর ভেদরহিত অর্থাৎ অভিন্ন। তাঁহারা সকলেই সকলগুণের দ্বারা পরস্পরের নিকট সর্বতোভাবে ন্যূনতাধিক্যশূন্য। ঈশ্বর-বিষ্ণুবস্তুতে কখনও দেহ ও দেহীর ভেদ নাই, তবে যে ঈশ্বর বিষ্ণুর একটী 'দেহ-স্বীকার' প্রভৃতি শব্দ হয়, তাহা নট-কর্তৃক অভিনয়ার্থ পরিহিত অঙ্গরক্ষণীর হস্তের ন্যায় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল অর্থাৎ অবিমিশ্র-চিন্ময় ঐশ্বর্য সংযোগ-হেতু প্রকৃতির অতীত-বস্তু ঈশ্বর বিষ্ণু অবতীর্ণ ও অন্তর্হিত হইয়াও 'তাঁহার এই রামরূপ', 'তাঁহার এই কৃষ্ণরূপ' ইত্যাদি উক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। কূর্মপুরাণ বলেন,—'ভগবান্ স্থূলও নহেন, অণুও নহেন, অথচ সর্বতোভাবে স্থূল ও অণু। চিন্ময় ঐশ্বর্য-সংযোগ-হেতু ভগবান্ যদিও বিরুদ্ধার্থ বলিয়া অভিহিত হন, তথাপি পরমেশ্বর বস্তুতে কোনও প্রকারেই জড়ীয় দোষের আরোপ কর্তব্য নহে, পরন্তু বহির্দৃষ্টিতে আপাত-বিরুদ্ধগুণসমূহ থাকিলেও তাহারা পরস্পর অচিন্ত্যরূপে অবিরুদ্ধ (সমন্বিত) ভাবেই অবস্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিষ্ণুধর্মোত্তর বলেন,—"ভগবান্ পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য-নিবন্ধন তাঁহাতেই অপ্রাকৃত সমস্তগুণরাশি প্রযুক্ত হয়। পরন্তু কোনপ্রকারেই দোষাদি প্রযুক্ত হয় না; কেননা, তিনি পরম-বস্তু। কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি বলিয়া উঠেন যে, গুণ ও দোষ, উভয়ই মায়া দ্বারাই প্রাপ্ত বা আরোপিত। তদুত্তরে বলা যায় যে, ভগবদ্বস্তুতে যখন আদৌ মায়া বা মায়া-সংযুক্ত মায়াবিত্বই নাই, তখন মায়া-সম্বন্ধী গুণই বা তাঁহাতে কিরূপে থাকিতে পারে? সুতরাং ভগবদ্‌গুণরাশি—মায়া-দ্বারা প্রাপ্ত বা আরোপিত নহে; পরন্তু সমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্য-সম্ভূত। তিনি অমায়িক (অর্থাৎ নিরস্তকুহক অপ্রাকৃত) ঈশ্বর বলিয়াই তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে পরম-বস্তু বলিয়া জানেন।"

তবে মায়ামুগ্ধ অক্ষজজ্ঞানী অনভিজ্ঞগণ গৌর-নারায়ণের স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বদ্ধজীবের ন্যায় সর্প দংশনে দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে সংশয় উপস্থিত করে, তাহার সুমীমাংসা সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ আচার্যগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানতত্ত্ব বিচার-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সুসিদ্ধান্ত-রহস্যের বিচারমুখে সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। (ভাঃ ১।১৪।৮ শ্লোকে ভীমসেনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি—) 'যদাত্মনোঽঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি।' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা—

'অঙ্গং—পৃথিবীম্। যদা ত্যাগাদিরুচ্যেত পৃথিব্যাদ্যঙ্গকল্পনা। তদা জ্ঞেয়া ন হি স্বাঙ্গং কদাচিদ্‌বিষ্ণুরুৎসৃজেৎ।।—ইতি ব্রহ্মতর্কে।' —অর্থাৎ

প্রভু-সঙ্গে বহু ছাত্রের নবদ্বীপ-যাত্রা—

**অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।**
**চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পড়িতে।।১১৫।।**

সারগ্রাহী তপন মিশ্রের বৃত্তান্ত—

**হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।**
**অতি-সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন।।১১৬।।**

---

'অঙ্গ'-শব্দে পৃথিবী। ব্রহ্মতর্ক বলেন,—'শাস্ত্রাদিতে ভগবদন্তর্ধান-বর্ণন-প্রসঙ্গে যখন 'ত্যাগাদি'—শব্দ কথিত হয়, তখন পৃথিব্যাদি অঙ্গেরই কল্পনা কর্তব্য, যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু কখনও স্বীয় অঙ্গ বিসর্জন করেন না।'—(শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য)।

'আক্রীড়'-শব্দে-ক্রীড়া লীলা-স্থান অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চ। 'অঙ্গ'-শব্দে—নিজভূমি; যেহেতু 'পৃথিবী যাঁহার শরীর' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজ)।

অথবা, "ভগবান্ যখন নিজের ক্রীড়া সাধন অর্থাৎ লীলা সম্পাদক "অঙ্গ" অর্থাৎ মনুষ্য নাট্য (মনুষ্যের ন্যায় প্রপঞ্চে পরিলক্ষিত লীলানুকরণ) পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, সেই কালই কি আসিয়া, উপস্থিত হইল ?—(শ্রীধর স্বামিপাদ)।

'অঙ্গ' অর্থাৎ স্বধামগমন- হেতু প্রাকৃত বিরাট্ রূপ।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

(ভাঃ ১।১৫।৩৪-৩৬ শ্লোকে শৌনকাদি-মুনির প্রতি শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি) "যয়াঽহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ। কন্টকং কন্টকেনেব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্।। যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্যথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্।। যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ।"—অর্থাৎ

(যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ নহেন, এবম্বিধ সাধারণ মর্ত্যজীব) যাদবগণ হইতে ভগবানের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিশেষ বিভিন্নতা না বুঝিয়া যে-সকল মন্দমতি অজ্ঞ বহির্মুখব্যক্তি উভয়কেই 'সমান' বলিয়া অভিহিত করেন, শ্রীসূত-গোস্বামী এই দুইটী শ্লোকে তাঁহাদিগের নিকট উভয়ের বৈলক্ষণ্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিতেছেন। 'যয়া'-শব্দে (মায়ামুগ্ধ সামান্য মর্ত্যজীব-সম) যাদবরূপা তনুর দ্বারা পৃথিবীর ভার (কন্টক যেমন কন্টকের দ্বারাই বিমোচিত হয়, তদ্রূপ) হরণ করিয়াছিলেন। 'যাদবতনু' ও 'ভূভারতনু' —এই দুইটী শরীর হইলেও ঈশ্বরকর্তৃক সংহার-যোগ্য বলিয়া উভয়েই 'সমান' অর্থাৎ প্রাকৃত।

তিনি মৎস্যাদিরূপ (দেহ) যেভাবে ধারণ ও ত্যাগ করেন, তাহা দৃষ্টান্ত-দ্বারা বলিতেছেন,—নট যেমন নিজরূপে অবস্থিত থাকিয়া অন্য একটী রূপ ধারণ ও পরিহার করে, তদ্রূপ ভগবান্ও সেই (প্রাকৃত-লোক-দৃশ্য) কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিজ-শ্রীমূর্তিতেই প্রকটিত হইয়াছিলেন।

ভগবানের সশীরেই বৈকুণ্ঠে আরোহণ ঘটিয়াছে বলিয়া ভগবান্ সশরীরেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।" (—শ্রীধর-স্বামিপাদ)।

"এস্থলে 'তনু', 'রূপ' ও 'কলেবর'—এই তিনটি শব্দে শ্রীভগবানের ভূভারহরণেচ্ছারূপ লক্ষণবিশিষ্ট এবং দেবাদিপালনেচ্ছা-রূপ লক্ষণবিশিষ্ট ভাবদ্বয়কেই বলা হইতেছে ('দেহ' বলা হইতেছে না)। যথা ভাঃ ৩।২০।২৮, ৩৯, ৪১, ৪৬, ৪৭ প্রভৃতি শ্লোকে তত্তৎ-শব্দে ব্রহ্মার ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে ('দেহ' নহে)। যদি সে-স্থলে ব্রহ্মার সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এ-স্থলে শ্রীভগবৎসম্বন্ধেও তাহাই করা সুসঙ্গত। তজ্জন্য ভগবানে ঐ ভাবটী (স্বরূপগত 'বাস্তব' নহে, পরন্তু) আভাসরূপ বলিয়া কন্টক-দৃষ্টান্তটী সুসঙ্গতই হইয়াছে (অর্থাৎ কন্টকোন্মোচনেচ্ছু ব্যক্তির নিকট বিদ্ধ-কন্টক ও উন্মোচক-কন্টক, দুইটী যেমন সমান, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিকট ভূভারতনু অর্থাৎ ভূভারভূত অসুর বা বিরাট্ রূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং প্রাকৃতমর্ত্যজীব-সদৃশ যাদব-তনু,—এই উভয়ই সমান। এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার তৃতীয় (পরমাত্ম) সন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে।

"মৎস্যাদি-অবতারে 'মৎস্যাদি-রূপ'-শব্দে দৈত্যবধেচ্ছাময় ভাব। * * শ্রাব্যরূপকাভিনেতা নট যেমন নটস্বরূপে এবং নিজবেশে অবস্থিত থাকিয়াই পূর্বস্বভাব-বশে অভিনয়ের সহিত গান করিতে করিতে নায়ক-নায়িকাদের ভাব ধারণ ও ত্যাগ করে, ঈশ্বর সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অথবা, 'আমি যোগমায়া-দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল- লোকের সমক্ষে প্রকটিত হই না"—এই গীতা-বাক্যে (৭।২৫), ভক্তিবলেই যোগিগণের নিকট ভগবান্ জনার্দন পরিদৃষ্ট হন, কখনও কোথাও অভক্তি-মার্গে

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিৎ আচার্যের সাক্ষাৎকারাভাব-নিবন্ধন মিশ্রের সংশয়—

**সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।**
**হেন জন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যাঁরে।।১১৭।।**

নিত্য কৃষ্ণমন্ত্র জপ-সত্ত্বেও কৃষ্ণনাম-কীর্তন ব্যতীত মনে অপ্রসন্নতা—

**নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাত্রি-দিনে।**
**সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে।।১১৮।।**

দৃষ্ট হন না।'' 'রোষ বা মাৎসর্য-বশে কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না' এই পাদ্মোত্তরখণ্ডের নির্ণয় বাক্যে এবং 'মল্লগণের নিকট কৃষ্ণ--ব্রজ-স্বরূপ', এই ভাগবতের সিদ্ধান্ত-বাক্যে অসুরগণের সমক্ষে ভগবানের যে রূপ স্ফূর্ত অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, তাহা তাঁহার 'স্বরূপ' নহে, পরন্তু মায়া-কল্পিত। ভগবানের স্বরূপ দর্শন করিলে প্রাকৃত দ্বেষ ভাব দূরে চলিয়া যায়। সুতরাং অসুরগণের নিকট স্ফূর্তি প্রাপ্ত বা প্রতিভাত যে-তনু দ্বারা ভগবান্ ভূভাররূপ অসুরবৃন্দকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি ত্যাগ করিলেন, পুনরায় আর উহার প্রতিবোধন করেন নাই। ভক্তি-দ্বারা দৃশ্য যে ভগবত্তনু, তাহা নিত্যসিদ্ধই এজন্য 'অজ'-শব্দের প্রয়োগ। সুতরাং কোন মৎস্য-বেশ-ধারী নট বা ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বীয় ভক্ষক বক-পক্ষীর নিগ্রহের নিমিত্ত মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া নিজের প্রতি লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করায়, এবং সেই বকপক্ষীর নিগ্রহ হইলে যেমন সে তাৎকালিক মৎস্য,রূপটী ত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'অজ' (অর্থাৎ প্রাকৃত জন্ম-রহিত) হইয়াও, বহির্মুখ প্রাকৃত- লোকের অক্ষজ-দৃষ্টির গোচরীভূত তাঁহার যে মায়িকরূপের দ্বারা ভূতাররূপ অসুরবর্গ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অসুরবর্গকেই ক্ষয় করিয়া (অজ ভগবান্) ঐ প্রাকৃত রূপ বা কলেবরটীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বোক্ত গীতাবাক্যস্থিত (৭।২৫) 'যোগমায়া-সমাবৃতঃ' পদের অর্থ---'সর্প-কঞ্চুকের ন্যায় মায়া-রচিত দেহাভাসের দ্বারা সমাবৃত।'

এস্থলে, (পৃথিবী) ত্যাগ-লীলাটী ভগবানের নিজ-তনুদ্বারা ঘটিয়াছিল (অর্থাৎ 'স্বতন্বা' এই তৃতীয়া বিভক্তিকরণ-কারকে নিষ্পন্ন হইয়াছে), তাঁহার 'নিজতনু'র সহিত পৃথিবী-ত্যাগ ঘটে নাই (অর্থাৎ 'স্বতন্বা'--এই তৃতীয়াবিভক্তি 'সহার্থে' নহে),---এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কেননা, 'সহ'-শব্দ মূলশ্লোকে না থাকায়, অকারণে (অর্থসঙ্গতি নাশ করিয়া) অধ্যাহার করিতে গেলে, অধ্যাহার্য শব্দের গৌরব প্রদর্শিত হয়; বিশেষত, 'সহ' প্রভৃতি -শব্দ নিষ্পন্ন উপপদ-বিভক্তি হইতে কর্তৃ-কর্ম-করণ প্রভৃতি কারক নিষ্পন্ন বিভক্তি অধিকতর বলবতী,---এই ব্যাকরণ ন্যায়ও তদ্বিষয়ে প্রমাণ (-ক্রমসন্দর্ভ ও কৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যা)।

'যাদবাদি ক্ষত্রিয়গণের অন্তিম-দশা-শ্রবণে বিষণ্ণতা-প্রাপ্ত শৌনকাদি মুনিগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে গিয়া শ্রীসূতগোস্বামী এই শ্লোকদ্বয়ে সিদ্ধান্ত-রহস্য কীর্তন করিতেছেন। কন্টকাগ্রদ্বারা কন্টক যেমন উন্মোচিত হয়, তদ্রূপ যে যাদবাদি তনু-দ্বারা ভগবান্ স্বীয় একপাদভূতা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি পরিত্যাগ করিলেন। দেবদত্ত যেমন নিজবসন পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ ভগবান্ স্বীয় অঙ্গ হইতে যাদবরূপা তনুকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন; পরন্তু যে শ্রীঅঙ্গ-দ্বারা ভগবান্ নিত্যক্রীড়া করেন, তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব ভগবানের অংশাবতরণ-সময়ে যে-সকল দেবগণ নিত্যাবস্থিত যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকেই যাদবগণ হইতে নিষ্কাশন-পূর্বক প্রভাসে পাঠাইয়াছিলেন, পরে স্বীয় লোক-সমক্ষে মায়া-বলে তাঁহাদিগের দেহত্যাগ প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাদিগকে মধুপানান্তে দেবরূপে পরিণত করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়াছিলেন,---ইহা একাদশ স্কন্ধের শেষাংশের ব্যাখ্যানুসারে জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-পরিকর যাদবগণ প্রাপঞ্চিক-লোকের নিকট অলক্ষিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকা-পুরীতেই পূর্বের প্রকটলীলার ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন---ইহা শ্রীভাগবতামৃত-কথিত সিদ্ধান্ত হইতে অবগত হওয়া আবশ্যক। 'ভূভারতনু' ও 'যাদব-তনু'---এই দুইটী তনুর অর্থ এই যে, ভূভারস্বরূপ অসুরগণ এবং যাদবাদিরূপ দেবগণ, উভয়েই পরমেশ্বরের নিকট সমান। কিন্তু বর্তমান দৃষ্টান্তে কণ্টকত্বে উভয়েরই তুল্যত্ব থাকিলেও কারণভূত কণ্টকাগ্র (অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিদ্ধ-কণ্টকটীকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) উপকারক বলিয়া উহাকে 'অন্তরঙ্গ' (অপেক্ষাকৃত উপাদেয়) এবং কর্মভূত কণ্টকটী (অর্থাৎ বিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া যাহাকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) অপকারক বলিয়া উহাকে 'বহিরঙ্গ' (অপেক্ষাকৃত হেয়) বলিয়া জানানো হইয়াছে।

ঐন্দ্রজালিক-নটের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যা-ভূত স্বদেহত্যাগের ভাণ করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন করাইয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ রূপ বা তনু ধারণও (প্রকটও) করেন, এবং পরিত্যাগও (অপ্রকটও)

একদিন নিশান্তে স্বপ্ন-দর্শন—

**ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি-শেষে।**
**সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ-ভাগ্যবশে।।১১৯।।**

জনৈক দেবতার আগমন ও মিশ্রকে গূঢ় উক্তি—

**সম্মুখে আসিয়া কহে এক দেব মূর্তিমান্।**
**ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান।।১২০।।**

করেন (অর্থাৎ দেহত্যাগের ভাণ করেন মাত্র), কিন্তু রূপ বা তনু ধারণ করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করেন না;—এতদ্দ্বারা ভগবানের তনুত্যাগ (অপ্রকট)-কালেও তাঁহার সেই সেই অপ্রাকৃত-তনু-ধারণ বর্তমানই থাকে, জানিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, উহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, নট অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যেমন ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদি দ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজ দেহত্যাগ প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রত্যয় উৎপাদন করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে নিজদেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করে, মৃত্যু লাভ করে না, তদ্রূপ ভগবান্ মৎস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের ভাণ করেন মাত্র। অতএব নটের নিজদেহধারণই যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহার নিজদেহত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ ভগবানেরও মৎস্যাদি স্বীয় শরীরধারণই বস্তুতঃ সত্য এবং প্রাকৃত-শরীরত্যাগই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা,—ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ যেমন অপর মৎস্যাদি স্বীয় আগন্তুক শরীর পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যে প্রাকৃত-কলেবর-দ্বারা তিনি ভূ-ভার ক্ষয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলেবর-পরিত্যাগ-রূপ সমস্ত ব্যাপারটীই মোহজনক ও মিথ্যা বলিয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইয়াও তিনি নটরূপ নরের দেহত্যাগাদি-ধর্মের অনুকরণ করেন মাত্র, তত্ত্বতঃ করেন না; যেহেতু তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অভৌতিক (ভূতাতীত অপ্রাকৃত) বলিয়া তাঁহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই; যথা মহাভারতে, —'এই পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহে প্রাকৃত পঞ্চভূতরাশির সমষ্টি বা অবস্থিতি নাই।' বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও,—'যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহকে 'ভৌতিক' বলিয়া জানে, তাহাকে সমস্ত শ্রৌত-স্মার্তবিধান হইতে বহিষ্করণ কর্তব্য; তাহার মুখ দর্শন করিবা মাত্র সবস্ত্রে স্নান কর্তব্য।' বৈশম্পায়ন-কথিত বিষ্ণুসহস্র-নামেও—'অমৃত তাঁহারই অংশ, তিনি স্বয়ংই অমৃত-তনু'। এই বাক্যাংশের 'অমৃত (মরণহীন-) বপু যাঁহার',—শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত এই দেহ-দেহি-ভেদ-সূচিকা ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধা নহে। এই শ্লোকের শ্লেষার্থ এই যে, জহ্যাৎ-পদে 'হা'-ধাতুটী—ত্যাগার্থে প্রযুক্ত এবং ত্যাগ-কার্যটীও দানার্থে প্রযুক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাদি-ধামস্থিত ভক্তগণকে তাঁহাদের পালন-নিমিত্ত নিজ-বিগ্রহ-মধ্যে পূর্বপ্রবিষ্ট নারায়ণাদি-রূপকে দান করিলেন। এইভাবে পরবর্তী একাদশ স্কন্ধের শেষে ব্যাখ্যা করা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ-কার্যটীর অবাস্তবত্ব অর্থাৎ মিথ্যা-ভূতত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে গিয়া এই শ্লোকটী বলিতেছেন। এস্থলে, শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা ও শ্রীজীবপাদের সন্দর্ভ-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকে বিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি)—'আদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্' শ্লোকের ব্যাখ্যা—

'স্ববিম্ব অর্থাৎ স্বীয় শ্রীমূর্তি এতাবৎকাল (প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়া ভগবান্ লোকের লোচন আচ্ছাদন করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাদৃশ অন্য কোন দর্শন-যোগ্য পদার্থ ছিল না।' (—শ্রীধরস্বামী)।

'তিনি চক্ষুর চক্ষু' ইত্যাদি শ্রুতিকথিত রীত্যনুসারে লোকলোচনরূপ স্ববিম্ব অর্থাৎ স্বমূর্তিকে গ্রহণ করিয়া ভগবান্ (অন্তর্হিত হইয়াছিলেন)। যথা মহা ভাঃ মৌষল-পর্বেও,—"কৃত্বা ভারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ। মোচয়িত্বা তনুং কৃষ্ণঃ প্রাপ্তঃ স্বস্থানমুত্তমম্।। এস্থলে, 'মোচয়িত্বা' মোচন করাইয়া)-শব্দটী 'ভূভারাবতরণ কার্য হইতে ত্যাগ করাইয়া অর্থাৎ অবসর প্রদান করিয়া'—এই অর্থে প্রযুক্ত; 'ভূভারাবতরণ-কার্য হইতে মুক্ত হইয়া'—এই অর্থে নহে।'—(ক্রমসন্দর্ভ)

'স্ববিম্ব'-শব্দে সচ্চিদানন্দলক্ষণ-স্বরূপ ও তৎপ্রতিমা, উভয়ই গৃহীত হয়। 'যস্তু'-পদের অন্তর্গত 'তু'-শব্দ 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে' ইত্যাদি শ্রুতিকে সূচনা করিতেছে।' (—শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ)।

'এস্থলে ভগবান্ লোকসমক্ষে নিজের মূর্তি প্রদর্শিত বা প্রকটিত করিয়া এবং পুনরায় তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এই বাক্যের দ্বারা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দেহ) পরিত্যাগ করিয়া (অন্তর্হিত হইলেন),—এইরূপ বিরুদ্ধ আপত্তি-উত্থাপনকারী ভগবত্তনু-পরিত্যাগবাদিগণ পরাহত হইল। পরবর্তি-শ্লোকসমূহে নিজ-মূর্তির বিশেষণ-প্রয়োগ-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের নরবপু পরিত্যাগ করিয়া

চিন্তাগ্রস্ত মিশ্রকে ধৈর্যধারণার্থ উপদেশ—

**"শুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর।**
**চিন্তা না করিহ আর, মন কর' স্থির।।১২১।।**

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-লাভার্থ প্রভু-সমীপে গমনার্থ আদেশ—

**নিমাইপণ্ডিত-পাশ করহ গমন।**
**তেঁহো কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন।।১২২।।**

দিব্য দেববপু গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা কৃষ্ণের নরবপুত্বের বিরুদ্ধবাদী, তাহারাও পরাহত হইল। আবার, 'নিজের শ্রীমূর্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন',---এই বাক্য প্রদর্শন ও অন্তর্ধান-লীলায় তাঁহার ইচ্ছাই কারণ; সুতরাং ভগবানের কর্মাধীনত্ব-বিবাদিগণও (ভগবান্‌ও জীবের ন্যায় জন্ম ও মৃত্যুরূপ কর্ম বা অদৃষ্টের অধীন,---যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহারাও) পরাহত হইল।' (---শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ৩।২।১৩ শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য---) 'আনন্দরূপং দৃষ্ট্বাপি লোকো ভৌতিকমেব তু। মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তির্বহুস্থিতা।।'---ইতি স্কান্দে অর্থাৎ স্কন্দপুরাণে বলেন,--মায়া মূঢ় লোক শ্রীবিষ্ণুর (সৎ, চিৎ ও আনন্দময়রূপকে) দেখিয়াও 'ভৌতিক' বলিয়া মনে করে,---অহো বহু-লোকের কিরূপ ভ্রান্তি!'

(ভাঃ ৩।৪।২৮-২৯ শ্লোকে পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের উক্তি-প্রত্যুক্তি---) 'হরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ' এবং 'ত্যক্ষন্ দেহমচিন্তয়ৎ' শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা---

'আকৃতি'-শব্দে পৃথিবী; যেহেতু 'শরীর', 'আকৃতি', 'দেহী', 'কু', 'পৃথ্বী' ও 'মহী',---এই শব্দগুলি অভিধানে একার্থবাচক পর্যায়-শব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ বলেন,---"শ্রীহরির 'দেহত্যাগ' শব্দে তাঁহার পৃথিবী-ত্যাগই কথিত হয়। তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া উহার অন্যবিধ অর্থে উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং পরম জ্ঞানরূপ হইয়াও অসজ্জনগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত নটের ন্যায় নিজ-সদৃশ একটী মৃত-রূপ বা শব-দেহ প্রদর্শন করেন।" (শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য)।

'আকৃতি-শব্দে পৃথিবী এবং দেহ-শব্দেও পৃথিবীর; যেহেতু 'যস্য পৃথিবী শরীরম্' এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ।' (---শ্রীবিজয়-ধ্বজ)।

'আকৃতি-শব্দে মনুষ্যাকার'। (---শ্রীধরস্বামিপাদ)।

'নিধন-শব্দে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-ধাম। পূর্ববর্তী ২৬শ শ্লোকে 'মর্ত্যলোকং জিহাসতা' (মর্ত্যলোক-পরিত্যাগাভিলাষি-ভগবৎকর্তৃক) এবং পরবর্তী ৩০শ শ্লোকে 'অস্মাল্লোকাদুপরতে' (ভগবান্ এই মর্ত্যলোক হইতে উপরত হইলে,---এই বাক্যদ্বয়ানুসারে 'আকৃতি'-শব্দে বিরাট্ আকার। এই বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।' (---ক্রমসন্দর্ভ)।

'এই শ্লোকের ব্যক্ত অর্থ এই যে, শ্রীহরি আ (সম্যক্-প্রকারে) + কৃতি (প্রপঞ্চোদিত চেষ্টা বা লীলা) ত্যাগ অর্থাৎ সমাপ্ত করিলেন। 'ত্যক্ষ্যন্'-শব্দে (ত্যজ্-ধাতুর দানার্থে ব্যবহার-হেতু) শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ-নারায়ণকে পুনরায় বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া ব্রহ্মাদি-ভক্তগণের পালনের নিমিত্ত দান করিতে ইচ্ছা করিয়া। সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বলেন,---'দেহ'-শব্দে ভগবানের বিরাট্ আকার পৃথ্বী'। (---শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ১১।৩০।২ শ্লোকে শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তি---) 'তনুং স কথমত্যজৎ' শ্লোকাংশের শ্রীমধ্বাচার্য-কৃত তাৎপর্য-ব্যাখ্যা,---"তনুমত্যজৎ অতিশয়েন অহরৎ---('অজ্ হরণে' ইতি ধাতোঃ)---ভূলোকাৎ স্বর্গলোকং প্রত্যহরদিত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ভগবান্ নিজতনুকে (অতি+অজৎ) অতিশয়রূপে অন্তর্ধান করাইয়াছিলেন, যেহেতু অজ্-ধাতু এস্থলে হরণার্থেই ব্যবহৃত; অর্থাৎ ভগবান্ নিজতনুকে ভূলোক হইতে স্বর্গলোকের (গোলোকধামের) দিকে অপহৃত বা অন্তর্হিত করিলেন।'

(ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি---) 'ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছা-শরীরিণা' এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা---

'শুদ্ধসত্ত্বময়ী নিজের শ্রীমূর্তিকে অন্তর্হিত করিয়া **তৎপ্রতিকৃতি-মূর্তি রাখিয়া মর্ত্যমানবের অনুকরণ-মাত্র করিলেন**', ---ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। পরবর্তী (ভাঃ ১১।৩১।৮ শ্লোক) "দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং

সাক্ষাৎ নারায়ণ গৌরাবতার-তত্ত্ব-বর্ণন,
জগদুদ্ধারার্থ তাঁহার নরলীলা—

**মনুষ্য নহেন তেঁহো—নর-নারায়ণ।**
**নর-রূপে লীলা তাঁ'র জগৎ—কারণ।।১২৩।।**

বেদ নিগূঢ় গুহ্যকথা-প্রকাশে
নিষেধাজ্ঞা—

**বেদ-গোপ্য এ-সকল না কহিবে কা'রে।**
**কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে।।''১২৪।।**

কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ।।''—পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের এই উক্তিতে উক্ত অনুকরণাভিনয় স্ফূটীকৃত হইবে।' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

'ইচ্ছা-শরীরিণা'পদে ইচ্ছাধীন শরীর যাঁহার, তৎকর্তৃক; অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-শক্তিমাত্রেই তাঁহার আবির্ভাব (ও তিরোভাব); তদ্বিষয়ে অন্য কোন কারণ ভাবিতে হইবে না।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

'ইচ্ছা-শরীরিণা'-পদে ইচ্ছা-মাত্রেই যিনি সর্বজন-স্তুত উত্তম শরীরধারী হইয়াছেন তৎকর্তৃক।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

(ভাঃ ১১।৩০।৪৯ শ্লোকে সারথি দারুকের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি)—'মন্মায়া রচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ', এই শ্লোকের ব্যাখ্যা—

'দারুককে সান্ত্বনা-প্রদানের নিমিত্ত মৌষল ও দেহত্যাগাদি-লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবন্মায়া-বলে রচিত, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। অধুনা প্রাকৃত-লোকচক্ষে প্রকাশিত মৌষল ও 'দেহত্যাগাদি', এই সমস্ত লীলাই যে ইন্দ্রজালবৎ আমার মায়া-রচিতা, তাহা বিশেষভাবে জানিয়া তুমি উপেক্ষা-শীল হও। 'তু'-শব্দে বলিতেছেন যে, মদ্বিরোধী অন্য প্রাকৃত লোক উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার মোহ যুক্তিসঙ্গত নহে।' (—ক্রমসন্দর্ভ)।

(ভাঃ ১১।৩১।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) ''লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণা-ধ্যানমঙ্গলম্। যোগধারণয়াগ্নেয়্যাঽদগ্ধা ধামাবিশৎ স্বকম্''।। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা—

''ভগবান্ আগ্নেয়-ধারণা-দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন। তন্ত্র-ভাগবত বলেন,—'অন্যান্য সমস্ত দেবগণই আগ্নেয়-ধারণা দ্বারা স্ব-স্ব-দেহকে দগ্ধ করিয়া পরমপদ লাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণাদি সর্বরূপবান্ নৃসিংহরূপী দেব ভগবান্ হরি তাঁহাদের সকলের লিঙ্গদেহকেই নাশ করিয়া সেই সকল দেবতা-দ্বারা শোভিত হইয়া বিশ্ব-প্রলয়কালে নৃত্য করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলিয়া তিনি স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করেন।'' (—শ্রীমধ্বাচার্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য)

''যোগিগণ 'স্বচ্ছন্দ মৃত্যু' (এই গুণবিশিষ্ট) হওয়ায় তাঁহারা নিজদেহকে আগ্নেয় যোগ-ধারণার দ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, পরন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ তদ্রূপ নহেন; স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তাহার সহিতই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের সর্বতোভাবে রমণ অর্থাৎ অবস্থিতি; সুতরাং জগতের আশ্রয়স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। * * অদ্যাপি দেখা যায় যে, ভগবদুপাসকগণের ধ্যান ধারণা-দ্বারাই ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎকার লাভ ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। * * ভগবত্তনুর 'লোকাভিরামাং' ইত্যাদি বিশেষণগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্ স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তিরোহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন,-ইহাই যুক্তিযুক্ত অর্থ।'' (—শ্রীধরস্বামী)।

বাক্যের মধ্যে কোন পদের অন্যার্থ প্রতীতি হইলে ''আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ'' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২—), এই ন্যায়ানুসারে উপদেশ-পদসমূহের দ্বারাই অর্থ নির্ণীত হয়। অতএব 'দগ্ধ্বা' প্রভৃতি পদে যে অর্থ প্রতীত, 'লোকাভিরামাং' প্রভৃতি পদসমূহ তাহাকে উপমর্দনপূর্বক 'অদগ্ধ্বা' পদেরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। 'লোকাভিরামাং' পদের দ্বারা ভগবত্তনুর জগদাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। উক্ত লোকশব্দে মহাবৈকুণ্ঠস্থ নিত্যপার্ষদাদি ভক্তগণ এবং আত্মারাম জ্ঞানিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরাদি পর্যন্ত সকলকেই উদ্দেশ করিতেছেন; আবার 'ধ্যান ধারণা-মঙ্গলং'-শব্দে তাঁহার সাধক জীবের আশ্রয়ত্বও উদ্দেশ করিতেছেন। ধারণা ও ধ্যান-প্রভাবে ধারণা-ধ্যানকারি-ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা (যে ভগবত্তনু) মঙ্গলরূপা, তাহারই আবার অন্যথাত্ব দাহ-নিবন্ধন নশ্বরতা হেতু হেয়তা কিরূপে সম্ভব হয়? 'স্বতনুং'-পদের কর্মধারয় সমাসোক্তির দ্বারা নীলোৎপলে নীলত্ববৎ) ভগবত্তনুতে সত্তার অব্যভিচার অতিশয়রূপে নির্ধারিত হইয়াছে।

দেবতার তিরোভাব, তপন মিশ্রের জাগরণ ও
স্বপ্নদর্শন-ফলে সহর্ষে ক্রন্দন—

**অন্তর্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।**
**সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা।।১২৫।।**

স্বসৌভাগ্যানন্দে প্রভুকে স্মরণপূর্বক প্রভু-সহ
মিলনার্থ প্রস্থান—

**'অহো ভাগ্য' মানি' পুনঃ চেতন পাইয়া।**
**সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া।।১২৬।।**

অতঃপর যোগি-প্রভৃতিজনগণের ভ্রম উল্লেখ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন যে, ভগবান্ আগ্নেয়ী ধারণা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তিনি তদ্দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই স্বীধধামে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং যোগিগণের দেহত্যাগ-শিক্ষার জন্যই আগ্নেয়-ধারণার পশ্চাৎ স্বীয় তনু অন্তর্হিত করিলেন,—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে; অন্যরূপ অর্থ উদ্দিষ্ট হয় নাই। * * অতএব 'স্বতনু দগ্ধ না করিয়া' এই বাক্যে 'স্বেচ্ছাময়ী মায়া-দ্বারা কল্পিত-তনুকেই দগ্ধ করিয়া' এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই জন্যই পূর্বে (ভাঃ ১১।৩০।৪০ শ্লোকে) ভগবান্‌কে 'ইচ্ছা শরীর' বলিয়াছেন। যে বস্তু স্বেচ্ছা-ক্রমে প্রকটিত হন, স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। সুতরাং তাঁহার আগ্নেয়-ধারণাও তদ্রূপই কল্পনাময়ী। কৃষ্ণসন্দর্ভেও 'ইচ্ছা-শরীরী'-পদ 'স্বেচ্ছা-প্রকাশ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অথবা, 'ইচ্ছা-রূপ শরীর; তাহার ন্যায় উহা যাঁহার ক্রিয়া-সাধক, তৎকর্তৃক'—এইরূপ ব্যাখ্যাও হয়। সে-স্থলে ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবেই তিনি যে মায়ার প্রেরক, তাহা জানিতে হইবে—এইরূপ ব্যাখ্যাও সুষ্ঠুই হইয়াছে।' (—ক্রম-সন্দর্ভ)।

'যোগিগণের ন্যায় স্বচ্ছন্দ মৃত্যুভ্রম নিষেধ করিয়া ভগবান্ যে আগ্নেয়ী ধারণার দ্বারা স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা এবং 'অদগ্ধ্বা' এই পদে তাঁহার তনু যে লোকাভিরামা এবং ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থাৎ শোভন-বিষয়,—এই কারণদ্বয়ও কথিত হইয়াছে।' (—শ্রীধরস্বামিপাদ)।

কোন কোন পণ্ডিত—'ধারণা-ধ্যান-মঙ্গল' অর্থাৎ 'ভগবান্ স্বতনুকে দগ্ধ করিয়া দাহোত্তীর্ণ হওয়ায় অধিকতররূপে উজ্জ্বলীকৃত শুদ্ধজাম্বুনদের ন্যায় স্বতনুকে গ্রহণ করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন,—এরূপও বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, যাহারা ভগবত্তনুর অপ্রাকৃতত্ব-বিষয়ে সন্দিহান ও প্রতিবাদী, তাহাদিগকে তিনি স্বতনুর বহ্নি-কর্তৃক অদাহ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)।

ভাঃ ১১।৩১।১১-১৩ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তির ব্যাখ্যা—

'সর্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী মর্ত্যগণের মধ্যে যে আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা, তাহা নটের ন্যায় তাঁহার স্বয়ং অবিকৃত অবস্থায় মায়াশক্তিবলে অনুকরণাভিনয়মাত্র বলিয়া জানিবে। তিনি স্বয়ংই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া প্রপঞ্চোদিত-লীলা হইতে উপরত হইয়া স্বমহিমাবলে নিত্য অপ্রকটরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে না; কেন না, এই অবতারেই তাঁহার অত্যন্ত প্রভাব বহুভাবে দেখা গিয়াছে। * * যদি বলা যায়,—ভগবান্ যদি আত্মরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তবে কেন তিনি কিঞ্চিন্মাত্রকালও স্বীয় তনুর সহিত অবস্থান করিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও উক্তপ্রকারে তিনি অশেষ-শক্তিমান্ বলিয়া অনন্ত-জগতের স্থিতি-সৃষ্টি-নাশের একমাত্র কারণ, তথাপি তিনি প্রাকৃত মর্ত্যদেহেরে দ্বারা কোন কার্য হইবে না ভাবিয়া কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠগণের দিব্য গতি প্রদর্শনপূর্বক মর্ত্য-যাদবাদিকে সংহারানন্তর স্বীয় তনুকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু নিজ-লোকেই লইয়া আসিলেন। অন্যথা, পূর্বোক্ত আত্মনিষ্ঠগণও পাছে দিব্যগতি-লাভকে অনাদরপূর্বক যোগবিভূতি-বলে স্ব-স্ব-দেহ-সিদ্ধি বিধান করিয়া এই প্রাপঞ্চিক-সংসারে নিরত থাকিবার জন্য যত্ন করিতে থাকে,—এই আশঙ্কায় তাহা যাহাতে না হয়, তদুদ্দেশ্যেই অর্থাৎ তাহা নিষেধ করিবার জন্যই তাঁহার অন্তর্ধান লীলা।'—(শ্রীধরস্বামিপাদ)।

''তনুভৃজ্জননবদপ্যয়বচ্চ ঈহা—'তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা'। 'প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে' ইতি। 'অজাত-জাতবদ্‌বিষ্ণুরমৃত-মৃতবৎ তথা। মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ।।'—ইতি ব্রাহ্মে। 'জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। দর্শয়েন্মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্‌বিভুঃ। প্রকাশয়েদদেহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্ মায়য়া মৃতকং দেহং তদা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ। কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যভাবাৎ পরাত্মনঃ।।'—ইতি চ। 'জীব-বিষ্ণোরভেদশ্চ দেহ-যোগ-বিয়োজনে। বিষ্ণোর্দুঃখং

পদ্মা-তটে শিষ্য-বেষ্টিত প্রভু-সমীপে আগমন, প্রণাম ও করযোড়ে দণ্ডায়মান—

**বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।**
**শিষ্যগণ-সহিত পরম-মনোহর।।১২৭।।**

**আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।**
**যোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে।।১২৮।।**

স্বীয় উদ্ধার সাধনার্থ প্রভু-সমীপে সদৈন্যে কাকুক্তি ও কৃপা-ভিক্ষা—

**বিপ্র বলে—''আমি অতি দীন-হীন জন।**
**কৃপা-দৃষ্ট্যে কর' মোর সংসার মোচন।।১২৯।।**

সর্বজীবের নিত্য পালনীয় একমাত্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে নিজ-অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও তদ্বর্ণনার্থ প্রভু সমীপে প্রার্থনা—

**সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।**
**কৃপা করি' আমা' প্রতি কহিবা আপনি।।১৩০।।**

বিষয়-সুখে অনিচ্ছা ও চিত্তের অপ্রসাদ-হেতু চিত্তপ্রসাদ লাভার্থ প্রার্থনা—

**বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।**
**কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়!''১৩১।।**

প্রভু-কর্তৃক মিশ্রের কৃষ্ণভজনেচ্ছা-মূলক সৌভাগ্য-প্রশংসা—

**প্রভু বলে,—''বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।**
**কৃষ্ণভজিবারে চাহ, সেই সে সর্বথা।।১৩২।।**

---

ব্রণিত্বাদি পরাভবস্তথৈব চ।।অস্বাতন্ত্র্যঞ্চ বেদাদাবুক্তবদ্ভাসতে বিভোঃ।ক্বচিদ্বিমোহায় দৈত্যানাং সুদুরাত্মনাম্।।'—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। 'অগ্রাবন্তর্দধে ভৈষ্মী সত্যভামা বনে তথা। ন তু দেহ-বিয়োগোঽস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ।।'—ইতি চ।।'' অর্থাৎ

''তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা-শব্দে দেহধারিগণের জন্মগ্রহণের ন্যায় এবং মৃত্যু-লাভের ন্যায় চেষ্টা। শ্রুতি বলেন,—'সর্ব-জীবেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে বিচরণ করেন। বদ্ধজীববৎ তাঁহার জন্ম না থাকিলেও তিনি বহুরূপে অবতীর্ণ হন।' ব্রহ্মপুরাণ বলেন,—'ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞান ব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত জাত না হইয়াও জাতজীবের ন্যায় এবং মৃত না হইয়াও মৃতজীবের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করেন।' অন্যত্রও—ভগবান্ পুরুষোত্তম জগতের মোহনের নিমিত্ত মানুষী চেষ্টা প্রদর্শন করেন। আবার, বিভু বিষ্ণু স্বয়ং জড়দেহধারী না হইয়াও দুরাত্মগণের মোহের নিমিত্ত মর্ত্যজীবের ন্যায় প্রকাশিত হন, তৎকালে তিনি মায়া-বলে মৃত-দেহ সৃষ্টি করিয়া প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মা শ্রীহরির অমৃতত্বনিবন্ধন মৃতদেহ কিরূপে হইতে পারে? ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন,—'বেদাদিতে কোথাও কোথাও সুদুরাত্মা দৈত্যগণের মোহের নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বর-বিষ্ণুর অভেদ, জীবের ন্যায় বিষ্ণুর দেহযোগ ও দেহত্যাগ, তাঁহার দুঃখ, বিপক্ষের শরাদি-নিক্ষেপজনিত তাঁহার দেহের ছেদ-ভেদাদি, তাঁহার পরাজয় এবং অস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ অন্যের বশ্যতাদি প্রভৃতি চেষ্টা যেন আপাত-দৃষ্টিতেই কথিত হইয়াছে।' অগ্রে ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী, পরে সত্যভামা বনমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। শুদ্ধচিদাত্মা তাঁহাদের উভয়েরই প্রাকৃত-জীববৎ দেহ-বিয়োগ নাই।।'' (—শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য)।

'যাদবগণেরই যখন প্রাকৃতত্ব ছিল না, তখন রাম ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?' এইরূপ সিদ্ধান্তস্থাপনমুখে বলিতেছেন,—যে-যাদবগণ তদীয়-দেহ অর্থাৎ শুদ্ধ-ভাগবত-তনুধারী পার্ষদ, তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব-রূপা চেষ্টা কেবল কৃষ্ণের ন্যায় মায়ানুকরণ বলিয়াই জানিবে। যেমন কোন ইন্দ্রজাল-বেত্তা নিজের বা পরের জীবিত দেহকে নিহত ও দগ্ধ করিয়া পুনরয় উহার জন্ম প্রদর্শন করে, ঠিক তদ্রূপ। বিশ্বসৃষ্ট্যাদির কারণ অচিন্ত্য শক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে তাদৃশ শক্তিমত্তা বিচিত্রা নহে। এইরূপ ''সীতয়ারাধিতো বহ্নিচ্ছায়া-সীতামজীজনৎ। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা।। পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা। বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ।।''—এই বৃহদগ্নি-পুরাণ-বাক্যানুসারে প্রাকৃত-জীব রাবণ-কর্তৃক অপ্রাকৃত ভগবল্লক্ষ্মী সীতা হরণের মায়িকী বা মিথ্যা-লীলার দৃষ্টান্তাভাস এবং শ্রীসঙ্কর্ষণাদির প্রতিও মুগ্ধজনগণের অন্যথা-প্রতীতির দৃষ্টান্তাভাস মায়িকলীলা বর্ণন করিতে গিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন।

অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ যাদবগণের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণের পাল্য বলিয়া অন্যান্য ব্যক্তির মৃত্যুলাভও সম্ভব হয় নাই। সেই কৃষ্ণ কি নিজ-জন যাদবগণকে রক্ষণে সমর্থ ছিলেন না? অতএব যাদবগণের যে অন্যরূপ (দেহত্যাগ লীলা)-দর্শন, তাহা তাত্ত্বিকলীলানুগত নহে; পরন্তু তাঁহাদের সশরীরেই গোলোক-গমন—অতীব যুক্তিসঙ্গত।

প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের স্ব-ভজনরূপ যুগধর্ম-প্রচার—

**ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।**
**যুগধর্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার।।১৩৩।।**

ভগবানের চতুর্যুগে চতুর্বিধ ভগবদ্ভজনরূপ যুগধর্ম-সংস্থাপন—

**চারি-যুগে চারি-ধর্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।**
**স্বধর্ম স্থাপিয়া-প্রভু নিজ-স্থানে চলে।।১৩৪।।**

যদি বলা যায় যে,—'যাদবগণ না হয় সশরীরেই স্বধামে গমন করেন, কিন্তু ভগবান্ যখন বিরাজিত হইয়াই আছেন, তখন তাঁহাদের ত' ভগবদ্বিরহ-দুঃখ ছিল না; পরন্তু ভগবান্ যদি নিজ-জনরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তাহা হইলে তিনি মর্ত্যলোকের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত যাদবগণের সদৃশ অন্যান্য পার্ষদগণকে আবির্ভূত করাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল যাবৎ কেন মর্ত্যলোকে প্রকট থাকিলেন না?' তদুত্তরে সিদ্ধান্ত-স্থাপনমুখে ভগবান্ ও যাদবগণ, উভয়েরই যে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ অব্যভিচারী, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। যদিও ভগবান্ অশেষ-শক্তিমান্, তথাপি যাদবগণকে অন্তর্হিত করিয়া 'যাদবগণ ব্যতীত এই মর্ত্যলোকে আমার কি প্রয়োজন?' এই অভিপ্রায়েই ভগবদ্ধামগত যাদবগণের গতিই নিজের অভিপ্রেত বলিয়া প্রদর্শনপূর্বক ভগবান্ এই প্রপঞ্চে আর কিঞ্চিৎকালও নিজ-তনু অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু স্বয়ংই স্বলোকে লইয়া গেলেন।'—(ক্রমসন্দর্ভ)।

"ভগবান্ ও তদীয় পরিকরগণের সর্বলোকদৃষ্ট অন্তর্ধান-শ্রবণে দুঃখিত পরীক্ষিৎ-মহারাজকে শ্রীশুকদেব লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বর্ণন দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, দেহধারি-জীবগণের ন্যায় পরমেশ্বরের জন্ম-চেষ্টা ও মরণ-চেষ্টা মায়ানুকরণ বলিয়াই জানিবে; পরন্তু বস্তুতঃ বা তত্ত্বতঃ নহে। শুক্র-শোণিত-বিকৃত-দেহধারি-জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই জড়সুখ-দুঃখময়; কিন্তু চিন্ময়-বিগ্রহ পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই সম্পূর্ণ কেবলচিৎসুখময়। "অনাদেয়মহেয়ঞ্চ রূপং ভগবতো হরেঃ। আবির্ভাব-তিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রহমোচনে।।"—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে; অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন,—'ভগবান্ হরির রূপ জড়ীয়-হেয়তা ও উপাদেয়তা-রহিত। তবে যে উহার সম্বন্ধে 'গ্রহণ' ও 'মোচন' (অর্থাৎ ত্যাগ), এই শব্দদ্বয় কথিত হয়, তাহা তাঁহার 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' বলিয়াই জানিতে হইবে। ঐন্দ্রজালিক নট যেমন (জীবদ্দশায় অবস্থান করিয়াই) নিজের ও পরের মিথ্যাভূত জন্ম ও মৃত্যু প্রদর্শন করে, তদ্রূপ। ভগবান্ স্বয়ংই বিকল্পে পূর্বোক্ত মুনিশাপনিবন্ধন মহান্ উৎপাত, পরস্পরের প্রতি কলহ, শস্ত্রাস্ত্রাঘাত-প্রহারাদি সৃষ্টি করিবার পর তন্মধ্যে যোগদানানন্তর সেই মর্ত্যযাদবগণের সহিত স্বয়ং এরকাস্ত্র গ্রহণপূর্বক ক্ষণকাল ক্রীড়া ও পশ্চাৎ সংহার করিয়া স্বীয় মায়াবলে তাহা হইতে বিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

যদিও ভগবান্ নিরঙ্কুশ-ঐশ্বর্যময় এবং অশেষ-শক্তিমান, তথাপি যাদবাদিতে প্রবিষ্ট দেবগণকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া নিজের ও পার্ষদ যাদবগণের শরীর এই মর্ত্যলোকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু অন্তর্হিত করিতেই ইচ্ছা করিলেন; যেহেতু মর্ত্যলোকে তাঁহার আর কি প্রয়োজন? অর্থাৎ ভগবান্ মর্ত্যলোকের অপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু স্বীয়ধাম গোলোকেরই অপেক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় মর্ত্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় তাঁহাদেরই প্রার্থনায় স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি স্বীয় বৈকুণ্ঠগমন প্রদর্শন অর্থাৎ জ্ঞাপন-পূর্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন,—ইহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন। অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত ভাঃ ৩।২।১১ শ্লোকস্থিত শ্রীউদ্ধব-বাক্যের বিরুদ্ধ বলিয়া শুদ্ধভক্তগণের নিকট অগ্রাহ্য এবং উহা যে অসুরসম্মত ও ভক্তগণের অগ্রাহ্য, তাহা স্বয়ং শ্রীউদ্ধবই (ভাঃ ৩।২।১০ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—'ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যে-সকল মর্ত্য যাদব এবং শিশুপালাদি যে-সকল ভগবানের বৈরভাবাশ্রিত বিরোধিগণ প্রাকৃত-বিরোধমূলে ভগবানের নিন্দা করে, তাহাদের তাদৃশ বাক্যে কৃষ্ণার্পিত-চিত্ত আমার বুদ্ধি কখনও মোহভ্রান্ত হয় না, অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি উহাতে মোহপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারাও নিশ্চয়ই মায়া-মূঢ়।'—(শ্রীবিশ্বনাথ)।

(শ্রীমধ্বাচার্যকৃত মহাভারত-তাৎপর্যে ২য় অঃ ৭৯-৮৩) 'ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর কোথাও জীববৎ জন্মগ্রহণ নাই, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুই বা কোথায়? তিনি কাহারও দ্বারা বধ্য নহেন বা মোহপ্রাপ্ত হন না। নিত্যানন্দৈকস্বরূপ স্বতন্ত্র ভগবানের দুঃখই বা কোথায়? সর্বজগতের উপর প্রভুত্ব করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরি সামান্য কৃষকের ন্যায় আপনাকে দুর্বল দেখাইয়া নিত্যলীলাসমূহ অনুষ্ঠান করেন। তবে যে তিনি কখনও কখনও নিজের স্বরূপ জানেন না বা স্ত্রৈণবৎ পত্নী-বিরহে দুঃখী হইয়া সীতার অন্বেষণ

তথাহি (গীতায়াং ৪।৮)—
শিষ্ট-পালন, দুষ্ট-নাশ ও যুগধর্ম-সংস্থাপনার্থ বিষ্ণুর যুগাবতার—

**পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।**
**ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।১৩৫।।**

তথাহি (ভাঃ ১০।৮।১৩)—
সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ যুগাবতার—

**আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।**
**শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।১৩৬।।**

---

করেন, ইন্দ্রজিতের দ্বারা নাগপাশে বদ্ধ হন, ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার অসুরমোহিনী লীলা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তিনি যে অসুরের শস্ত্রাঘাতে মোহপ্রাপ্ত হন, ভিন্নত্বক্ হইয়া রুধির মোক্ষণ করেন, অজ্ঞের ন্যায় অন্যের নিকট জানিবার ইচ্ছা করেন এবং দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন,---ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা অসুরগণের মোহের নিমিত্ত নটের নাট্যাভিনয়ের ন্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন, সুরগণ উহাকে 'অসত্যকুহক' অর্থাৎ মিথ্যা বঞ্চনামাত্র বলিয়াই জানেন। ভগবান্ শ্রীহরির যে প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবাদি-লীলা, তাহা প্রাকৃত-দেহধারী জীবের ন্যায় নহে। পরন্তু তৎসমুদয়---নির্দোষগুণ-সম্পূর্ণ। তদ্ব্যতীত যে অন্যথা দর্শন, তাহাতে দুষ্টগণই, এমন কি, তত্ত্বানভিজ্ঞ সরল সজ্জন ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হন। পরমাত্মা শ্রীহরির এই লীলা---জীবগণের স্ব-স্ব-চিত্তবৃত্তির যোগ্যতানুযায়ি-ফল-প্রাপ্তির নিমিত্তই জানিতে হইবে।

(ঐ মহাভারত-তাৎপর্যে ৩২ অঃ ৩৩-৩৪)---'ভগবান্ হরি যে-যে-আবির্ভাব-কালে ভ্রান্তি বা মায়া প্রদর্শন করেন না, সর্বজীবপ্রভু ঈশ্বর অচ্যুত স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও সেই সেই তিরোভাবেই আবার জীবদেহের ত্যাগানুকরণে অসুরগণকে অন্ধতমো-লোক লাভ করাইবার নিমিত্ত মোহিত করিয়া পরিত্যক্ত মৃতদেহবৎ অপর একটি ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করিয়া উহাকেই পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।'

শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ে 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য' বলিয়া প্রসিদ্ধ তার্কিক-করি-কেশরী শ্রীবাদিরাজস্বামি-কৃত 'যুক্তিমল্লিকা'-গ্রন্থের অন্তর্গত 'শুদ্ধিসৌরভ' নামক অংশে ১৮-৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য এবং ৩৭-৩৯ সংখ্যায় 'চক্ষুর্দ্বারা চন্দনকাষ্ঠ দর্শন করিলে, ইহা সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ' ---চন্দনকাষ্ঠের সম্বন্ধে এই যে সুগন্ধবিষয়ক জ্ঞান, তদ্বিষয়ে চক্ষু নাসিকারই সাহায্য গ্রহণ করে; অন্যথা, পূর্বে নাসিকা-দ্বারা চন্দনকাষ্ঠের সৌরভ অনুভূত না থাকিলে, চক্ষুর্দ্বারা দর্শন-মাত্রেই যেমন উহার সৌরভ-জ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ অন্যান্য প্রমাণগুলিও শ্রৌতার্থ-জ্ঞাপনে শ্রুতিরই সাহায্য গ্রহণ করে; সুতরাং অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধিতে শ্রুতিরই প্রাবল্য বলিয়া অপ্রাকৃত বস্তুবিচার-বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ উপজীব্য-শ্রুতির বিরোধ-নিবন্ধন সার্থ-সাধনে সমর্থ নহে; অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিচার-বিষয়ে অজ্ঞগণের দোষ-দৃষ্টি কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।'

এতদ্ব্যতীত গীতায় ৪।৬, ৯, ১৪; ৭।৬, ৭, ২৪, ২৫; ৯।৮, ৯, ১১, ১২, ১৩; ১০।৩, ৮; ১৬।১৯, ২০ প্রভৃতি শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য।

অতি-অলক্ষিতে,---(ভাঃ ১১।৩১।৮-৯ শ্লোকে) পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি---'দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ।। সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্। গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ।। ---অর্থাৎ

অচিন্ত্যগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশকালে ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, কেহ কেহ বা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। মেঘমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুতের আকাশ-গমন-কালে মানবগণ যেমন উহার গতি লক্ষ্য করিতে পারে না, পরন্তু দেবগণই উহা লক্ষ্য করিতে পারেন, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি-দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ-পরিত্যাগরূপ অন্তর্ধান-গতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, পরন্তু কেবল তদীয় পার্ষদগণই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন।।১০৪।।

প্রাণাধিক পুত্ররত্ন শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহ-শূন্য অবস্থা-স্মরণে শচীদেবী অবর্ণনীয় দুঃখ-সাগরে পতিতা হইয়া পাষাণ-দ্রাবক করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রতিবেশী সজ্জনগণও অত্যন্ত দুঃখভারার্দ্র-হৃদয়ে শ্রদ্ধাভরে লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর অপ্রকট-মহোৎসব-কার্য সম্পন্ন করিলেন।।১০৬-১০৮।।

কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনই কলিযুগ-ধর্ম—

**কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম-সংকীর্তন।**
**চারি-যুগে চারি-ধর্ম জীবের কারণ।।১৩৭।।**

তথাহি (ভাঃ ১২।৩।৫২)—

চতুর্যুগে চতুর্বিধ অভিধেয় ভজন,—সত্যে বিষ্ণুধ্যান, ত্রেতায় বিষ্ণুযজন, দ্বাপরে বিগ্রহার্চন, কলিতে বিষ্ণুনাম-কীর্তন—

**কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।**
**দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।১৩৮।।**

কৃষ্ণনাম-কীর্তনের যুগধর্মত্ব-হেতু কৃষ্ণকীর্তন-বিহীন ধর্ম-যাজনে জীবের উদ্ধার-সম্ভাবনাভাব—

**অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।**
**আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার।।১৩৯।।**

নিরন্তর নামকীর্তনকারীর মহিমা অতীব বেদগুহ্য—

**রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।**
**তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।।১৪০।।**

---

সুরঙ্গ-কম্বল,—অত্যুজ্জ্বল সুন্দর মনোরম রঙ্-এর কম্বল; এস্থলে, রঙ্গীন শাল (?)।।১১১।।

প্রভু পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে অনেকগুলি বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত অনুগমনে একত্র নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।।১১৫।।

সুকৃতি ব্রাহ্মণ,—ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণত্বই বা ব্রহ্মণ্যদেবের জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমস্ত সৎকর্ম-ফলের একমাত্র চরম অবস্থা। সেই ব্রহ্মজ্ঞ যদি ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেবায় মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সৌভাগ্যসীমা অতুলনীয়া। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটিসর্ববেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্রবিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ ব্যক্তিকেই 'সারগ্রাহী' বলা হয়। সারগ্রাহীর বিপরীত ভারবাহী অর্থাৎ যিনি শ্রুতি ও তদনুগ শাস্ত্রের সার আশয় মর্ম বা তাৎপর্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নির্বুদ্ধিতা-বশতঃ বাহ্য-বিচার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তিনি সারগ্রাহী না হইয়া 'ভারবাহী'। অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণকেই ভারবাহী বলা হয়। শুদ্ধভক্ত বা বৈষ্ণবই একমাত্র চতুর ও বুদ্ধিমান্; তিনি বৃথা ভারবাহিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্বশাস্ত্রের যথার্থ গুহ্যতম তাৎপর্যে সম্যক্ অভিজ্ঞ।।১১৬।।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট-বস্তুর লাভ হয়, তাহাকে 'সাধন' বলে। ভক্তি-শাস্ত্রে উহাই অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অভক্তগণের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞানাভাব-বশতঃ নানাপ্রকার অভিনব কল্পনা-মূলে অভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত ও প্রবর্তিত আছে। তপঃ, ইজ্যা, পুরশ্চরণ, ব্রত, স্বাধ্যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি-বায়ু-সংযম-দ্বারা কুম্ভক, পূরক ও রেচকাভ্যাস, নির্বপণ, ত্যাগ, আসন, ত্রিসবন-স্নানাদি, তীর্থ-পর্যটন, চিত্তনিরোধ-চেষ্টা মূলে ধ্যান-ধারণা এবং কর্মপর অর্চন প্রভৃতি নানা পন্থা সাধারণতঃ দৈব-মায়া-মোহিত ভারবাহি-জনগণ-কর্তৃক সাধনরূপে নির্ণীত হয়। তাদৃশ সাধনগুলি—জীব ছলনারই প্রকারান্তর-মাত্র। বস্তুতঃ একমাত্র বৈষ্ণবই প্রকৃত শুদ্ধসাধন ও সাধ্য-তত্ত্ব নিরূপণ ও বিচার করিতে সমর্থ। আর বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্যক্তি সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে তাহার পথ-ভ্রষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, তারতম্য-বিচারে দেখা যায় যে, মনোধর্মের সাহায্যে সাধনতত্ত্ব-নিরূপণ-চেষ্টা বদ্ধ-জীবের ভ্রম, প্রমাদ ও বিঘ্ন আনয়ন করে এবং নিত্যসত্য বাস্তব সাধ্যতত্ত্বে উপনীত হইতে দেয় না।

সাধ্য-বিচারে মুমুক্ষু-সম্প্রদায় ত্রিবিধ আত্যন্তিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভকেই সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিতে গিয়া ভ্রান্ত হন। বুভুক্ষু-সম্প্রদায় ইহামুত্র ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'সাধ্য' এবং মুমুক্ষুগণ নির্ভেদব্রহ্মসাযুজ্যকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহাদের বিচার-ধারণার মূলে কেবলমাত্র ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। শাস্ত্রের সারগ্রাহী ভগবদ্ভক্তগণ বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের বিচার অবলম্বন না করিয়া সাধ্য বিচারে 'ভগবৎপ্রেমা'কেই লক্ষ্য করেন। তাঁহারা স্বর্গসুখ বা নির্ভেদ-ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ ভাবদ্বয়কে 'কৈতব' বলিয়াই জানেন। তাৎকালিক বঙ্গদেশে অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নানা-সম্প্রদায়-ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানিগণ প্রকৃত শুদ্ধসাধ্যসাধনতত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকায় শ্রুতি ও তদনুগশাস্ত্রের সারগ্রহণে পরম-যোগ্যতা-বিশিষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শুশ্রূষু সুকৃত ব্রাহ্মণ তপন মিশ্র তাঁহাদের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও কাহারও নিকট কোনও সদুত্তর লাভ করেন নাই।১১৭।।

কলিতে কৃষ্ণনাম-কীর্তন-ভজন ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের অকর্মণ্যতা, তাদৃশ কৃষ্ণভজনকারীর সৌভাগ্য—

**শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।**
**যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য।।১৪১।।**

কাপট্য-নাট্য পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণভজনার্থ উপদেশ—

**অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।**
**কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া।।১৪২।।**

সোয়াস্তি, (সংস্কৃত 'স্বস্তি'-শব্দের অপভ্রংশ), চিত্তের স্থিরতা শান্তি।

অহর্নিশ অভীষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করিয়াও তাঁহার চিত্তে শান্তিলাভ ঘটে নাই। ভক্তিশাস্ত্রে চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধন-অঙ্গের বিষয় বর্ণিত আছে। আবার, সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচপ্রকার সাধনাঙ্গেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ। ভক্তির কোন অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না,—যে কাল-পর্যন্ত না এবং যদি না, শ্রীনামকীর্তনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সাধন-ব্যতীত চিত্তে কখনও শান্তিলাভ ঘটে না,—একথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণ-প্রীতিমূলক শ্রীনাম-কীর্তনই একমাত্র সাধন এবং তদ্দ্বারা একমাত্র সাধ্য কৃষ্ণ-প্রেমার লাভ না হওয়া পর্যন্ত সাধনে সিদ্ধি-লাভ দুরূহ ও তাহা অসম্পূর্ণ মাত্র।।১১৮।।

বেদ-গোপ্য,—সর্বসাধারণ-লোকের নিকট বেদ-শাস্ত্রের গুপ্তরহস্য কখনও প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যিনি—প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রৌত-পন্থী অর্থাৎ আচার্যবান্ পুরুষ তাঁহার হৃদয়েই বেদের নিগূঢ় সত্যার্থ প্রকাশমান হয়। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে সাধারণভাবে যে-সকল কথা ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায় বুঝিয়া থাকেন, উহা বেদের বাহ্যার্থ মাত্র; বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির আশ্রিত প্রকৃত শ্রৌতপন্থী বেদ-পাঠীর উহা জ্ঞেয় বিষয় নহে।।১২৪।।

অহো ভাগ্য মানি',—স্বীয় অসামান্য সৌভাগ্য বুঝিয়া।।১২৬।।

অখণ্ড সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিরই জন্ম-জন্মান্তরীণ পুঞ্জ-পুঞ্জ-সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। সর্বভাবে জীবের তাহাই একমাত্র প্রয়োজন। সর্বথা-শব্দে—সর্বপ্রকারে; পাঠান্তরে, 'সর্বদা'-শব্দে—সর্বসিদ্ধি অভীষ্ট পরমার্থপ্রদ।।১৩২।।

প্রভুর সেবন—অত্যন্ত দুরধিগম্য ব্যাপার। আদৌ 'কে প্রভু কাহারা তাঁহার দাস ?'—এই সমস্ত বিচারে অনেক সময় সংসারি-জীবের ভ্রম হয়। মায়াবদ্ধ জীব সর্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার আশা করেন। তদ্বিপরীত ভাব অর্থাৎ নিষ্কপট দৈন্য ও প্রপত্তির ভাব যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনিই ধন্য। তাদৃশ সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বা অপরের নিকট হইতে পূজা-গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইহ জগতে শুদ্ধভক্তিহীন অনর্থযুক্ত জীব সর্বদা অন্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে। কালে-কালে মায়াবদ্ধ দীন-জীবগণকে অনর্থাধিক্য হইতে মোচন করিবার জন্য এইসকল ভাগবত-কথা আলোচনা-মুখে ভগবান্ ও ভক্তগণ প্রচার করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা যুগোচিত ধর্ম সংস্থাপিত হয়। সাধারণতঃ কাল চারিভাগে বিভক্ত—কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। আদিমকালে যখন জীবের চিত্তে সরলতার অভাব ছিল না, সেইকালে জীব-হৃদয়ে ভগবদ্ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল এবং তাহাই কৃতযুগ বলিয়া কথিত হইত। পরে যজ্ঞ-বিধির দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনাই যুগ-ধর্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল। এই কালে ত্রিপাদ ধর্মের অধিষ্ঠান থাকায় উহা ত্রেতাযুগ বলিয়া সংজ্ঞিত হইত। ধর্মের অর্ধাবসানে যুগ-ধর্ম অর্চ্যবিষ্ণুর অর্চন-মূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন দ্বিপাদ-ধর্মের অধিষ্ঠান-হেতু উহা দ্বাপরযুগ-নামে অভিহিত হইত। তৎপর ক্রমশঃ দ্বিপাদ-ধর্ম ক্ষীণ হইয়া কলির প্রারম্ভে একপাদমাত্র অবশিষ্ট হইল। কলিযুগে যখন একপাদ ধর্মও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন শ্রীনাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন প্রণালীর অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। নাম-সঙ্কীর্তনই কলিযুগের ধর্ম। যে স্থানে কৃষ্ণ-নাম-কথা-প্রচারের অভাব, সেই স্থানেই প্রচার-রহিত নির্জন-ভজন-মুখে অর্চনাদি, বাহ্যানুষ্ঠানমুখে যজ্ঞবিধি এবং পুনরায় নির্জন-ভজন-চেষ্টা-মূলে ধ্যান-স্মরণাদির প্রক্রিয়া। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাগ্‌যুগত্রয়ের সাধন-প্রণালী-ত্রয় অপেক্ষা নাম-সংকীর্তনেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা কৃষ্ণ-সংকীর্তনের মহিমা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারিত নাই জানিতে হইবে।।১৩৩।।

আদি, ২য় অঃ, ১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব।।১৩৫।।

কৃষ্ণনামই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—

**সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।**
**হরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল।।১৪৩।।**

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।১৪৪।।**

অথ মহামন্ত্র—

**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
**হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।১৪৫।।**
**এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।**
**ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র।।১৪৬।।**

হরিনাম-মহামন্ত্র-কীর্তনরূপ অভিধেয় বা সাধনাঙ্গের অনুশীলন দ্বারাই রতি বা ভাব ও প্রেমরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির উদয়—

**সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।**
**সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে।।"১৪৭।।**

প্রভুর স্বমুখে উপদেশামৃত-পানে মিশ্রের বারম্বার প্রণাম—

**প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি' বিপ্রবর।**
**পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর।।১৪৮।।**

প্রভুর সঙ্গে অবস্থান-প্রার্থনা-ফলে মিশ্রকে প্রভুর কাশীতে প্রেরণ—

**মিশ্র কহে,—"আজ্ঞা হয়, আমি সঙ্গে আসি।"**
**প্রভু কহে,—"তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী।।১৪৯।।**

---

যদুগণের পুরোহিত মহর্ষি গর্গ বসুদেব-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে নন্দালয়ে আগমনপূর্বক নন্দের নিকট সৎকার-লাভানন্তর তদীয় প্রার্থনা ও স্বীয় ইচ্ছার পূরণার্থ গোপনে রাম ও কৃষ্ণ, উভয়ের নামকরণাদি দ্বিজাতি-সংস্কার প্রদান করিয়া, উভয়ের তত্ত্ব-কীর্তন-মুখে প্রথমতঃ বলরামের নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করিবার পর কৃষ্ণের নামকরণের হেতু বর্ণন করিতেছেন,—

**অন্বয়।** অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ (শ্রীমূর্ত্যবতারান্) গৃহ্নতঃ (স্বীকুর্বতঃ প্রকটয়তঃ বা) অস্য (তব নন্দনস্য) হি (নিশ্চয়ে) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (ইতি) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ (রূপত্রয়-বিশিষ্টাঃ অবতারাঃ) আসন্ (অভবন্), ইদানীং (দ্বাপর-শেষাংশে) কৃষ্ণতাং (কৃষ্ণবর্ণত্বং) গতঃ (প্রাপ্তঃ, অতঃ অদ্য কৃষ্ণ ইতি অস্য নাম স্যাৎ)। অথবা,

অনুযুগং (প্রতিযুগং) তনূঃ গৃহ্নতঃ (প্রাদুর্ভবতঃ) অস্য (তব পুত্রস্য) হি (যদ্যপি) ত্রয় (কৃষ্ণাৎ অন্যে শুক্লাদয়ঃ ত্রয়) বর্ণাঃ (রূপাণি) আসন্ (অভবন্, তথাপি) ইদানীং (এতৎ-প্রাদুর্ভাববতি দ্বাপরান্তে) শুক্লঃ রক্তঃ তথা প্রীতঃ (এতদ্রূপাঃ সর্বযুগাবতারাঃ, তদুপলক্ষণে তু, অন্যে সর্বে প্রাভব-বৈভব-প্রকাশ-বিলাস-স্বাংশ-তদেকাত্ম-পুরুষ-যুগ-মন্বন্তরাবতারাদি-বিষ্ণুরূপাঃ অপি) কৃষ্ণতাং গতঃ (এতস্মিন্ কৃষ্ণে অন্তর্ভূতঃ, অতঃ সর্বাবতারী কৃষ্ণোঽয়ং স্বয়ংরূপ পূর্ণতমঃ পরমেশ্বরঃ সর্বকারণ-কারণম্ ইতি নিষ্কর্ষঃ।।১৩৬।।

**অনুবাদ।** হে নন্দ! তোমার এই পুত্র যুগে যুগে শ্রীমূর্তি প্রকটনপূর্বক শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই বর্ণত্রয় ধারণ করিয়াছেন; অধুনা এই দ্বাপর-যুগের শেষাংশে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন (অতএব ইঁহার কৃষ্ণনামকরণ সম্পাদিত হউক); অথবা, প্রতিযুগে অবতরণকারী তোমার এই পুত্রের পূর্বে যদিও শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ এবং অন্যান্য দ্বাপরযুগে শুকপক্ষীর ন্যায় বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল তথাপি সেই শুক্ল, রক্ত, পীত এবং তদুপলক্ষণে অন্য যাবতীয় প্রাভব বৈভব-প্রকাশ-বিলাস স্বাংশ-তদেকাত্ম-যুগ-মন্বন্তরাদি সমস্ত অবতারই সম্প্রতি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারী স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব ভগবান্।।১৩৬।।

'এইভাবে ক্রমশঃ ভগবজ্জন্ম-বৃত্তান্ত-বর্ণনাকাঙ্ক্ষায় কিংবা শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যাদি বর্তমান বক্তব্য-বিষয়ের বিস্তারাভিপ্রায়ে সূচী-কটাহ-ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ পূর্বে অল্পতর আয়াস-সাধ্য বিষয়-সম্পাদনের পর অধিকতর আয়াস-সাধ্য বিষয় সম্পাদন কর্তব্য,—এই রীত্যনুসারে) বলরামের নামকরণাদি বর্ণন করিবার পর এক্ষণে "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ"—কৃষ্ণনামের এই নিরুক্তি সঙ্গোপনপূর্বক কৃষ্ণের সুচারু শ্যামবর্ণ নিবন্ধন পরমসৌন্দর্য বর্ণন করিবার আকাঙ্ক্ষায় 'কৃষ্ণ' এই নামটি প্রকাশ করিতে গিয়া বর্তমান শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। সত্য-ত্রেতাদি তিনযুগে শ্রীমূর্তি-প্রকটকারী (তোমার) এই তনয়ের ক্রমশঃ শুক্লাদি তিনটী বর্ণ (প্রকটিত) হইয়াছিল। হি-শব্দে নিশ্চয় অথবা প্রসিদ্ধি। পূর্বের ন্যায় এই কলির প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া প্রকট হইলেন। তত্ত্বদৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া রূপ ও রূপীর সম্পূর্ণ অভেদ-নিবন্ধন নিত্যত্বসত্ত্বেও কৃষ্ণবর্ণের সংগোপন করিবার

পরে কাশীতে সাক্ষাৎকার ও তত্ত্বোপদেশ-প্রদানাঙ্গীকার—

**তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।**
**কহিমু সকলতত্ত্ব সাধ্য-সাধন।।''১৫০।।**

প্রভুর আলিঙ্গন ও মিশ্রের পুলক—

**এত বলি' প্রভু তাঁরে দিলা আলিঙ্গন।**
**প্রেমে পুলকিত-অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ।।১৫১।।**

---

নিমিত্ত ঐরূপ কথিত হইল; অন্যথা নিত্য শ্যামসুন্দর বলিয়া 'ইনি---সুপ্রসিদ্ধ সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ' এইরূপ জ্ঞানের সম্ভাবনা ঘটে।'

অথবা, এই শ্লোকের এইরূপ অর্থও হইতে পারে---

'বারংবার মূর্তিগ্রহণকারী (তোমার এই তনয়ের শুক্লাদি তিনটী বর্ণই (প্রকটিত) ছিল; ইদানীং তোমার পুত্রস্বরূপে ইনি জগন্মনোহর শ্যামবর্ণ হইলেন' ইত্যাদি বাক্য শ্রীনন্দমহারাজের সন্তোষের নিমিত্তই কথিত হইয়াছে। এইভাবে বিভিন্ন অবতারাবলীর নাম ও রূপের বৈচিত্র্য-নিবন্ধন ইনি 'কৃষ্ণ'-নামে প্রকট হইয়াছেন,---এইরূপ অর্থও দ্রষ্টব্য।'---শ্রীসনাতনপ্রভু-কৃত 'বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী'।

প্রতিযুগে এই বালকরূপী ভগবানের তিনটী বর্ণ প্রকটিত ছিল; যথা---শুক্ল, রক্ত ইত্যাদি। কিন্তু ইদানীং তনুগ্রহণসূত্রে (অর্থাৎ অবতারপ্রকটনসূত্রে) তোমার পুত্রত্ববিষয়ে তিনিই কৃষ্ণত্ব বা সাক্ষান্নারায়ণত্ব অর্থাৎ রূপগুণাদির দ্বারা তাঁহার তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরবর্তী ১৯শ শ্লোকেও ''ইনি গুণে নারায়ণের সমান'' এইরূপ ভাবে উপসংহার করা হইবে। এইরূপে সেই সেই উপাসনা-প্রভাবরূপ পূর্বাচার কথিত হইল। অতএব (এই মাধুর্যবিগ্রহের) পরমোৎকর্ষরূপ নিত্যাধিষ্ঠান-নিবন্ধন 'কৃষ্ণ' এই মুখ্যনামই জানিতে হইবে,---ইহাই ভাবার্থ।'---('ক্রমসন্দর্ভ')।

'এইভাবে ক্রমশঃ ভগবানের জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীবলদেবের নামসমূহ ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ প্রকাশ করিতে গিয়া বর্তমান-শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। যুগে যুগে বার বার তনুগ্রহণকারী এই বালকরূপী ভগবানের শুক্লাদি তিনটী বর্ণ (প্রকটিত) ছিল। ইদানীং তোমার পুত্র-স্বরূপে ইনি জগন্মোহন শ্যাম-বর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। বক্তব্য এই যে, 'তনুগ্রহণ' এই স্বতন্ত্র-ভাবের উক্তি-নিবন্ধন উহা যোগ-প্রভাবের ন্যায় কথিত হইয়াছে। সেস্থলে শুক্লাদি-রূপ-গ্রহণ-দ্বারা শ্রীনারায়ণ-স্বভাবের অভিব্যক্তি-নিবন্ধন তাঁহারই উপাসনা-যোগ পর্যবসিত হইয়াছে। সেই নারায়ণের অংশভূত পূর্ব পূর্ব শুক্লাদি-অবতারের উপাসনা-দ্বারা সেই সেই অবতারের সাম্যাদি-প্রাপ্তি-নিবন্ধন শুক্লতাদি-প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ-রূপে প্রসিদ্ধ সাক্ষাৎ-নারায়ণের উপাসনা-দ্বারা তাঁহার সাম্য-প্রাপ্তি-নিবন্ধন কৃষ্ণবর্ণেরই প্রাপ্তি ঘটে; পরবর্তী ১৯শ শ্লোকেও বলা হইবে যে, ''ইনি গুণে নারায়ণের সমান।'' এইরূপে পূর্বাচার কথিত হইল এবং পরম-ভাগবত শ্রীনন্দকেও সন্তুষ্ট করা হইল।

এইরূপ পরমোৎকর্ষপ্রাপ্তি-দ্বারা স্বরূপনিষ্ঠত্ব-নিবন্ধন তাঁহার 'কৃষ্ণ' এই নামটীকেই 'মুখ্য' জানিতে হইবে। অতএব (কেবল 'রূপে' নহে,) নামেও যে ইনি কৃষ্ণতা লাভ করিলেন, এইরূপ অর্থও জ্ঞাতব্য,---ইহাই অভিপ্রায়। যুগে যুগে তনুগ্রহণকারী ভগবানের তিনটী বর্ণ প্রকট হইয়াছিল। তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ অবতার, রক্তবর্ণ অবতার, পীতবর্ণ অবতার এবং এই উপলক্ষণে বর্ণান্তরবিশিষ্ট অবতারগণ (অর্থাৎ অন্যান্য দ্বাপরযুগীয় শুকপক্ষ-বর্ণ অবতারও), সকলেই সম্প্রতি এই বালকরূপী ভগবানের আবির্ভাব-সময়ে এই কৃষ্ণবর্ণের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত হইলেন। সমস্ত অংশ গ্রহণপূর্বক স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ায়, স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ অর্থাৎ নিজের সমস্ত অংশকে কৃষ্ণবর্ণীকরণ-নিবন্ধন এবং সকলকে আকর্ষণ করায়, তাঁহার 'কৃষ্ণ' এই নামটীই মুখ্য। অতএব 'কৃষির্ভূবাচকঃ'---কৃষ্ণ-শব্দের এই নিরুক্তিটীতেও বৃহত্তমানন্দে সকল-বস্তুই অন্তর্ভূত বলিয়া সমস্তই পূর্বোক্ত অর্থের অন্তর্গত হইতেছে। অতএব তাঁহার এই মহানামটী স্বাভাবিক। প্রণবের অভ্যন্তরে বেদসমূহের ন্যায় কৃষ্ণনামের অভ্যন্তরেও অন্য সমস্ত বিষ্ণুনাম এবং কৃষ্ণরূপের অভ্যন্তরেও সমস্ত বিষ্ণুরূপই অন্তর্ভুক্ত। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে, যেহেতু বিষ্ণুতত্ত্বের অন্য নাম-সমূহ---এই বিশেষ্যরূপ কৃষ্ণ-নামেরই বিশেষণ-স্বরূপ। প্রভাসখণ্ডেও---'মধুর হইতে মধুর, নিখিল মঙ্গলসমূহের মধ্যে একমাত্র মঙ্গল' ইত্যাদি যে শ্লোকটী আছে, তাহার সর্বশেষে 'কৃষ্ণনাম' এই শব্দটী বর্তমান। অন্যত্রও---''হে পরন্তপ, সমস্ত বিষ্ণুনামের মধ্যে আমার 'কৃষ্ণ' এই নামটীই মুখ্য। অতএব এই কৃষ্ণনামের প্রথম অক্ষরটীও 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ।'' (---শ্রীজীব-প্রভুকৃত 'লঘুতোষণী')।।১৩৬।।

গৌর-নারায়ণের আলিঙ্গন-স্পর্শে মিশ্রের পরমানন্দ-লাভ—

**পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।**
**পরানন্দ-সুখ পাইলা ব্রাহ্মণ তখন।।১৫২।।**

বিদায়-কালে প্রভুকে একান্তে পূর্বদৃষ্ট স্বপ্নকথা-বর্ণন—

**বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।**
**সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া।।১৫৩।।**

'কলির মহা-দোষগুলি কি-উপায়ে ভগবান্ বিনাশ করিয়া থাকেন?'—পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব কলির মহা-দোষ-সত্ত্বেও এই একটীমাত্র মহাগুণের কথা বর্ণন করিতেছেন,—

**অন্বয়।** কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং (সর্বেশ্বরেশ্বরং পরংব্রহ্ম) ধ্যায়তঃ (ধ্যানকারিণঃ জনস্য) ত্রেতায়াং (ত্রেতা-যুগে তমেব বিষ্ণুং) মখৈঃ (যজ্ঞৈঃ) যজতঃ (যজনকারিণঃ জনস্য) দ্বাপরে (দ্বাপরযুগে চ তস্যৈব বিষ্ণোঃ) পরিচর্যায়াং (অর্চনে) যৎ (ফলং লভ্যতে ইতি শেষঃ,) কলৌ (কলিযুগে) হরিকীর্তনাৎ (তস্যৈব হরেঃ নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্তনাৎ এব) তৎ (সর্বং লব্ধং ভবতি ইতি শেষঃ, নান্যস্মিন্ যুগে; উক্তঞ্চ—"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্।।" ইতি)।।১৩৮।।

**অনুবাদ।** সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানকারি-ব্যক্তির ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর যজনকারীর এবং দ্বাপর-যুগে বিষ্ণুর অর্চনে যে হরিতোষণরূপ ফললাভ হয়, কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরির কীর্তনপ্রভাবে সেই সমস্ত ফল লাভ হয়।।১৩৮।।

যুগ-চতুষ্টয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় কীর্তিত হইয়াছে। কলিযুগের সাধন বর্ণনায় কৃষ্ণনাম-যজ্ঞেরই উৎকর্ষ প্রদর্শিত হওয়ায় অর্চন, যজ্ঞ ও ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা জীবের চরম সাধ্য-বস্তু বা প্রয়োজন-লাভ ঘটে না। নির্বোধ লোকসকল কৃষ্ণ-কীর্তন পরিহার করিয়া বৈতানিক মহা-কর্মকাণ্ড বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান-কাণ্ডাদি ইতর-পন্থা গ্রহণ করে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের কখনই স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অথবা ভববন্ধ হইতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।।১৩৯।।

যাঁহারা প্রপঞ্চে ভগবত্তোষণ-মূলে সকল কার্য করিবার কালে ভগবানের নাম অনুক্ষণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য ভগবৎস্মৃতি-পরায়ণ মুক্তপুরুষ বলিয়া বেদশাস্ত্র গান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়লোক সেই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া বলেন যে, বেদ কখনও তাঁহাদের সম্বন্ধে গান করেন না, অতএব তাঁহাদের ঐরূপ অনুক্ষণ শ্রীনাম-কীর্তন-বিচার গ্রহণীয় নহে। তাঁহাদিগের অজ্ঞানতিমিরান্ধ-চক্ষুর উন্মীলনের জন্য পরমকরুণ গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, ভগবন্নামকীর্তনকারীর অপ্রাকৃত প্রকৃত-মাহাত্ম্য বেদও গান করিতে সম্যক্ অসমর্থ। তাৎপর্য এই যে, সাধারণ প্রাকৃত-লোকের অক্ষজ-জ্ঞানের অতীত বলিয়া বেদ ভগবন্নামকীর্তনকারীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। সুতরাং সাধারণ নির্বোধ লোকগণের অক্ষজধারণার উপযোগি বিষয়ই বেদে গীত হইয়াছে বলিতে গেলে তাঁহারা ঐ নামকীর্তনকারীর গুণরাশিকে বেদাতীত অসামান্য ব্যাপার বা তদূর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। সাধারণতঃ বিধি-নিষেধের দ্বারা কর্মফল-বাধ্য জীবকে সৎপথে আনয়নই বেদের বাহ্য তাৎপর্য। যাঁহারা সর্বক্ষণ ভগবৎশ্রবণকীর্তনস্মরণাদিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট বেদের প্রতিপাদিত ও নিষিদ্ধ ব্যাপার কিছুই নাই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার বৃত্তি অবস্থিত। শ্রীভগবন্নাম সাক্ষাদ্ বৈকুণ্ঠ বস্তু। উহা জড় জগতের কোন জীবভোগ্য দ্রব্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংজ্ঞা বা শব্দ নহে। অতএব যিনি চিৎ ও অচিৎ এই উভয় জগতের একমাত্র আরাধ্য শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম-মুক্ত পুরুষ; লৌকিক-পরিমাণ-দ্বারা তাঁহার পরিমিতি-চেষ্টা নিতান্ত অসম্ভব।।১৪০।।

জ্ঞান-কর্মাদি প্রাকৃত অভিধেয় ব্যতীতও সত্য-যুগের ধ্যান, ত্রেতাযুগের যজ্ঞ ও দ্বাপরযুগের অর্চনাদি অভিধেয়-সমূহের অনুশীলনে সুফল প্রসব করিবার পক্ষে কলিযুগে বহু অন্তরায় বর্তমান। অতএব অভিন্ন কৃষ্ণ শ্রীনামের আশ্রয়ে যিনি নিরন্তর হরিভজন করেন, তাঁহার ন্যায় মহাভাগ্যবান্ আর কেহই নাই।।১৪১।।

হে তপন মিশ্র, তুমি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া কৃষ্ণের সেবা কর। কু-শব্দে নিষিদ্ধাচার, না-শব্দেও তাহাই। কাপট্য-নাট্যও কুটিনাটি-নামে অভিহিত অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্বর্গরূপ কৈতবচতুষ্টয়কে অর্থ বা প্রয়োজন-জ্ঞানে যে-সমুদয় সাধন কল্পিত হয়, উহাদিগের অনুশীলন করিবার দুর্বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কৃষ্ণনাম আশ্রয় করিলেই কৃষ্ণের প্রীতি উৎপন্ন হয়। অন্যাভিলাষী, কর্মী, যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতি কেহই কৃষ্ণপ্রীতির জন্য যত্ন করে না; তাহারা নিজ-নিজ-

প্রভু-কর্তৃক মিশ্রকে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে নিষেধাজ্ঞা—

**শুনি' প্রভু কহে,—"সত্য যে হয় উচিত।**
**আর কা'রে না কহিবা এ-সব চরিত।।"১৫৪।।**

ছন্নাবতারী প্রভুর মিশ্রকে পুনঃ নিষেধাদেশ—

**পুনঃ নিষেধিলা প্রভু সযত্ন করিয়া।**
**হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ-লগ্ন পাঞা।।১৫৫।।**

প্রভুর পূর্ববঙ্গ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন—

**হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি'।**
**নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।১৫৬।।**

প্রচুর অর্থানুকূল্য-সহ প্রভুর সন্ধ্যায় স্বগৃহে আগমন—

**ব্যবহারে অর্থ-বৃত্তি অনেক লইয়া।**
**সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা গিয়া।।১৫৭।।**

মাতৃ-চরণে প্রভুর প্রণাম ও অর্থাদি-প্রদান—

**দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী-চরণে।**
**অর্থ-বৃত্তি সকল দিলেন তা'ন স্থানে।।১৫৮।।**

তৎক্ষণাৎ গঙ্গাস্নানার্থ সশিষ্য প্রভুর গমন—

**সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।**
**চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে।।১৫৯।।**

---

তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য ব্যস্ত থাকে, তদ্দ্বারা তাহাদের কোন নিত্য বাস্তব মঙ্গল লাভ হয় না। ঐ সকল ফল্গু-বাসনা প্রবল থাকিলে কৃষ্ণনামে রুচির উদয় হয় না।।১৪২।।

কৃষ্ণপ্রেমাই সাধ্য এবং কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তনই সাধন। এতৎ সম্পর্কে যতপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, তাহার সমস্ত মীমাংসা একমাত্র কৃষ্ণনামেই পাওয়া যাইবে। অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি যাবতীয় তুচ্ছ-বাসনার অপ্রয়োজনীয়তা একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রিত ব্যক্তিরই কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন-প্রভাবে উপলব্ধি হয়।।১৪৩।।

**অন্বয়।** হরেঃ নাম, হরেঃ নাম, হরেঃ নাম (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নাম-কীর্তনম্) এব কেবলম্ (অন্যসর্ববিধসাধনাপেক্ষাশূন্যং স্বরাড়্রূপতয়া স্বয়মেব সাধ্যং সাধনাঞ্চ, অতঃ উভয়বিধস্বরূপম্ ইতি বেদ-বেদানুগ-সর্বশাস্ত্রৈঃ বিনির্ণীতম্)। কলৌ (বিশেষতঃ কলিযুগে তু) অন্যথা (অন্যবিধা) গতিঃ (প্রয়োজনরূপস্য ভগবৎপ্রেম্নঃ সাধনপ্রণালী) নাস্তি এব, নাস্তি এব, নাস্তি এব (কুত্র কাপি ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ)।।১৪৪।।

**অনুবাদ।** কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই সার। কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই-ই, নাই-ই, নাই-ই।।১৪৪।।

এই শ্লোকের বিষয় যে বত্রিশ-অক্ষরাত্মক ষোলটী নাম, তাহা সমস্তই সম্বোধনের পদ; —ইহাই মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানমতে এই মহামন্ত্রের উচ্চ কীর্তন এবং জপ, উভয়বিধ অনুশীলনই বিহিত। যিনি এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, তাহারই হৃদয়ে উচ্চকীর্তনপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রীতি-বাসনাঙ্কুর উদ্গত হয় এবং ক্রমশঃ শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় তিনি অচিরেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে পারদর্শী হন। 'ছড়ানাম' বা কল্পিত রসাভাস-দুষ্ট নামাপরাধের চিৎকার, অথবা মহামন্ত্রকে কেবল জপ্য-জ্ঞানে উচ্চকীর্তনবিরোধী হইলে, তাহা কৃষ্ণ-প্রেমের পরিবর্তে অপরাধই উৎপাদন করে। যাহারা এরূপ অপরাধ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহাদের হৃদয়ে কোনদিন সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয় না। এইসকল গুরুদ্রোহী অপরাধিগণ মায়া-শৃঙ্খলে ওতপ্রোতভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিতে করিতে মঙ্গললাভের পরিবর্তে চিরতরে নিরয়গামী হয়।।১৪৬।।

তপন মিশ্র প্রভুর সঙ্গে শ্রীমায়াপুরে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে প্রভু তত্ত্ব-বিরোধপূর্ণ বারাণসীধামে যাইতে আদেশ করিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, বারাণসীতে জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রিত ভগবন্নাম-কীর্তন-বিরোধী বহুসংখ্যক মায়াবাদীর বাস ছিল। তপন মিশ্র তথায় গিয়া পরবর্তিকালে প্রভুর নিকট নিত্যসাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শ্রবণার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ফলে প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ মীমাংসা-বাণীর শ্রবণ-প্রভাবে মুমুক্ষুগণের মুমুক্ষা হইতে পরিত্রাণ ও নিষ্কপটে ভগবদ্ভজনে সুযোগ লাভ ঘটিবে জানিয়াই নিজ ভক্ত তপন মিশ্রকে কাশীবাসের নিমিত্ত প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা-প্রদান।।১৪৯।।

তপন মিশ্রের সহিত কথোপকথনান্তে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রভুর নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রার শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে প্রভু হর্ষভরে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া স্বগৃহে পুনর্যাত্রা করিলেন।।১৫৫।।

পুত্রবধূ-বিরহ-কাতরতা-সত্ত্বেও শচীর রন্ধনোদ্‌যোগ—

**সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।**
**অন্তরে দুঃখিতা, লঞা সর্ব-পরিজন।।১৬০।।**

সশিষ্য প্রভুর গঙ্গা-প্রণাম—

**শিক্ষাগুরু প্রভু সর্বগণের সহিতে।**
**গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহুমতে।।১৬১।।**

গঙ্গা-স্নানান্তে প্রভুর গৃহে প্রত্যাগমন—

**কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি' জলখেলা।**
**স্নান করি' গঙ্গা দেখি' গৃহেতে আইলা।।১৬২।।**

সায়ংকৃত্য-সমাপনান্তে প্রভুর ভোজন—

**তবে প্রভু যথোচিত নিত্যকর্ম করি'।**
**ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।১৬৩।।**

ভোজনান্তে বিষ্ণুমন্দিরে প্রভুর উপবেশন—

**সন্তোষে বৈকুণ্ঠনাথ ভোজন করিয়া।**
**বিষ্ণুগৃহদ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া।।১৬৪।।**

বহুদিন পরে আত্মীয়-স্বজনগণের নিমাইকে পরিবেষ্টন—

**তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।**
**সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারিভিতে।।১৬৫।।**

পূর্ববঙ্গে স্ফূর্তিলীলার ন্যায় প্রভুর সহর্ষে আলাপ—

**সবার সহিত প্রভু হাস্য-কথা-রঙ্গে।**
**কহিলেন যেমত আছিলা বঙ্গে রঙ্গে।।১৬৬।।**

প্রভু-কর্তৃক পূর্ববঙ্গবাসীর কথা ও সুরের রহস্যপূর্বক অনুকরণ—

**বঙ্গদেশী-বাক্য অনুকরণ করিয়া।**
**বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া-হাসিয়া।।১৬৭।।**

আনন্দ মধ্যে নিরানন্দোদয়-সম্ভাবনা-ভয়ে প্রভু-সকাশে সকলের লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব-কথা-গোপন—

**দুঃখরস হইবেক জানি' আপ্তগণ।**
**লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন।।১৬৮।।**

আত্মীয়-স্বজনগণের স্ব-স্ব-গৃহে গমন—

**কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।**
**বিদায় হইয়া গেল, যা'র যে ভবন।।১৬৯।।**

গৌর-নারায়ণের তাম্বূল-ভোজনমুখে কৌতুক-রহস্যালাপ—

**বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল চর্বণ।**
**নানা-হাস্য-পরিহাস করেন কথন।।১৭০।।**

বধূ-বিরহ-কাতরা শচীর পুত্রবধূ-বিয়োগ-দুঃসংবাদে পুত্রের মনঃকষ্ট-ভয়ে দূরে অবস্থান—

**শচী-দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই' ঘরে।**
**কাছে না আইসেন পুত্রের গোচরে।।১৭১।।**

মাতার অদর্শন-লাভে প্রভুর স্বয়ং মাতৃসমীপে গমন—

**আপনি চলিলা প্রভু জননী-সম্মুখে।**
**দুঃখিত-বদনা প্রভু জননীরে দেখে।।১৭২।।**

---

ব্যবহারে,—লৌকিক রীতি বা আচারের অনুকরণে।

সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময়স্বরূপ অসামান্য অর্থ ও পূজা-প্রতিষ্ঠা-সম্মানাদি সংগ্রহ করিয়া প্রভু যখন নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যার প্রারম্ভ। এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, যে-দিন তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে শুভক্ষণে বাহির হইয়াছিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীমায়াপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে কয়েকদিবস প্রভুর পথে অতিবাহিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

'বৃত্তি' (বিত্ত?)-শব্দে অর্থ-দ্রবিণাদি বুঝিতে হইবে। (পূর্ববর্তী ১১১-১১২ সংখ্যা)—''সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন। সুরঙ্গ কম্বল, বহুপ্রকার বসন।। উত্তমপদার্থ যার যত ছিল ঘরে। সবেই সন্তোষে আনি' দিলেন প্রভুরে।।'' এই সমস্ত দ্রব্যই প্রভু সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া শচীমাতাকে অর্পণ করিলেন।।১৫৭।।

যথোচিত নিত্যকর্ম,—সাধারণতঃ কর্মকাণ্ডিগণ যাহাকে 'নিত্যকর্ম' বলেন, তদ্দ্বারা ঐহিক ও আমুত্রিক ফল লাভ ঘটে। কিন্তু জীবের চিত্তে কর্মকাণ্ডের প্রতি অনিত্যবোধ উদয় করাইবার নিমিত্ত প্রভুর প্রচার লীলায় যে ঔচিত্য বিধান করিয়াছেন, তাহাই 'যথোচিত নিত্য কর্ম'।।১৬৩।।

মধুরবাক্যে প্রভুর মাতৃ-দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা—

**জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন।**
**"দুঃখিতা তোমারে, মাতা, দেখি কি-কারণ?১৭৩।।**

দূরভ্রমণ-জনিত স্বীয় শ্রমাপনোদন-বিষয়ে উদাসীনা মাতাকে স্নেহভরে অনুযোগ—

**কুশলে আইনু আমি দূর-দেশ হৈতে।**
**কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল-মতে।।১৭৪।।**

শচীমাতার ক্ষুণ্ণানন দর্শনে নিমাইর তৎকারণ-জিজ্ঞাসা—

**আর তোমা' দেখি, অতি-দুঃখিত-বদন।**
**সত্য কহ দেখি, মাতা, ইহার কারণ?"১৭৫।।**

নিমাইর কথা-শ্রবণে মৌনভাবে শচীর আনতমুখে ক্রন্দন—

**শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে।**
**কান্দে মাত্র, উত্তর না করে কিছু দুঃখে।।১৭৬।।**

মাতৃ-সমীপে বধূ লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব-বার্তা শ্রবণোল্লেখ—

**প্রভু বলে,—"মাতা, আমি জানিনু সকল।**
**তোমার বধূর কিছু বুঝি অমঙ্গল?"১৭৭।।**

প্রভুর কারণ জিজ্ঞাসায় তৎসমীপে আপ্ত প্রতিবেশিগণের লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব-কথা প্রকাশ—

**তবে সবে কহিলেন,—"শুনহ, পণ্ডিত!**
**তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত।।"১৭৮।।**

মহালক্ষ্মী-বিরহে গৌর-নারায়ণের মৌনভাব—

**পত্নীর বিজয় শুনি' গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।**
**ক্ষণেকে রহিলা প্রভু হেঁট মাথা করি'।।১৭৯।।**
**প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।**
**তুষ্ণী হই' রহিলেন সর্ব-বেদ-সার।।১৮০।।**

নরলীলাভিনয়ে প্রথমতঃ পত্নীবিরহ-দুঃখ-প্রকাশ ও পরে তত্ত্বকথা-বর্ণন—

**লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।**
**কহিতে লাগিলা নিজে ধীর-চিত্ত হৈয়া।।১৮১।।**

তথাহি (ভাঃ ৮।১৫।১৯)—

অবিদ্যা-মায়া-মোহ-বশতঃই বিষ্ণুবিমুখ-জীবের কলত্রাদিতে 'স্বধীঃ' বা 'অহংমম'বুদ্ধি—

**কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্।।১৮২।।**

মাতার প্রতি প্রভুর শিক্ষা-উপদেশ; অদৃষ্ট বা কর্মফলদাতা ঈশ্বরের ইচ্ছা অখণ্ডনীয়া—

**প্রভু বলে,—"মাতা, দুঃখ ভাব' কি-কারণে?**
**ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে?১৮৩।।**

কালের অপ্রতিহত বেগ, সংসারের অনিত্যতা—

**এইমত কাল-গতি, কেহ কা'রো নহে।**
**অতএব, 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে।।১৮৪।।**

---

বঙ্গদেশীয় বাক্যানুকরণ,—পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামসমূহে চলিত ও কথিত শব্দের ও ভাষার অনুকৃতি; তাদৃশ অনুকরণ দ্বারা গৌড়দেশবাসিগণের হাস্যোৎপাদন এবং ঐ সকল শব্দ ও ভাষা রাজধানীর বা নাগরিকের নহে বলিয়া পূর্ববঙ্গে কথিত ও চলিত শব্দে ও ভাষায় দোষারোপণই উদ্দেশ্য। প্রাদেশিক-শব্দের উচ্চারণে পার্থক্য ও প্রাদেশিক-ভাষার কথন-লিখনে ভেদ থাকায়, বিভিন্নপ্রদেশের অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে অন্যদেশ-প্রচলিত শব্দের ও ভাষার উল্লেখে হাস্য-পরিহাস অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।।১৬৭।।

যেরূপ সাধারণ প্রাকৃত-লোক পত্নীর বিয়োগে দুঃখিত হয়, কতকটা সেইরূপ দুঃখের 'বিড়ম্বন' অর্থাৎ অনুকরণ অভিনয় করিয়া ধৈর্যধারণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন।।১৮১।।

ভৃগুর সহায়তায় দৈত্যরাজ বলি দৈত্যগণের যোগে দেবরাজ ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া দেবগণের ঐশ্বর্য, যশঃ, শ্রী ও রাজ্য বলপূর্বক অধিকার করায়, দেবমাতা অদিতি শোকাতুরা হইয়া পরিতাপ করিতে করিতে প্রিয়পতি মহর্ষি কশ্যপের নিকট স্বীয় পুত্রগণের তৎ-পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা ও তদুপায় জিজ্ঞাসা করিলে, কশ্যপ সবিস্ময়ে বলিতেছেন,—

**অন্বয়।** কে (জনাঃ) কস্য (জনস্য) পতিপুত্রাদ্যাঃ (পতি-পুত্রাদি-সম্বন্ধিনঃ ভবন্তি, অপি তু কোঽপি কস্যাপি পতিঃ পুত্রঃ বান্ধবাদির্বা ন ভবতি, পরন্তু তত্র মোহঃ এব (স্বরূপবিস্মৃতিজন্যম্ অজ্ঞানমেব) কারণং হি (পতিপুত্রাদি-রূপ-প্রতীতেঃ কারণম্ এব ভবতি)।।১৮২।।

জীবের মিলন ও বিরহ বা জন্ম ও মৃত্যু, সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছাধীন—

**ঈশ্বরের অধীন সে সকল-সংসার।**
**সংযোগ-বিয়োগ কে করিতে পারে আর?১৮৫।।**

ঈশ্বরেচ্ছায় যাহা সংঘটিত হয়, তাহাতে দুঃখ বা শোক করা অনুচিত—

**অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।**
**হইল সে কার্য, আর দুঃখ কেনে তায়?১৮৬।।**

পতির জীবদ্দশায় (সধবাবস্থায়) গঙ্গা-লাভেই সাধ্বী নারীর সৌভাগ্য-পরিচয়—

**স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।**
**তা'র বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী?"১৮৭।।**

শচীমাতাকে আশ্বাস দানান্তে স্বগণসহ স্বকার্যে আত্মনিয়োগ—

**এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।**
**রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া।।১৮৮।।**

প্রভুমুখে তত্ত্বকথামৃত-পানে সকলের চিত্তে শোকভাব-লাঘব—

**শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত-বচন।**
**সবার হইল সর্বদুঃখ-বিমোচন।।১৮৯।।**

গৌর-নারায়ণের নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাস-লীলা—

**হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি।**
**কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি'।।১৯০।।**
**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।**
**বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।১৯১।।**

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ-বিজয়ো লক্ষ্মীদেবী-তিরোধানং নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

---

**অনুবাদ।** এই সংসারে কেই বা কাহার পতি, পুত্র, বান্ধব? অর্থাৎ কেহই কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধযুক্ত নহে, পরন্তু স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানই ঐরূপ প্রতীতির কারণ।।১৮২।।

ভবিতব্য—[ভূ (শক্যার্থে) তব্য], অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য, বিধি, ভাগ্য, নিয়তি বা অদৃষ্টের লিপি বা বিধান, কপাল বা ললাটের লিখন, দৈবের নির্বন্ধ। জীব স্বীয় বাসনা দ্বারা শুভাশুভ ফল সঞ্চয় করে। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্"—ভোগদ্বারাই উহা নষ্ট হয়।।১৮৩।.

ভগবদিচ্ছা-ক্রমেই জীবের সংসারে সংযোগ ও বিয়োগ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু ঘটে; ইহাতে অন্য কাহারও 'হস্ত' অর্থাৎ কর্তৃত্ব নাই। প্রযোজ্য ও প্রয়োজক কর্তৃত্ব জীবে ও ঈশ্বরে বর্তমান। জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-প্রীতিকামনা অসমঞ্জস হওয়ায়, সে অপ্রিয়-ফল ভোগ করিতে বাধ্য। এই অনুপাদেয় ফল বদ্ধজীবের ভোগ-ভূমিতেই আবদ্ধ। কেবল ভজন-বলেই জীব এই কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ প্রাকৃত অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা গর্হিতা মায়া জীবকে তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করিবার শাস্তিস্বরূপ ত্রিগুণ-দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত করে। সুতরাং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, সর্বত্রই ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত বিদ্যমান, এই ভাবিয়া সকলের মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখ হওয়াই কর্তব্য। তদ্দ্বারা কোন শুভ-মুহূর্তে ভগবৎকৃপা-প্রার্থনার আবশ্যকতা জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে।।১৮৪-১৮৫।।

প্রভু—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ; তাঁহার অবিদ্যা-গ্রস্ত হইবার কোন যোগ্যতাই নাই; তিনি সাক্ষাৎ বিদ্যাবধূজীবন। বিদ্যারসক্রীড়া-দ্বারাই তিনি সর্বক্ষণ লীলাময়।।১৮৯।।

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।